সরলা

অমৃতলাল বসু

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,......কলিকাতা...১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট

প্রথম সংস্করণ ঃ ২ আগস্ট ১৯৬০
মূল্য—দুই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস,

ভূমিকা

সরলা বঙ্গভাষার সুবিখ্যাত উপন্যাস স্বর্ণলতার নাট্যরূপ। এই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল, এবং এর অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হ য়েছিল। হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটারের গোড়াপত্তন হয় গিরিশচন্দ্রের নসীরাম মঞ্চস্থ ক'রে, আর তা'র কিছুদিন পরেই অভিনয় হয় সরলার।

পরবর্ত্তী কালে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অধিনায়কত্বে এই নাটকের সুষ্ঠ অভিনয় হয়, এবং তা'র অনেক পরে আর্ট থিয়েটার্স লিঃ এর কর্ত্তৃত্বাধীনে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে এর পুনরভিনয় সম্ভব হয়েছিল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ নাট্যনিকেতনেও কিছুদিন এই না কটি মঞ্চস্থ করেন।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের যুগে পাদপ্রদীপেব আলোকে ার আত্মপ্রকাশ বিস্ময়কর; বস্তুতঃ, বাঙ্‌লার মধ্যবিত্ত পরিবারের ৎসারিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলি অবলম্বন ক'রে বিয়োগান্ত াজিক নাটক রচনার প্রয়াস এই বোধ হয়, প্রথম।

সরলা ব্যতীত অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ ও ক্ষর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। শেষোক্ত তিনখানি নাটকই ারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা প্রকাশিত হ'ল মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে। ১২৮৮ খৃঃ অঃ যে নাটকের

প্রথম অভিনয়, এবং তা'র পর অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধ'রে যে নাটক দর্শক-সমাজকে আনন্দ দিয়ে এসেছে, এতদিন পরে বহু আয়াসে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির তা' পুস্তকাকারে প্রকাশ কর্‌লেন; এর জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

শ্রীপ্রীতিভূষণ বসু

প্রথম অভিনয় রজনীর

* শিল্পীবৃন্দ—

শশীভূষণ	...	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী
বিধুভূষণ	...	অমৃতলাল মিত্র
গদাধরচন্দ্র	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
নীলকমল	...	পরাণ শীল (কখন কখন নাট্যকার)
প্রমদা	...	কাদম্বিনী (পরবর্ত্তী কালে প্রমদা)
সরলা	...	কিরণবালা
শ্যামা	...	গঙ্গামণি

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "ভারতীয় নাট্যমঞ্চ" হইতে সংগৃহীত।

চরিত্রবৃন্দ

পুরুষ

শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	...	কৃষ্ণনগরস্থ গৃহস্থ
বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা
গদাধরচন্দ্র ...	...	ঐ শ্যালক
বিপিন ...	...	ঐ পুত্র
গোপাল ...	...	বিধুভূষণের পুত্র
নীলকমল ...	...	জনৈক গোপ
রমেশ ...	...	হেড কনেষ্টবল

দারোগা, জনৈক ভদ্রলোক, ব্রাহ্ম যুবকদ্বয়, মুদী, রামধন (রজক), মনিহারি, পাণ্ডা, ব্রাহ্মণগণ, বালকগণ, ভিখারীগণ, ডাকহরকরা, ইত্যাদি।

স্ত্রী

প্রমদা (বড় বৌ)	...	শশীভূষণের স্ত্রী
সরলা (ছোট বৌ)	...	বিধুভূষণের স্ত্রী
প্রমদার মাতা	... ...	...
কামিনী	...	শশীভূষণের কন্যা
দিগম্বরী ঠাকুরাণী (ঠানদিদি)	...	...
শ্যামা	...	বিধুভূষণের দাসী

ক্ষমা, মুদিনী, প্রতিবেশিনী ইত্যাদি।

সরলা

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রমদা ও ঠানদিদি

ঠানদিদি : সত্যি, বড় বৌ, তোর, তাই, খুব সহ্যি।

প্রমদা : জ্বালাতন হলেম, ঠান্‌দি, জ্বালাতন হলেম্, পাঁচজনে মিলে আমাকে জ্বালিযে মার্‌লে ; আমার আর একদণ্ডও বাঁচতে সাধ নেই।

ঠানদিদি : তা দেখ্, বডবৌ, আমার কাছে কুরু-পাণ্ডব নেই ; ও তুইও যে, ছোট বৌও সে ; ও যে শশী, সেই বিধু ; আমার কাছে সব সমান, আপন পর নেই। তা ছোট বৌ'র এদানি ঠেকার হয়েছে ; কেবল কাজই কচ্ছেন, কাজই কচ্ছেন, মানুষটা জনটা এলে একটা কথা নেই, যেন গ্রাহ্যতেই আসে না। মনুষ্যের গন্ধ সইতে পারেন না, যেন দ্রৌপদীর অজ্ঞাতবাস হয়েছে।

প্রমদা : ঠান্‌দি, অমন কুচুটে আর দুটি নেই। কাজত' ভারী; অমন দশটা সংসারের কাজ আমি একলা করতে পারি। তবে কি বল্‌ব, ঠান্‌দি, মধুসূদন যে তাতে আমায় বঞ্চিত করেছেন। ভগবান এমনি শরীর করেছেন যে, কিছু সয়না, ঠান্‌দি, কিছু সয়না; একটু আগুনের আঁচ লাগলেই মাথা ধরে, সকাল সকাল না খেলে বুক জ্বালা করে, আবার সূর্য্য না পাটে বসতেই ঘরে ঢুকতে হয়। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সন্ধ্যের পর বেরিয়েছি কি অমনি সর্দ্দিটি হয়েছে। রেতে আর কিছু মুখে দেবার যো নেই, কেবল ঐ দু'সের দুধটুকু খেয়ে সমস্ত রাতটা এপাশ ওপাশ করি। ঘুম একটু যা হবার তা সকাল বেলাই হয়, কাজেই উঠতে বেলা হয়ে পড়ে। দুঃখের কথা বল্‌ব কি, ঠান্‌দি, ষেটের কোলে দু'ছেলের মা হলুম, কখনও সূর্য্য ওঠা দেখতে পেলুম না।

ঠানদিদি : আহা, তা বড় জা, মায়ের মতন, তার এই অসুখ, তা একটু যত্ন করা, হলো একটু কাছে বসা, একটু গা-পা টেপা, একটু পাখার হাওয়া করা সে সব নেই। কালে কালে সব হলো কি! মহাভারতের কথা শুনেছি, সত্যভামা, রুক্মিণীর কত সেবা করতেন, যেন মায়ের পেটের বোন, তাঁর উনি জা ছিলেন, না আর কেউ?

প্রমদা : হাঁ, সেবা করবে! তবে দুঃখের কথা বলি শোন। একদিন বাবুদের কি মোকদ্দমায়, কর্ত্তা জেলায় গেছেন, রাত্তিরে আর বাড়ী ফিরবেন না। সেদিন আমার বড় মাথা ধরেছিল; তা বল্লুম, ছোট বৌ, কিছু মনে করিসনে, ভাই, বড় কষ্ট হচ্ছে, একটু

বগটা টেপতো. আব বাঁ হাতে পাখা খানা নাড় ; কেমন সেদিন একটু আলস্যের মত হয়েছিল। আ দেখ, ঠান্‌দি, কিছু টের পাইনি। খানিক বাদে চৌকিদারের হাঁকে চটকা ভেঙ্গে গেল। ওমা ঘুম ভেঙ্গে দেখি, আমার পিঠের উপর ঢুলে পড়ে, দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমু'চ্ছে !

ঠানদিদি : আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! দিতে পাবলিনে একটা পাখার বাঁটের বাড়ি গোঁজা ? এই ভগ্ন শরীর, এব গায়ে সেই ভুর্দ্দানি মাথাটা বেখে ঘুমুচ্ছিল ? খোঁপাও নয়, যেন একটা বোঝা। হঠাৎ যদি একটা ফিক্ ধবতো, তা হলে যে বাত জমে যেত।

প্রমদা : সেই দরদ ভেবে ত ওদের ঘুম হয় না। আমি মলেই উঁরা বাঁচেন। এখন দু'হাতে খাচ্ছেন, তখন দশহাতে খাবেন। মাগ-ভাতারেব শিব-পুজার ধূম দেখে কে ? খালি বিল্বপত্তর ছড়াচ্ছেন, খালি বিল্বপত্তব ছড়াচ্ছেন ; কিসে আমাকে নিকেস করবেন।

ঠানদিদি : তবে ওই শিব-পূজাই হয়েছে কাল, শিব-পূজাই হয়েছে কাল, অন্ধকূপ বাজাকে বিনাশ করবার জন্যে কুন্তী এমনি করে শিবের মাথায় সোণার বিল্বপত্র ছড়িয়েছিল। যদি স্বোয়ামী-পুত্র নিয়ে ঘব করতে চাস, খবরদার ভিটেয় শিব-পূজা কবতে দিসনি, দিসনি, দিসনি ; কাঁচা-খেগো দেবতা।

প্রমদা : আমি কে, কিসের মধ্যে আছি ভাই যে, আমার কথা খাটবে ?

(সরলার প্রবেশ)

সরলা : দিদি, আজ বিকেলে কি খাবে, ভাত খাবে, না ময়দা মাখ্‌বো ?

প্রমদা : আমার, ভাই, অত ঠাট্টা ভাল লাগে না ; মরছি আমার নিজের শরীর নিয়ে। বিকেলে আমি তোর মাথা খাব।

সরলা : রাগ করোনা, দিদি ; কাল রুটি করেছিলুম বলে তুমি বকলে।

প্রমদা : কালকের গরমটা কেমন পড়েছিল, ঠান্‌দি ?

সরলা : কেন, দিদি, তখনই ত আবার ভাত চড়িয়ে দিলুম ?

প্রমদা : আর ময়দার কাঁড়িটি যে নষ্ট হল ? তা পয়সা ত আর কারুকে দিতে হয় না। যার মুখে রক্ত তুলে পয়সা আনতে হয়, তার অপচয় দেখলে বুকটা করকর করে।

সরলা : না, দিদি, নষ্ট হয়নি। আজ আর ওঁর চাল দেইনি। বললেন, আমি বাসী রুটি খেতে ভালবাসি।

প্রমদা : সব রুটি বুঝি ঠাকুরপোকে দিয়ে খাওয়ান হয়েছে ? পরের পয়সা বলে অতটা ভাল দেখায় না ; একটু বুঝে সুঝে নবাবী করতে হয়। কেন, রুটি খাবার সখ হয়ে থাকে তো রোজগার করে পয়সা আনতে হয়।

সরলা : তা নয়, দিদি, ফেলা যেত বলে—

প্রমদা : ফেলা যেতো যেতো, আমার যেত, আমি বুঝতুম। (আমার পয়সা, আর কারুর ত পয়সা নয়।) না বলেও থাকতে পারিনি ; (একটা দাসী বাঁদী পড়ে আছি, একবার জিজ্ঞেস করতে হয় যে, হ্যাগা, দিদি, বাসী রুটিগুলি আছে কি করব ? তা নয়, সকল আক্কেলই [illegible]।) মনে করেছিলুম, ঠান্‌দি, রাত্তিরে শুধু দুধটা খেলে, পেট ঘুট ঘুট করে, তা দু'খানা বাসী রুটি তাতে

ফেলে দিয়ে খাব। তা পোড়া ভগবান কি আমার কোন সাধ মিটুতে দেবেন ?

ঠানদিদি : দেখ্, ছোট বৌ, আমার তুইও যে, বড় বৌও সে। তবে উচিত কথা বল্‌ব, লঘু-গুরু মানতে হয়। বড জা, তাকে কি তাচ্ছিল্য করা ভাল ? (বলব যা তা পষ্টই বলব, কেন, ওর সোয়ামীর রোজগারের পয়সা, ওকে অতটা তাচ্ছিল্য করা কি ভাল ?)

সরলা : সে কি, ঠান্‌দি ; আমি কি তাচ্ছিল্য করলুম ? দিদি, তোমার পেটে কোন মন্দ জিনিষ সয় না ; তুমি বাসী রুটি খাবে তা আমি বুঝব কেমন করে ?) দিদি, তোমায় তাচ্ছিল্য করব, আমার সে সাহস হবে ? তোমার পায়ে পড়ি, দিদি, আমার উপর রাগ কর না। আমি দোষ করে থাকি, আমায় শিখিয়ে দাও। আমার মা নেই, শাশুড়ী নেই ; তুমি না শেখালে কে শেখাবে দিদি ? মার কাছে ত কত ধমক খেয়েছি, দোষ করলে শাশুড়ীও কত বকেছেন, তুমি আমায় তেমনি করে ধমকো, তেমনি করে বকো ; কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, দিদি, আমার সঙ্গে অমন মুখভার করে কথা ক'য়ো না। তোমার মুখভার দেখলে আমার বড় ভয় করে, দিদি।

প্রমদা : শোন, ঠান্‌দি, শোন ; মধু ও দিচ্ছেন, আবার হুল ও ফোটাচ্ছেন। মা হচ্ছি, দিদি হচ্ছি, আবার কত কি হচ্ছি ! আমার মুখ দেখলে ভয় হয়। কেন, আমি বাঘ না ভালুক যে, আমার মুখ দেখলে ভয় করে ?

সরলা : না, দিদি, আমি তা মনে ক'রে বলিনি।

প্রমদা : না, তোমরা কেউ কিছু মনে করে বলনা; যত মনে করে বলি আমি। এখন ঘাট হয়েছে, ক্ষান্ত দাও। (সর্ব্বস্ব পরকে গুঁজ্‌ছি, তবু ও কারুর একটু দয়া মায়া নেই গা। কেন, আবার কান্না এল কেন? এতে আবার কান্নার কথা কি হলো? ওমা, গায়ে কথাটি সয়না; ছেঁদা কলসী অমনি ঝরছেই, ঝরছেই!)

সরলা : হা হরি!

প্রমদা : ও আবার কি? না, বোন, হরি-টরি ডেকনা; আমার ছেলে পুলের ঘর। খাচ্ছ, দাচ্ছ, লুটাচ্ছ, সেই ভাল, আবার হরি ডাকাডাকি কেন?

[সরলার প্রস্থান।

ঠানদিদি : না, বোন, তোমার খুব সাহ্য। আমি যেন ভেতরকার কথা সব জানি, এক জন অন্য লোক থাকলে কি বলতেন বল দেখি? কথাগুলি কইলে দেখেছ, যেন কোন দোষের দোষী নয়, জা বই আর জানেন না, জা চলে গেলে বুঝি বুক পেতে দিতে পারেন।

প্রমদা : ওই ত কুয়ের গোড়া, ওতেই ত মাথা খেলে। যেমন দেবা, তেমনি দেবী! আজন্ম যেন মধুসংক্রান্তির ব্রত করেছেন! দেবীটির কথা ত শুনলে, আবার দেবাটীও অমনি। দাদার কাছে, দাদা, দাদা, দাদা! বাজার করে এসেই বলবে যে, বড় মাছটা দাদাকে দিও, আর কেউ যেন খায় না; দাদা, এবার আমার কাপড় কিনতে হবে না, ওই তোমার পুরনো কাপড়েই চলবে;

দাদা, বড় বৌএর অসুখ, একজন কবিরাজ দেখাও ; বোকা দাদা অমনি ভাইয়ের মায়ায় ভুলে গেলেন, মনে করলেন, এমন ভাই আর হবে না ; ভাই আমার লক্ষ্মণ ভাই।

ঠানদিদি : তা, বোন, লক্ষ্মণ ভাইও আছেন, আর ভরত ভাইও আছেন, শাস্ত্রে যা আছে তা'ত আর অশাস্ত্র হয় না।

(কামিনী, বিপিন ও গোপালের প্রবেশ)

কামিনী ও বিপিন : মা—মা—!

গোপাল : জ্যাঠাইমা !

বিপিন : ওমা, কত কি বেচতে এসেছে, আমি নেবো মা, আয় না মা !

কামিনী : আমায় একটা বাঁশী—

গোপাল : আমিও বাঁশী নেব, জ্যাঠাইমা !

প্রমদা : কোথায় বাঁশী বেচ্‌তে এসেছে ?

বিপিন : এই সদরে। আয় না, মা, দেখে যা কত কি এনেছে।

প্রমদা : চলত, ঠান্‌দি, দেখি গে।

প্রমদা : গোপাল, কোথায় আসছিস ?

গোপাল : আমি বাঁশী নেব, জ্যাঠাইমা।

প্রমদা : আমার অত পয়সা নেই, বাছা।

গোপাল : তোমার পায়ে পড়ি, জ্যাঠাইমা।

প্রমদা : কি পাপ গো ! ছেলে-পুলেকে একটা খেল্‌না কিনে দেবার যো নেই ; তাতেও পাঁচ শত্রু বাদী !

ঠান্‌দিদি : ওরে, গোপাল, তোর মা এই মাত্র শ্যামাকে দিয়ে টাকা ভাঙিয়ে এনেছে। যা না তোর মায়ের কাছে—যা না! চল্‌, বড় বৌ, চল্‌।

[প্রমদা, ঠানদিদি, কামিনী ও বিপিনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শশীভূষণের বাড়ীর সম্মুখ

মনিহারিওয়ালা, ক্ষমা ও জনৈকা প্রতিবেশিনী

ক্ষমা : মুখপোড়া মিন্‌সে বলে কি গো! এই বাক্সটার দাম আট পয়সা! আমরা যেন বাক্স কিনিনি! তা' ছ'পয়সায় দিস্‌ ত দে।

মনিহারি : ছ'পয়সায় বাক্স! তুমি ফিরে দেখ। তুমি মেয়ে মানুষ তোমায় ঠকাব, এমন কি পুণ্যি করেছি বল? তোমার মত খদ্দের পেলেই ছ'দিনে কপাল ফেঁপে উঠবে।

প্রতিবেশিনী : এই চিরুনিখানা কত নিবি?

মনিহারি : বার পয়সা।

প্রতিবেশিনী : ছ' পয়সায় দিবি?

মনিহারি : তবে চার আনা।

প্রতিবেশিনী : এমন দোকানদার দেখিনি বাপু ; যা বলবে তাই ; এক পয়সা কমায় না !

মনিহারি : এক পয়সা কেন, দু' পয়সা কমাও না। খদ্দের যদি ঠিক বললে শুনতো, তা হলে কি আর দর করতুম ? কোথায় বার পয়সা, আর কোথায় ছ' পয়সা ; একেবারে আধা-আধি !

ক্ষমা : দেখি গা চিরুনিখানি, মোনার মা, আমি দর করে দিচ্ছি। দাড়াগুলো বড্ড মোটা, মোটা, এত আসল হাতীর দাঁতের নয় !

মনিহারি : না, আমার হাতীর দাঁত নয়,) ও হাতীর কসের দাঁত।

ক্ষমা : তা হতে পারে। কত লাভ রাখ্‌বি বল দেখি ?

মনিহারি : ভারী সওদা, একি খাতা না দেখলে বলা যায় গা ?

ক্ষমা : নে, তোর কথা থাক্‌, মোনার মায়েরও কথা থাক্‌ ; দু' আনায় দিয়ে যা। তোর এ দেড় আনায় কেনা।

মনিহারি : রেখে দাওনা বাছা।

প্রতিবেশিনী : নে বাপু আর কচ্‌কচিতে কাজ নেই, তোরও কোট বজায় থাক্‌, দশ পয়সায় দিয়ে যা।

ক্ষমা : হ্যাঁলা মোনার মা, তুই এমন হাবি ? দরদস্তুর করতে জানিস না ? আমি হলে দু' আনার কড়িও বেশী দিতুম না।

প্রতিবেশিনী : কি করব বল, দিদি ? আজ এক মাস চিরুনিখানা ভেঙ্গে রয়েছে, চুলগুলো সব জট পড়ে যাচ্ছে। যাই আবার, ঘর নিকুতে নিকুতে চলে এসেছি।

[প্রস্থান।

ক্ষমা : বাক্সটা আড়াই পয়সা হবে ?

মনিহারি : কেন ঠক্‌বে, বাছা ?

(প্রমদা, ঠানদিদি, কামিনী ও বিপিনের প্রবেশ)

কামিনী ও বিপিন : এই দেখ, মা, এই দেখ।

প্রমদা : দাও ত, বাছা, দু'জনকে দু'টো বাঁশী দাও।

ঠানদিদি : রোস্, বিপিনের মা, আমি দর করে দিচ্ছি। বাঁশী কত করে দিবি, ঠিক বল ?

মনিহারি : পয়সা, পয়সা ; ওর আর দর-দস্তুর কি ?

ঠানদিদি : ঐ বাঁশী পয়সা, পয়সা। দু' পয়সায় তিনটে দিবিনি ?

মনিহারি : না।

ঠানদিদি : আনায় পাঁচটা।

মনিহারি : যারা নিচ্ছে তারা কোন কথা কয়নি, তুমি মোড়লি কর কেন বাছা ?

ঠানদিদি : নে, বড় বৌ, দু'টো পয়সা ফেলে দে।

(সরলা ও গোপালের প্রবেশ)

গোপাল : ওমা, এসনা, মা, কিনে দেবে এস।

সরলা : না, বাছা, ওখানে যেতে নেই।

গোপাল : কেন যেতে নেই ?

সরলা : ওখানে সব ঝগড়া হচ্ছে, আমরা ওখানে যাবনা, গেলে আমাদের মারবে।

গোপাল : কেমন করে ঝগড়া কচ্ছে, কে মারবে, আমি দেখব।

সরলা : না, ওসব দেখতে নেই ; চল আমরা বাড়ীর ভিতর যাই।

গোপাল : না, মা, আমি যাব না। এস না, মা, কত কি জিনিষ বেচ্‌তে এসেছে।

প্রমদা : যা না, বিপিন, এখানে কি কচ্ছিস ? গোপালকে তোর কেমন বাঁশী হয়েছে দেখা গে। যা কামিনী তুইও যা।

বিপিন : আমার কেমন বাঁশী হয়েছে দেখ, গোপাল।

গোপাল : ও মা, আমায় একটা।

বিপিন : আমারটা বাজাতে দেব এখন।

গোপাল : আমি একটা আপনি নেবো ; ও মা, আমায় একটা বাঁশী।

সরলা : আজ আর নেই। কাল যখন নিয়ে আসবে, তখন তোকে একটা কিনে দেব।

গোপাল : না আছে, আজই দিতে হবে। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি, মা, আজই দাও, মা। (একটা বাঁশী তুলিয়া লইল) এই দেখ, আমি বাঁশী পেয়েছি ; এস, দাদা, খেলিগে।

[বিপিন, কামিনী ও গোপালের প্রস্থান।

সরলা : ও গোপাল, ও গোপাল, বাঁশী ফিরিয়ে দিয়ে যা, বাবা, লক্ষ্মী ধন আমার, আমার হাতে পয়সা নাই ; দাম দোব কোথা থেকে ?

মনিহারি : এ একটা পয়সা বই ত নয়, নিগ্‌না ; ছেলের জাত। আর একজন পেয়েছে, ও না পেলে শুনবে কেন, বাছা ?

সরলা : কি করি? আমার কাছে যে একটি পয়সাও নেই। দিদি, আমায় একটা পয়সা ধার দেবে?

প্রমদা : হাঁ, বলছিলুম কি, ঠান্‌দি?

সরলা : দিদি—

ঠানদিদি : ছোট বউ কি বল্‌ছে।

প্রমদা : কি, কি বল্‌ছো?

সরলা : একটা পয়সা ধার দিতে পার, দিদি?

প্রমদা : দিদি ত মহাজন নয়, যে ধার দেবে।

সরলা : যদি তা না দাও, গোপালকে ঐ বাঁশীটা কিনে দাও।

প্রমদা : আমি ত কল্পতরু হয়ে বসিনি যে, যে যা চাইবে তাই দেব।

সরলা : এত আর তোমার দান করা হচ্ছে না। যেমন বিপিন কামিনী, তেমনি তোমার গোপাল, এ কথাটা মনে কর না কেন?

প্রমদা : লোকে যা মনে করে তা যদি হতো, তা হলে আর ভাবনা কি? আমি যদি মনে কল্লে রাজরাণী হতে পারতুম, তা হলে আর কি এমন করে বেড়াই?

সরলা : ওমা! কি হবে তবে? আমার মাথা খাও, দিদি, একটা পয়সা দাও। বাছা আমার জোর করে ~~বাঁশী~~ তুলে নিয়ে গেল।

প্রমদা : অমনি ঘাড়টি ধরে হাতটি মুচড়ে কেড়ে নিতে হয়। জোর করে তুলে নিয়ে গেল! উনি যেন কচি খুকী!

ঠানদিদি : ছেলে যা মনে করবে তাই করবে; শাসন নেই! (মনিহারি গমনোদ্যত) তোমার পয়সা নিয়ে গেলে না, চল্লে যে?

মনিহারি : আমি ও বাঁশীটার দাম চাই না। অনেক ব্যাপার করে থাকি, একটা না হয় অমনিই দিলুম।

সরলা : হা অদৃষ্ট!

মনিহারি : না, মা, তা নয়। আমি ত প্রায়ই এ পাড়ায় আসি। এবার যেদিন আস্‌বো, সেদিন নিয়ে যাব। তুমি কিছু মনে ক'র না, মা!

ঠানদিদি : এঁ্যা। এ মিন্‌সে ব্যবসা জানে না।

[মনিহারির প্রস্থান।

সরলা : পরমেশ্বর, অদৃষ্টে আরও কত আছে!

[সরলার প্রস্থান।

প্রমদা : কেমন এ পৃথিবীর লোক; এদের যতই দাও ততই খাই বাড়ে! আমাদের যা মাসে মাসে আসে, তা যদি আমি রেখে চল্‌তে পারতুম, তবে আমার ভাবনা কি? কিন্তু তা ত হবার যো নেই। এক জন মাথায় মোট করে আনবে, আর পাঁচজন তাই ঘরে বসে ওড়াবে। উনি যে বোকা, কিচ্ছু বোঝেন না। ওঁর যদি বুদ্ধি থাক্‌তো, তাহলে কি আজ খেটে খেটে মাথার ঘাম পায়ে পড়তো; এত দিন টাকার বস্তার উপব বসে থাকত। হ্যাঁ ঠানদি', এমন নির্ব্বুদ্ধির হাতে পড়েছিলুম্ যে, বুদ্ধি দিলে নেয় না! সর্ব্বস্ব পরকে দেবো, থোবো, খাওয়াব, পরাব, আবার লোকের কথাও শুনবো?

ঠানদিদি : (কেঁদো না, বোন, কেঁদো না ! তুমি বড় ঘরের মেয়ে, রাজার রাণী। তুমি পাঁচজনের কথা শুন্‌বে কেন ?) অলুক্ষণে ছুঁড়ির আক্কেল দেখ দেখি। অদৃষ্ট দেখিয়ে, পরমেশ্বর দেখিয়ে, ভর সন্ধ্যেবেলা ভাল মানুষের মেয়ের চোখের জল ফেলালে গা ! কি কালই পড়েছে গো ! এ হলো কি ! কালে কালে কতই দেখ্‌তে হলো। নাঃ, সৃষ্টি আর রইল না।

ক্ষমা : আমরাও ত বৌ ছিলুম ; আমাদেরও শ্বাশুড়ী ছিল, ননদ ছিল, জা ছিল। যন্ত্রণা পেয়েছি, মনে মনে যা বলবার বলেছি ; বুক ফেটে গেলেও, মুখ কখন ফোটেনি।

ঠানদিদি : ও দিদি, তাই জন্যই ত আমার শ্বাশুড়ীর ঘর করা হলো না। একবার গেছ্‌লুম্‌ ; তিন দিন থেকে পালিযে এলুম। তা থাকলেই কথা সইতে হয়। আজকালকার মেয়ে যেন সব ধিঙ্গি, কর করিয়েই আছেন, দম্ভে আর দেখতে পাননা ! কিসের দর্প লা ! আমার কাছে, ভাই, আপন পর নেই ; সব সমান। তবে উচিত কথা বলব ; একালের মেয়েদের ভিতর, বড়বৌ প্রমদা ছাড়া একটিও মেয়ের মতন মেয়ে দেখতে পেলুম না।

ক্ষমা : নগদ সাড়ে তিন পয়সা দিতে চাইলুম বাক্সটা দিলে না, আর অমন বাঁশীটা অমনি দিয়ে গেল গা ! এর ভিতর অর্থ আছে, বড় বৌমা। তোমার প্রাণে কোন প্যাঁচ নেই, বুঝতে পাচ্ছ না, বাছা ! তখন আমার কথা মিলিয়ে নিও, এর ভিতর অর্থ আছে। এখন যাই, আবার সন্ধ্যে-টন্ধ্যে দিতে হবে। বাঁশীটা অমনি দিয়ে গেল ! [ক্ষমার প্রস্থান।

ঠানদিদি : কেঁদোনা, দিদি, কেঁদোনা ; ঘরে যাও, আবার অসুখ করবে ; কেঁদো না।

প্রমদা : অসুখ ত আছেই, এখন মলেই হয়।

ঠানদিদি : বালাই, বালাই, ষাট ! ঘরে যাও দিকি, ঘরে যাও ; আমি এখন আসি।

প্রমদা : যাই। হ্যাঁ, ঠান্‌দি, দুটি মুগের ডাল চেয়েছিলে, নিয়ে গেলে না ?

ঠানদিদি : ও আমার পোড়া কপাল ! ভুলে গেছি। তোমার চোখে জল দেখলে কি খাওয়া দাওয়া মনে থাকে ? আহা ! দেখ দেখিনি, এমন অন্নপূর্ণা, রাস্তার লোককে ডেকে খেতে দেয়, এর সঙ্গে পোড়া লোক বনিয়ে চলতে পারে না ! যত সব ছোট ঘরের মেয়ে, যে ঘরে ঢোকে সে ঘর জ্বালিয়ে মারে। চল, যাই চল, এক মুঠো ডাল আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই। আর, বার মাসই ত তোমারই নিচ্ছি, তোমারই খাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরলার গৃহের সম্মুখ

সরলা ও গোপাল

গোপাল : মা, তুমি কাঁদছো কেন ?

সরলা : কই কাঁদছি, বাবা ?

গোপাল : ওই যে, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে ?

সরলা : আমার পেট ব্যথা করছে।

গোপাল : আমার পেট ব্যথা করলে শ্যামা দিদি যে ওষুদ দেয় সেই ওষুদ খাওনা কেন ? যাই, আমি শ্যামা দিদিকে ডেকে দিয়ে যাই, ওষুদ খেলেই সেরে যাবে এখন।

সরলা : না, বাবা, শ্যামাকে ডাক্‌তে হবে না, আমার পেট ব্যথা করছে না। অনেকক্ষণ আমার চোখে কি পড়েছে, তাই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

গোপাল : তবে তুমি বস। আমি তোমার চোখে ফুঁ দিয়ে দেই, তা হ'লে বেরিয়ে যাবে এখন। না, তুমি কাঁদচ ; কেঁদো না, মা। তুমি কাঁদলেই আমারও কান্না পায়।

সরলা : না, বাবা, তুমি কেঁদোনা ; এই দেখ, আমি আর কাঁদবনা। যাও, তুমি ঘরে গিয়ে শোও গে। আমি তুলে খাওয়াব এখন।

গোপাল : তুমি আর কাঁদবে না বল ?

সরলা : না। (গোপালের প্রস্থান) কাঙ্গালের ধন আমার। তোমার মুখ দেখেই আমি সব দুঃখ ভুলে আছি। বাক্যবাণে

জর জর হয়েও, তুমি মা বল্লেই আমি সকল কষ্ট ভুলে যাই। অভাগীর অদৃষ্টে যদি বিধাতা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, হরির ইচ্ছায় কখনও যদি তোমায় মানুষ করতে পারি, তবেই আমার দুঃখ ঘুচবে। যেদিন শাশুড়ী গিয়াছেন, সেই দিনই বৌএর সাধ ফুরিয়েছে, কখনও যদি মায়ের সাধ মেটে সেই আশাতেই বেঁচে আছি। ইনি ত ভোলানাথ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আপনার ভাবনা কখনও ভাবলেন না, ভাববেনও না। দুঃখের কথা বল্লেই হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, পাগল! বড় বৌএর কথা ধরতে আছে? এতদিন আমার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, আজ দিদি আমার বাছাকে পর্য্যন্ত পর করলেন। আপনার জ্যাঠাইমা হয়ে দিদি আমার গোপালকে একটা পয়সা দিতে পারলে না, আর দোকানী—পর—সে দয়া করে গেল! আমার বাছাকে সে ভিক্ষে দিয়ে গেল। সবাই থাকতে গোপাল আমার ভিখারী হল!

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : ছোট বৌমা, ভর সন্ধ্যেবেলা অমন করে বসে কেন গা? চোখ ছল ছল করছে কেন? ওঃ, তাই শুনলুম বটে। ক্ষেমা দিদির সঙ্গে কলু-বাড়ী দেখা, তা'র মুখে বাঁশীর কথা সব শুনেছি। তা'রে আধা-কড়িতে বাক্স না বেচে, আমার গোপালকে অমনি একটা বাঁশী দেছে বলে, ক্ষেমা দিদি মনিহারির গঙ্গাযাত্রা করাচ্ছে। কিন্তু শ্যামা যদি কখন কারো মন্দ করে না থাকে, তা

হলে আমার আশীর্ব্বাদে দোকানীর ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে। আমার গোপালকে যে যত্ন করবে, ভগবান তা'র ভাল করবেনই করবেন।

সরলা : শ্যামা, এ বয়সে গোপালকে আমার ভিখারী হতে হলো!

শ্যামা : কিসের ভিখারী? তোমার যেমন কথা! দোকানদারেরা অমন ছেলে-পুলেকে আদর করে দেয়। কিন্তু মাগীর কি আক্কেল! একটা পয়সার জন্য—হাতে আগুন!

সরলা : (বাধা দেওন) চুপ কর, শ্যামা, চুপ কর। ঘরে শুয়ে আছেন। শুনতে পেলে এখনি কুরুক্ষেত্র বাঁধাবেন, এখনি আবার তোকে দু'কথা বলবেন।

শ্যামা : আমায় যে দু'কথা বলবে, সে দশ কথা শুনবে। দোষ করি, ঘাট করি—বকো, গাল দাও, সব সইব; কিন্তু মিছামিছি কারুর গ্যাদার ধার ধারি না।

সরলা : কি করবো, মা? দুঃখী হলে সবই সইতে হয়। পেটে একটী হয়েছে, উপায় ত নেই। বার করে দিলে দাঁড়াই কোথা বল? ভাশুরের অন্নে আছি, তবুও জাত আছে।

শ্যামা : বার করে অম্নি সবাই সবাইকে দেয়। বাড়ী ত আর কারুর একলার নয়? আর অন্ন কেউ কারুর ভায়ের ঘর থেকে এনে দিচ্ছে কি না? আমি ত এ বাড়ী আজ ঢুকিনি, সেই কর্ত্তার আমল থেকে আছি। জমি-জারাতের ভাগ নেই? আড়াইটা পেট পোরাতে কটা পয়সা পড়ে? আর কার নিজের রোজগারের কড়িই খা বার?

সরলা : কি আছে না আছে, (বাছা) বঠ্‌ঠাকুর জানেন। উনি সে সব কিছুই খোঁজ রাখেন না।

শ্যামা : তা রাখবেন কেন? সে সব রাখতে গেলে গাঁয়ের বুড়ো বুড়ী মলে পোড়াতে নিয়ে যাবে কে? লোকের বাড়ী যজ্ঞি হলে থালা বইতে যাবে কে? বারোয়ারীর যাত্রার যোগাড় করবে কে?

সরল' : একটু আস্তে কথা ক' শ্যামা।

শ্যামা : এর চেয়ে আর কত আস্তে কথা কব? এ বাড়ীতে অনেক ফুস্থর-ফুস্থর শুন্‌তে পাই, কিন্তু দুঃখ এই যে, ফুস্থর-ফুস্থর শিখ্‌তে পারলুম না। তা আমার ফুস্থর-ফুস্থর করবার লোকও নেই, দরকারও নেই, ববং তুমি একটু ফুস্থর-ফুস্থব শিখলে ভাল হত। তা যে বোকা মেয়ে তুমি, তোমায় সে বুদ্ধি দিলে হবে না। ছোট বাবুও ঘরে এলেন, তুমিও অমনি আহ্লাদে গলে গেলে; তিনিও হাসলেন, তুমিও হাসলে। ব্যস, সব গোল চুকে গেল। হাসিতে কি কাজ হাসিল হয়? একটু ফুস্থর-ফুস্থর চাই।

সরলা : না, বাছা, বাপ-মা ছেলেবেলা থেকে ব্রত-পূজা করিয়েছেন; শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে, ভাস্থর-জাকে, শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে শিখিয়েছেন, তাই শিখেছি। যখন ঘর করতে আসি, মা কাঁদতে কাঁদতে পাল্‌কীতে তুলে দিয়ে বল্লেন, 'দেখো মা কখনও কারুকে উঁচু কথা বলো না। যে সংসারে চেঁচামেচি হয়, সেখানে লক্ষ্মী থাকে না; হাজার চাকর লোকজন থাক, সমস্ত কাজ নিজে দেখে শুনে করো; মেয়েরা যে সংসারে কাজ কর্ম্ম না করে, সে সংসারের কখনও ভাল হয় না।

শ্যামা : আচ্ছা, এখন থাক্ ও সব কথা ; লক্ষ্মীপূজার দিন শুনবো এখন। গোপাল কোথায় ?

সরলা : ঘরে গিয়ে শুয়েছে।

শ্যামা : ছোট বাবু পাড়া থেকে ফেরেননি ?

সরলা : না, আজ রাত্রে আসবেন না ; বোসেদের বাড়ী যাত্রা হবে।

শ্যামা : ব্যাস্, তোমার আজ ছুটি। এস ঘরের ভিতর ; তোমায়, আমায়, গোপালের কাছে বসে ফুস্সুর-ফুস্সুর করি গে।

সরলা : চল ; কিন্তু, দিদি যে মুখভাব ক'রে ঘরে খিল দিলেন, ভয় হচ্ছে আজ কি একটা কাণ্ড হবে। ইনিও ত আজ বাড়ীতে নেই।

শ্যামা : কাণ্ড আর কি হবে ? রাগ করে কপাটে খিল দেছেন ত ? ও বড় বাবু এলেই আজ আর একখানা গহনা হবে। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রমদার গৃহের সম্মুখ

(শশীভূষণের প্রবেশ)

শশী : একি, দরজায় খিল দেওয়া কেন ? অসুখ করেছে নাকি ? কৈ, কাউকেও ত দেখতে পাচ্ছিনে ? এদের কি কোন অসুখ করল নাকি ? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি ? বলি, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ? শ্যামা, ও শ্যামা, বাড়ীতে কি কেউ নেই নাকি ?

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : কি গা, বড় বাবু ? ঠাকুরঘরে যে আহ্নিক-পূজাব যোগাড় করে এসেছি।

শশী : আরে, ঘরে ঢুকতে পাচ্ছি না যে ; কাপড় ছাড়তে পাচ্ছি না। এরা সব গেল কোথায় ?

শ্যামা : ঘরেই আছেন। যাই, আমি ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আসি গে।

[শ্যামার প্রস্থান।

শশী : ঘরে কে আছ ? দরজাটা খোল না গা ! ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ? অবেলায় একি ঘুম ! (বলি, দরজাটা খোলো না গা !) কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ? বলি, দোর খুলে দেবে, না চলে যাব ? (প্রমদার দরজা খুলিয়া পুনরায় শয়ন) ওকি, ও আবার কি ? ওখানে অমন করে শুলে যে, কি হয়েছে ? আজ আবার কি হলো ? বলি, ব্যাপারটাই কি বল না। ভাল বিপদ ! আমি যেন কার সঙ্গে কথা কচ্ছি ! (শ্যামা ! শ্যামা ! সিধু বাড়ী আছে ?) বলি, কেউ কথার জবাব দেবে না নাকি ?

প্রমদা : কি বলছো ?

শশী : এতক্ষণে হুঁশ হল বুঝি ? তুমি বুঝি এখানে ছিলে না ? না কালা হয়েছ যে, আমার কথা শুনতে পাওনি ?

প্রমদা : আমি কালা-ই হই, আর কাণা-ই হই, লোকের তা'তে কি ক্ষতি ? আমাকে যদি কেউ দেখতে না পারে, আমায় বলে না কেন ? তা হলে আমি চলে যাই, তাদের উৎপাত যায়।

শশী : রোজই বল চলে যাবে ; কই, যাও দেখি কোথায় যাবে।

প্রমদা : কেন, আমার আর কি যাবার জায়গা নেই ? বাপের বাড়ী গিয়ে থাকলে, তা'রা চারটি না দিয়ে খেতে পারবে না।

শশী : হাঁ, হাঁ, যাও ; এখনি যাও। কিন্তু আমি চাল-ডাল পাঠাতে পারবো না।

প্রমদা : (উঠিয়া) তবে পরে বলবে না কেন ? আপনার সোয়ামী যখন এত লাঞ্ছনা কল্লে, আমার দুঃখ দেখে হাসি-ঠাট্টা কল্লে, তা পরে করবে না কেন ? তারা ত কর্ত্তেই পারে। তা লোকে লাঞ্ছনা করবে, আমাকেই করবে। মা-বাপ নিয়ে ঠাট্টা করবে কেন ? তা'রা ত কারুর খায় না, কারুর এক বাসায় বাস করে না। দুঃখী হোক্, কাঙ্গাল হোক্, দুধ-মোণ্ডা খাক, আর শাক-ভাতই খাক, আপনার ঘরেই আছে, আপনার ঘরেই খাচ্ছে। কারুর দোরে এসে ত হাত পেতে দাঁড়ায়নি। তারা কারুর মুখ চেয়ে নেই ; ভগবান তাদের যা দিয়েছেন, তাই রেখে ঢেকে খাক। যদি পেটে না খেয়ে জলপানি জমিয়ে কখন কিছু মাকে পাঠাই, সে আমারই পরকালের কাজ হয়। তা'র আর দরকার কি ? গদাধর বেঁচে থাক, মার আমার ভাবনা কি ? মা-ভাইকে নিয়ে ঠাট্টা ! আমি গলায় দড়ি দেব, গলায় দড়ি দেব। (পুনঃ শয়ন)

শশী : সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে যে দু'দণ্ড আরাম পাব তা'র যো নেই। খিচিমিচি, খিচিমিচি। বামুনের অদৃষ্টে সুখ হবে কেন? যাই, কোথাও বেরিয়ে যাই, তোমাদের যা খুসী তাই কর। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রমদা : (ক্রন্দন) আমার অদৃষ্টে এত ছিল গো। ও মা, তোমার সাধের প্রমদার দশা দেখে যাও গো। মাগো—ও—ও !!

শশী : কি, হয়েছে কি?

প্রমদা : এত লোকের মরণ হয়, আমার অদৃষ্টে মরণ নেই?

শশী : বলি ব্যাপারখানা কি বল না?

প্রমদা : মাগো ও—ও !!

শশী : না, অদৃষ্টে যাব যা লেখা থাকে কার সাধ্য খণ্ডায়? মনে করে এসেছিলুম, যে চন্দ্রহারের জন্য এক বছর দরবার হচ্ছে, আজ তা বায়না দিলুম ; বাড়ীতে গিয়ে আদর যত্ন পাব। তা অদৃষ্টে তা ত নেই, কি করে ঘটবে? আদর যত্ন চুলোয় যাক্, আজ কথার উত্তরই পাই না।

প্রমদা : (উঃ মাগো—)

শশী : বিধু বলছিল, চন্দ্রহার স্থগিত রেখে, বৈঠকখানার ঘরটা সম্পূর্ণ করুন। আমি মনে করলুম বৈঠকখানা ত হবেই ; যেখানে অর্দ্ধেক হয়েছে, সেখানে আর অর্দ্ধেক বাকী থাকবে না—

প্রমদা : (উঠিয়া) ওদের দু'জনার জ্বালাতেই আমি জ্বালাতন হলুম : আমার এত অনিষ্ট করেও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলনা।

শশী : ওরা কারা? আর তোমাকেই বা কে জ্বালাতন করল?

প্রমদা : কে জ্বালাতন করলে আবার জিজ্ঞাসা করছো? আর বাকী রেখেছে কি?

শশী : স্পষ্ট করে না বল্লে আমি বুঝতে পারিনি। তুমি ত একা বিধুর নাম করনি; 'ওরা' বল্লে যে? কে কে তা কি করে জানবো?

প্রমদা : কে কে? আবার কে হতে পারে? কর্ত্তা আর গিন্নী। কর্ত্তাটি আমার পেছনে লেগেছেন। আমার কিছু হলে যেন তাঁর সর্ব্বনাশ হয়। তিনি যেন নিজের টাকা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। আর গিন্নীটি, যাতে আমি পাঁচ জনার কাছে অপমান হই, তা'রই চেষ্টায় আছেন।

শশী : কেন? বিধু তোমায় না দেবার কথা বলেনি। সে বলছিল, লোকটা জনটা এলে স্থানাভাবে কষ্ট হয়, এই জন্য বৈঠকখানা আগে হলেই ভাল হয়।

প্রমদা : সাধে কি বলি তোমার বুদ্ধি কম। তুমি ভালমানুষ, সব ত বুঝতে পার না; বিধুটিকে বড় সহজ মনে কর না। বৈঠকখানার উপর অত যত্ন কেন, তা'ত জান না। ওকি বৈঠকখানা কন্না ভাল হবে বলেই বলে? তা নয়। ও ত এখনও পাড়ায় থাকে, তখনও পাড়ায় থাকবে। তবে বৈঠকখানা হলে তা'র ভাগ পাবে। আমার গয়না হলে, ভিন্ন হবার সময় ত ভাগ পাবে না। তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে ত দেখবে না। তোমরা রোজগার করবার ফিকির জান; চিত রাখবার ফিকির পুরুষে কি বুঝবে? দুটি মুখে গুঁজে বেরিয়ে

যাও, তারপর খেটে খুটে এসে হা ক্লান্ত হয়ে পড়। সংসারে যে কে কি ফিকিরে আছে, কে কি মতলবে ঘুরছে, তা'ত টের পাও না। খালি মুঠো মুঠো টাকাই ঢালছ। তোমার ত ঐ খাওয়া, আর আমার ত এমন শরীর ভগবান করে দিয়েছেন যে, সকল সাধেই বঞ্চিত। টাকাগুলো যে কি হয়, কোথা যায়, তা'ত খবর রাখ না? আমি কি সাধে বলি—

শশী: দেখ, সত্য তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমি এত দিনে বুঝতে পাল্লুম যে, কি জন্য ভায়া আমার যখন তখন সব কাজের আগেই বাড়ীটি, আর বিষয়-আশয় করবার পরামর্শ দেয়। ঠিক কথা বলেছ। আমি যদি আগে জানতে পারতুম, একখানি ইঁটও গাঁথ্‌তে দিতুম না।

প্রমদা: তুমি ত আমার কথা শোন না, জিজ্ঞাসাও কর না। বাবার কাছে শুনেছিলুম যে, এক অন্নে থাকলে, সব বিষয় ভাগে পড়ে, কেবল স্ত্রীর নামে যা, আর গায়ে যে গয়না থাকে, তা'রই ভাগ পায় না তোমায় বোকা বুঝিয়ে খাটিয়ে, আর ওরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে, সব চুল-চিরে ভাগ নেবে? সেই কথায় বলে, "যার ধন তার ধন নয়……", আর তোমার মাগ-ছেলে ভেসে যাক!

শশী: ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, পেটে পেটে এত! আমি এত দিন বুঝ্‌তে পারিনি। আমি যা বলি তাই শোনে, আমার কাছে না জিজ্ঞেস করে কোন কাজ করে না, আমি বলি বিধু আমায় বই জানে না।

প্রমদা : হাঁ, হাঁ, মুখে মধু, প্রাণে বিষ। যার দেখ্‌বে যত মিষ্টি কথা, তা'রই দেখ্‌বে ভেতরে ভেতরে ক্ষুরের ধার। তুমি মনে মনে ভাব, তোমার ভাইটি যেন রামের লক্ষ্মণ। কিন্তু উটি যে ভরত তা'ত জান না। ভাই কি কখনও আপনার হয়? ঠান্‌দি বলেছেন, শাস্ত্রে আছে—ভাই, ভাই,—ঠাঁই, ঠাঁই।

শশী : বৈঠকখানা ত ঐ পর্য্যন্ত থাক্‌লো, দেখি কি করে। হাঁ, গিন্নীর কথা কি বলছিলে?

প্রমদা : বলছিলুম, গিন্নীটি আবার কর্ত্তাকে হারান। মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্যি। তাঁর সর্ব্বতোভাবে যত্ন কিসে আমাকে আর তোমাকে অপমান কর্ত্তে পারেন।

শশী : কি, আমারই অপমান! যারই খাবেন, তারই আবার অপমান কর্ব্বেন!

প্রমদা : সে কথা বলে কে।

শশী : কে কা'কে অপমানের কথা বলেছে বলতো—

প্রমদা : আর কা'কেই বা বাকি রেখেছেন? আজ তবে অমন ছাই করে পড়েছিলুম কেন? সে সব শুনে অবধি আমাতে কি আমি ছিলুম? সে সব কথা শুনে অবধি পৃথিবী যেন ঘুরছিল। তুমি অত ডাকাডাকি করছ কিছুই হুঁস নেই। তুমি শুনলে প্রত্যয় করবে না, আজ একজন মনিহারি এসেছিল, বিপিন-কামিনী ছাড়ে না, তাই ওপাড়ার [illegible] ঠান্‌দির কাছ থেকে দু'টা পয়সা ধার করে, ওদের দু'টা বাঁশী কিনে দিলুম; ছোট গিন্নী তাই দেখে রাগ করে গোপালকে ডেকে এনে একটা বাঁশী দিলেন। তা'র

দাম দেবার সময় বল্লেন, দিদি, একটা পয়সা ধার দাও, আমি সুদ দোব। আমি বল্লুম, এক পয়সার আবার সুদ কি, ভাই? ছোট বউ বল্লেন, কেন, চিরকাল মহাজনী কাজ করছ, আর সুদ জান না? আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। ছোট বউ আরো যা মুখে এল বল্লে।

শশী : কি কি কথা বল্লে?

প্রমদা : আমার অত মনে নেই। আমি সাদা মানুষ, অত কথার মার-প্যাঁচ বুঝিনি। ওপাড়ার সকলেই ছিল, সবাই শুনেছে। তোমার যদি শোনবার ইচ্ছা থাকে, ~~দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে~~ ডাকাও ; সেই সব বলবে।

শশী : হাঁ, একথা শোনা উচিত। ঠান্‌দি'কে এখনই ডাকতে হবে।

প্রমদা : তা'ত হবেই। যখন চোখ ফুটেছে, সমস্ত বুঝেছ, তখন একটা হেস্ত-নেস্ত করবেই। এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সত্যি বোলবে কি?

শশী : কেন বলবো না ; অবশ্যই বলবো।

প্রমদা : যথার্থই কি চন্দ্রহারের বায়না দেওয়া হয়েছে?

শশী : হ্যাঁ হয়েছে, কেন?

প্রমদা : তোমার কথায় বোধ হচ্ছে হয়নি। (সরিয়া দাঁড়ান)

শশী : তবে হয়নি।

প্রমদা : তবে কেন মিথ্যে কথাটা বল্লে?

শশী : মিথ্যে বলেছি বটে, তবে কাল সত্যি হবে। কালই বায়না দেব। ভেবেছিলুম বৈঠকখানা সমাধা করবো। কিন্তু তোমার

মুখে যে সব কথা শুনলুম, তা'তে আর এ বাড়ীর উপর হাত দেব না ; নিজের উপার্জ্জনের ধন কে পরকে দিতে চায় ?

প্রমদা : মধুসূদন তোমার সুমতি দিন। জানালার কাছে খট-খট করে কে রে ?

শ্যামা : (নেপথ্যে) আমি গো, বড় মা। পিঁড়েখানা মাঝপথে রয়েছে, সারিয়ে রাখছি ; রাত হলো, বড় বাবু আহ্নিক-ঠাহ্নিক করবেন না ?

প্রমদা : হাঁ, কচ্ছেন, তুই যা ; আমি আলো-টালো দেখাব।

শশী : এখন চল, আহ্নিক করি গে। আমার বিষয়, এরই ওপর যত টাঁক। প্রমদা, তোমার কি বুদ্ধি !

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দর-দালান

শ্যামা ও সরলা

সরলা : তবে কি হবে, শ্যামা। বঠ্‌ঠাকুর কি বড্ড রেগেছেন ? কি হবে ? আমার কথা কে বিশ্বাস করবে ? ও শ্যামা, ইনিও যে বাড়ী নেই ?

শ্যামা : ভেবে আর কি হবে। গরীবের পরমেশ্বর আছেন।

সরলা : ঠান্‌দি কখনও আমার হয়ে বলবেন না, এমনি দশখানা করে লাগাবেন, ইনিও বাড়ী এসে হয়ত মনে করবেন আমারই

দোষ, আমার কথা কে শুনবে? আমি কা'রে বলবো? শ্যামা, তুই একবার যা, এঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

শ্যামা : কোথা থেকে ডেকে আনবো? তিনি কোথায় কে জানে?

সরলা : যাত্রার কাছে আছেন। আমায় বলে গেছেন, আজ যাত্রা শুন্‌তে যাবেন।

শ্যামা : তবে, আমি কেমন করে সেখানে যাব? আর অত লোকের মধ্যে আমায় যেতেই বা দেবে কেন?

সরলা : শ্যামা, আজ তুই নূতন যাত্রার কাছে যাচ্ছিস নাকি? আর কি কখনও বেশী লোকের কাছে যাসনি?

শ্যামা : তোমাকে আর পারবার যো নেই; এই চল্লুম।

[প্রস্থান।

সরলা : ইনি অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস করবেন, ইনি ত আমায় জানেন, আমি যে বাক্যজ্বালা, যে লাঞ্ছনা সহ্য করি, তাও এঁর জানতে বাকী নেই। দিদির কথার উত্তর দিতে ইনিই আমায় মানা করেছেন। মনে ব্যথা পেয়েছি, মনে মনেই চেপে রেখেছি। আমার মনের ব্যথা শ্যামা জানে, স্বোয়ামী জানেন, আর ভগবান জানেন; আর কারুরে কখনও বলিনি। শ্যামা এখন এঁর দেখা পেলে হয়। তিনি এলে সকল কথা বল্লেই সুস্থির হই। ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল; মাথা যেন ঘুরছে, এইখানে পড়েই একটু গড়াই। (শয়ন)

(ঠানদিদির প্রবেশ)

ঠানদিদি : আমায় বলতে বলেছে, আমি বলবো, তাতে আর চক্ষুলজ্জা কি ? এমন ত নয় যে মন্দ কথাই বলতে এসেছি, ভাল কথা বলতে বললে তাও বলতুম। এই যে শাস্ত্রে আছে যে, সেকেলের রাজারা দূত পাঠাত। তা আমিও দূত ; যা বলতে এসেছি তাই বলব, এতে আব রাগ করবার কি আছে। ওই যে, ওই খানে পড়ে নাক ডাকছে। বড় বৌ বলে মিথ্যে নয় ; যেন এলিয়ে পড়ছেন ! বিছানায় গিযে শুতে গতরে কুলোয়ানি। আজ বুঝি ভাতাব ঘরে নেই, তাই রাধার আমার বিরহ হয়েছে ; কুঞ্জ-দ্বারে এসে পড়ে আছেন ! গোবিন্দের বদলে গোবিন্দ অধিকাবী এসে মান ভাঙ্গাবে। বলি ও ছোট বৌ, গৃহস্থের বৌয়েব একি ঘুম গা ! কি করি, এখনই কাক ডাকবে। ছোট বৌ, ও ছোট বৌ, একি ঘুম লো, ছোট বৌ !

সরলা : গোপাল, গোপাল—

ঠানদিদি : আহা হা, ঠাট দেখ ! বাছা আমার দেউলা কচ্ছেন ! হ্যাঁরে ছোট বৌ, এত কথা বলিস, আর আমার কথাব সাড়া দিতে পাচ্ছিস না ? এত ঠেকার কেন ?

সরলা : এঁ্যা, কে, ঠানদিদি, কি হযেছে ?

ঠানদিদি : একটা কথা, [illegible]

সরলা : কি কথা, ঠান্‌দি ?

ঠানদিদি : কথা এই ভাই, আমার দোষ নাই। আমি কি করবো ভাই। আমায় তুমি এক কথা বললে তা প্রমদার কাছে বলতে

হবে, আর তিনি এক কথা বল্‌লে তোমার কাছে বলতে হবে। আমাকে, ভাই, দোষ দিও না। আমি হয়েছি সীতাহরণের মারীচ।

সরলা : কে কি বলতে বলেছে, ঠান্‌দি ? আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ চমকে যাচ্ছে।

ঠানদিদি : হাঁ, চমকাবারই কথা বটে। তা যেখানে বলতে হবে, সেখানে একেবারেই বলা ভাল। প্রমদা বল্লে কি, একত্রে থাকলেই ক্রমাগত বিবাদ-বিসম্বাদ হবে। তা ঝগড়া ঝাটিতে কাজ কি ; আজ থেকে তুমিও পৃথক হয়ে যাও, তিনিও পৃথক হয়ে যান। আমার কি, ভাই, আমি বলে খালাস।

সরলা : সর্ব্বনাশ ! এতদুর ! শেষে এই হল ! এতদিন আমি দাসীর অধম হয়ে ছিলুম ; যতদূর সহ্য করবার করেছি, কখনও মুখ তুলে কথা কইনি। বঠ্ঠাকুরও কি এই কথাই বল্লেন ?

ঠানদিদি : ও বোন, শিব কি কখনও শক্তি ছাড়া হন ?

সরলা : ঠান্‌দি, এখন উপায় ?

ঠানদিদি : উপায়ের কথা আমি কি বলবো ভাই, সে তুমিই জান। শশীভূষণ আমায় বল্লেন যে, ঠান্‌দি তুমি চারটি না রেঁধে দিলে আমাদের অনাহারে থাকতে হয় ; (ওর বৌ ত আর কোন কাজ করতে পারবে না। শিগ্‌গিরই অন্য একটা উপায় দেখে নেবে।) তাই আপাততঃ আমিই ছুটি রেঁধে দিয়ে যাব। আমার কি ভাই, আমাকে তুমি ডাকলেও আসতে হবে, তিনি ডাকলেও আসতে হবে। তোমাদের রান্না এখনকার মত গোলঘরের

পাশেই করতে বললেন। যাই, ফরসা হয়ে এল; ঘুম আজ আর আমার অদৃষ্টে হলনা; একটা ডুব দিয়ে হেঁসেলে ঢুকি। পরের কন্না করতে করতেই গেলুম।

[প্রস্থান।

সরলা: অকূলপাথারে পড়লুম। কি হবে, কি করবো? ইনি বাড়ী এসে হয়ত মনে করবেন আমারই দোষ। কোন দিকেও কোন উপায় দেখছিনে। এখনি গোপাল আমার উঠে ক্ষিদে পেয়েছে বলবে, বাছার হাতে তখন আমি কি দেব?

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা: বলি, আজ কি তোমার ছুটি? ঠানদিদিকে হেঁসেলে ঢুকতে দেখলুম যে?

সরলা: শ্যামা, তোর আর সময় অসময় নেই? যখন তখনই হাসি ঠাট্টা?

শ্যামা: হাসবো না ত কি? তোমার মত অবকাশ পেলেই কাঁদবো?

সরলা: শ্যামা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! বঠ্‌ঠাকুর আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন; ঠান্‌দি ওঁদের জন্য রাঁধছেন। আমাদের উপায় কি ভাবছি।

শ্যামা: পৃথক করে দিয়েছেন! তবে আমি কোনদিকে যাব গো? ভাগ্যিস্ আমি বাবুদের মা নই, তা হলে আমার গঙ্গা-পাওয়া ভার হত। হ্যাঁগা, ছোট মা, ভাগ-বাটারার সময় সাজার দাসী কোন দিকে পড়ে জান?

সরলা : চুপ কর্ বাছা, হাসি তামাসা এখন ভাল লাগে না। এঁর দেখা পেলিনি ?

শ্যামা : দেখ দেখি, হাসতে তুমি বারণ কর। সে রঙ্গ যদি দেখতে। আমি এদিক ওদিক খুঁজে, কোথাও দেখা পাইনি। তা'র পর অনেক ভীড় ঠেলে দেখি, ওমা, ছোটবাবু মাথায পাগ বেঁধে যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে ঢোল পিটছেন! আমি সটান দাঁড়িয়ে, তা আমার দিকে কি ছাই তাকান। শেষে গান ভেঙ্গে যেতে, কাছে গিয়ে বল্লুম, শিগ্‌গির বাড়ী এস, ছোট মার ঘুম হচ্ছে না।

সরলা : একটা বিপদে ডাকতে পাঠালেম, আর তুই ত্যাক্‌রা করে এলি ?

শ্যামা : তা বল্লুম বৈকি ; সেই বাঁশীর কথা, দোরে খিল, ফুস্থুর-ফুস্থুর, চন্দ্রহার, সব বল্লুম বৈকি। তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, যা, যা, ঐ একটা ঢং করে যাত্রা শুনতে এসেছিলি ; আমি বাড়ী যাচ্ছি যা।

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল : মা, কি খাব ?

সরলা : শ্যামা, এই ত সুরু ! হা পরমেশ্বর !

গোপাল : খাবার দিলে না, মা ?

শ্যামা : একটু দেরি কর, দাদা, দিচ্ছি। এসনা, কাপড় চোপড় কাচবে না ? দাঁড়িয়ে ভাবলে কি হবে ? হরি আছেন, উপায় হবেই। এস ; আয় গোপাল ! [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রন্ধনবাটী

ঠানদিদি

ঠানদিদি : এই ত চাই, এতে আমার কোন কষ্ট নেই। রাঁধ্‌বো, বাড়বো, গুছোব, থিতবো, দেব, নেব, এই ত আমার সাধ। তা পোড়া শ্বাশুড়ী-ননদ যে আমার গুণ বুঝলে না, তা ঘর-সংসার করবো কি? আমাদের প্রমদা কিন্তু মানুষ চেনে। সংসারে গিন্নী-বান্নি না থাকলে কি সংসার চলে? সব আগোছ, সব আগোছ! চালগুলোও বেছে রাখতে পারে নি! পুরুষে কি এ চালের ভাত খেতে পারে?

(পাত্‌তাড়ি বগলে সন্দেশের ঠোঙ্গা হাতে বিপিন ও পশ্চাতে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল : দাদা, কি খাচ্ছ? সন্দেশ? আমায় একটু দেবে?

বিপিন : না ভাই, এ সন্দেশ আমি দিতে পারবো না। তা হলে মা আমায় বকবে।

গোপাল : তোমায় কেন মা বকবে, ভাই? আমায় দিলে কেন বকবে, ভাই? কই আমি তো তোমায় খাবার দিলে, আমার মা ত আমায় বকে না।

বিপিন : না ভাই; আমি যখন বড হব, তখন তোমায় সন্দেশ দেব।

গোপাল : আমি কি চিরকাল ছোট থাকবো? বড় হ'লে আমিই বা তোমার কাছে সন্দেশ চাইব কেন?

বিপিন : তবে এদিকে এস। (এদিক ওদিক দেখিয়া সন্দেশ দিবার উপক্রম)

ঠানদিদি : কিরে বিপিন ? লুকিয়ে গোপালকে সন্দেশ দিচ্ছিস ? দাঁড়া, বলছি তোর মাকে যে, তুই গোপালকে সন্দেশ দিয়েছিস।

বিপিন : তুমি কি বলে দেবে ? আমি ত কাউকে সন্দেশ দিইনি। (জনান্তিকে) ভাই, তবে আর দেওয়া হল না।

(ভগ্নমনে গোপালের নীরবে ক্রন্দন ; শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : গোপাল, কাঁদছিস কেন ভাই ? এই যে, আমি তোর জন্য সন্দেশ এনেছি ; এই নে।

[বিপিন ও গোপালের প্রস্থান।

ঠানদিদি : শ্যামা, আজ যে তোদের খুব ঘটা দেখছি ; সন্দেশ বিলুচ্ছিস নাকি ?

শ্যামা : এ ত এখন ছেলের হাতে একটা দিলুম। আবার যখন পাড়ার বাড়ী বাড়ী মরবে, শ্রাদ্ধ হবে, তখন দু'হাতে সন্দেশ বিলুনো হবে।

ঠানদিদি : কি বল্লি ? তোর ভারি তেজ হয়েছে দেখছি !

[শ্যামার প্রস্থান।

(বিধুভূষণের প্রবেশ)

বিধু : সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত ! আজ প্রভাতে ঠান্‌দির সাক্ষাৎ ! একি, ঠান্‌দি আজ রান্নাঘরে ! তবে ত আজ অন্ন-ব্যঞ্জনের

ধূলো পরিমাণ। বলি ঠান্‌দি, ও ঠান্‌দি, একটি কথাই কও! আজ তুমি রাঁধছো, ব্যাপারখানা কি? বলি, আজ যে এ রাজ্যের রন্ধনকার্য্যের চার্জ নিয়েছ? শোনবার জন্য আমার অনিবার্য্য চিত্ত স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, মানছেনা। তৃষিত চাতক বাক্য সুধা যাচ্ঞা করছে, একটা কথা কয়ে তৃষ্ণা দূর কর। দীনজনকে কষ্ট দেওয়া মহতের উচিত নয়। তবে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, ব্যবস্থা ত পড়েই আছে: অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড। ঠান্‌দি, তুমি হাসছো না যে? কথা বলছো না যে? বাড়ীতে কোন বিপদ্‌ হয়েছে নাকি? গোপাল কোথায়? বড় বৌ, এরা, সব গেল কোথায়?

(সরলার প্রবেশ)

সরলা: তুমি এলে?

বিধু: কি হয়েছে? গোপাল কোথায়? এরা সব ভাল আছে ত?

সরলা: গোপাল পাঠশালে। ভয় নেই, ভাল আছে।

বিধু: বিপিন, কামিনী?

সরলা: বিপিন ও পাঠশালে, কামিনী কোথায় খেলা করছে।

বিধু: তবে ঠান্‌দির মুখ ভার, তুমি কাঁদছো, ব্যাপারখানা কি?

সরলা: বঠ্‌ঠাকুর আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন।

বিধু: হাঃ! হাঃ! হাঃ! এই কথা? এরি জন্য এত কাণ্ড! কি বল্লে? দাদা, আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন! হাঃ, হাঃ, পাগল!

সরলা : হাসি নয়, ঠান্‌দিকে জিজ্ঞেস করনা বরঞ্চ।

ঠানদিদি : আমায় কারু কিছু জিজ্ঞাস করবার দরকার নেই। আমার কারুর কথার উত্তর দেওয়াও কাজ নেই।

বিধু : পৃথক করে দিলেন কেন ?

সরলা : আমি আর কিছু জানি না। বোধ হয় মনিহারির দোকানদারের কাছে যে সব কথা হয়েছিল, তাতেই রাগ করেছেন।

বিধু : হাঁ, হাঁ, যাত্রাতলায় শ্যামা কি বলছিল বটে। সে ত তুচ্ছ কথা, কথাই নয়। এর জন্য আর ভয় কি ? আমার দাদার সঙ্গে দেখা হলেই সব চুকে যাবে। এখনও বোধ হয় তিনি সমস্ত কথা শুনতে পাননি, শুনলে তিনি এমন কাজ করতেন না, এর জন্য আর ভাবনা কি ?

সরলা : মা দুর্গা করুন, যেন তাই হয়, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

বিধু : ফুল-চন্দন পরে পড়বে। এখন আপাততঃ একটু তেল-জল পড়ুক। রাত জেগে বড় অসুখ করেছে ; দাও, তেল দেও, স্নান করে আসি।

সরলা : ঠান্‌দি, রান্নাঘরে তেলের ভাঁড়টা আছে।

প্রমদা : (নেপথ্যে) শ্যামা, সকলে মিলে আবার আমাদের রান্নাঘরে যাচ্ছে কেন ? রান্নাঘরে আর কারুর ঢুকে কাজ নেই।

সরলা : তবে তেল কোথায় পাব ? শ্যামা আসুক। ওমা, বঠ্‌ঠাকুর আসছেন—　　　　　　　　　　[সরলার প্রস্থান।

(শশীভূষণের প্রবেশ)

বিধু : হাঁ দাদা, আমাদের নাকি পৃথক করে দিয়েছেন, ঠান্‌দি এদের বলেছেন? বড় বৌ আমাদের পৃথক হতে বলেছেন? আমার রাত জেগে মাথা ঘুরছে; রান্নাঘর থেকে একটু তেল এনে মাথায় দেব, তা বারণ কল্লেন।

শশী : তেল মাথায় দেবে দেও, তা'ত বারণ করছি না। কিন্তু ভাই, আর এক সঙ্গে থাকা চলবে না।

বিধু : কেন তুমি রাগ করেছ?

শশী : না ভাই, এ রাগ নয়। আর জ্বালাতন সহ্য হয় না।

বিধু : তা আমি কোথায় যাব, দাদা?

শশী : তুমি ছেলে মানুষটি নও; পরের রোজগারে চিরদিন চলে না, এটা বুঝতে হয়।

বিধু : দাদা, আমি কি তোমায় বলেছি? আমি তোমার কুপুষ্যি।

শশী : ও সব আবদারের কথা বিপিনের সাজে। আমারই খাবে, আমারই অপমান করবে! এত, ভাই, আমার সহ্য হয় না।

বিধু : দাদা, তুমি পৃথক করে দেবে দেও, কিন্তু আমি তোমায় অপমান করেছি?

শশী : তুমি কর, আর যেই করুক, অপমান ত হলুম।

বিধু : দাদা, একথা আমার স্বপ্নেও মনে ওঠেনি যে, আমি তোমার পর।

শশী : না, তুমি সরল লোক! বৈঠকখানা হোক্, জমি-জায়গা হোক্, তুমি বখরা করে নাও; ও সব ত বেশ বোঝো।

বিধু : দাদা, তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কিন্তু ধর্ম্ম জানেন।

শশী : ধর্ম্ম সকলেই জানে, ধর্ম্ম দেখিয়ে কাজ নেই। ঝগড়া, কিচি কিচি ও আমার সয় না, সাফ্ কথা।

বিধু : কার দোষে ঝগড়া হয়, সেটা অনুসন্ধান করে দেখলে হয় না কি ?

শশী : তা না দেখে কি আমি পৃথক করে দিয়েছি ?

বিধু : তুমি কি শুনেছ আমি শুনতে পারি [illegible]?

শশী : শুনতে পাবে না কেন ? কাল একজন মনিহারি দোকান নিয়ে এসেছিল। ওর কাছে পয়সা ছিল না ; ঠান্দির কাছ থেকে দুটা পয়সা ধাব করে একটা একটা বাঁশী বিপিন ও কামিনীকে কিনে দেয় ; ছোট বৌমা তা দেখে বললেন, দিদি, আমাকে একটা পয়সা ধার দেবে, সুদ দেব ? এটা ভাল কথা হযেছে কি ? আমি তোমাকেই জিজ্ঞেস করি ?

বিধু : আগে ভাল—

শশী : চুপ কর ; আগে আমার কথা শেষ হোক্, পরে যা বলবার থাকে বলো। পযসা ধার চাওয়ায়, ওদের কাছে পয়সা ছিল না ; কিন্তু তা' না ব'লে বল্লে, একটা পয়সা ধার তা'র আবার সুদ কি ? তা'র উত্তর হল এই যে, কেন, তুমি ত মহাজনী করে থাক। আমি একটা কথা বলি, আমি যে কারুকে লক্ষ্য কবে বলছি তা নয়, আমি দু'জনাকেই বলছি। এই যে ধার কর্জ্জ করা হয়, এর শোধ কি কেউ বাপের বাড়ী থেকে এনে দেয় ?

বিধু : তুমি যা বল্লে মিথ্যে নয়। কেউ বাপের বাড়ী থেকে আনেনা বটে, কিন্তু ঘটনাটি তুমি যেরূপ শুনেছ, তা সত্য নয়।

শশী : এর প্রমাণ কি ?

বিধু : প্রমাণ আবার কি ? এত মোকর্দ্দমা নয়। তবে সেখানে যারা ছিল, তা'রা সকলেই জানে।

শশী : সেখানে ঠান্‌দি ছিলেন, আমি তাঁ'র কাছে সব শুনেছি। তা'তে টের পাওয়া গেল, তুমি যা শুনেছ সকলই মিথ্যা।

বিধু : কে বল্লে আমি মিথ্যে শুনেছি ?

শশী : ঠান্‌দি। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ঐ ঠান্‌দি রয়েছেন ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

বিধু : আর আমার জিজ্ঞাস করবার দরকার নেই, ঠান্‌দি যা বলবেন তা'ত আর মিথ্যে হবার যো নেই।

শশী : আজ ত পৃথক হওয়া গেল, কাল তোমাদের একটা রান্নাঘর দেব। আর বিষয়-আশয় পাঁচজন ডেকে ভাগ করে দেব।

বিধু : লোক ডেকে দরকার কি ? আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করব না, তা তুমি জান। যা আমাকে দেবে, আমি তাই নেব।

[বিধুভূষণের প্রস্থান।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা : দেখছ একবার অহঙ্কারটা! তুমি এত কথা বলছো, তোমায় দুটো মিষ্টি কথা কয়ে, অনুনয় বিনয় করবে তা নয়।

শশী : ও অহঙ্কার আর কত দিন থাক্‌বে ; শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

শশীভূষণ ও প্রমদা

শশী: রান্নাবান্নার কোন উদ্যোগ দেখছিনি? ঠান্‌দি কোথায়?

প্রমদা: তাড়িয়ে দিয়েছি।

শশী: কেন, ঠান্‌দির অপরাধ?

প্রমদা: ছিঃ! ছিঃ! অমন লোক কি বাড়ীতে রাখতে আছে?

শশী। তুমি কখন কা'কে স্বর্গে তোল, কা'কে নরকে ফেল, টের পাওয়া যায় না। ঠান্‌দি গেল, এখন দেখছি, না খেতে পেয়ে মরতে হবে। তোমার ব্যামো, তুমি ত পারবে না। এখন উপায়?

প্রমদা: তোমার তা'র জন্য ভাবনা কি? তোমার ত সময় খাওয়া হলেই হল।

শশী: আমার জন্য ভাবিনি; ছেলেটা মেয়েটা আছে, তা'রা পাছে ঘরে চাল থাকতে না খেতে পায় তাই—

প্রমদা : পরকে দিয়ে কি কাজ চলে ? মাকে আনাই, আমি কষ্ট পাচ্ছি শুনলে তিনি অবশ্যই আসবেন। তা হ'লেই ত তোমার ভাবনা চুকে গেল।

শশী : মাকে—মাকে ?

প্রমদা : হাঁ, নয় ত আবার দুটো ভাতের জন্য কার পায়ে ধরতে যাবো ?

শশী : না, বলি তিনি কি একলা আসবেন ?

প্রমদা : একলা এলে তাঁর সংসার চলে কই ; গদাধর চন্দ্রকে আবার কে দুটি রেঁধে দিবে ? আর আমার ভাইটি কি নির্জ্জন পুরীতে একলা থাকবে ? সময় সময় দু'চার দিন এসে থাকতে হবে বৈকি।

শশী : কেনই বা বিধুকে পৃথক করে দিলুম !

প্রমদা : কি বলছো ?

শশী : বলছি, কেনই বা বিধুকে পৃথক করে দিলুম।

প্রমদা : তুমি পৃথক করে দিলে, তুমি তা'র কারণ জান। আমি পৃথক করেও দেইনি, তার কারণও জানিনা। "কেনই বা বিধুকে পৃথক করে দিলুম"—কেন দিয়েছিলে তুমি জান, আমার কি দোষ ? আমি ত তখনও বলেছিলুম যে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও, এখনও বলছি, দাও, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তোমরা এক হও, কত লোক ত হয়। একবার পৃথক হ'লেই যে জন্মের মত পৃথক হয় তা'ত নয়।

শশী : আহা, আমি আর কিছু বলিনি গো, কেবল—

প্রমদা : কেবল কি ? আমি তোমার ও বাঁকাচোরা কথা বুঝতে পারিনা, যা বলবার হয়, বলে ফেল। আমি বকে মরি কেবল তোমার ভালর জন্য বই ত নয়। আমার কি ? এখানে থাকলেও চারটি না দিয়ে খেতে পারবে না,—আর সেখানে গেলেও তা'রাও আমাকে ফেলে খেতে পারবে না।

শশী : বিপিন কোথায় গেল ? কামিনী বা কোথায় ?

প্রমদা : বিপিন তা'র মামার বাড়ী গেছে, কামিনী কোথায় বেড়াচ্ছে।

শশী : এত বেলা হল, ভাত টাত খেলে না ?

প্রমদা : কোত্থেকে খাবে, কে রাঁধবে ?

শশী : বিপিনকে বলে দিলেই হত, তোমার মাকে একবারে ডেকে আনতো।

প্রমদা : আমরা খেতে পাচ্ছিনা শুনে, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকবেন ?

শশী : এখন আমার যে বের হবার সময় হল। ফলার কর্ব্ব, না চারটি চড়িয়ে দেব ?

প্রমদা : চড়িয়ে দেবার দরকার কি ? রাত্তিরে খাওনি, সে ভাত জল দেওয়া রয়েছে, দুটি বেড়ে খেলেই ত হয়। উঃ, পেটটা কি সেঁটেই ধরলো গো। এমনি শরীর যে, পিত্তি পড়লেই আর রক্ষা থাকে না।

শশী : তাই ত, তোমার কি হল ? যাই আমি বেরুই ; দেরী করলে চলবে না ; এখন জমিদারীর সেরেস্তার সমস্ত কাজই আমার হাতে।

[শশীভূষণের প্রস্থান।

প্রমদা: দুটো রাঁধতে বললেই ত হত। পেটটা সেঁটে ধরেছে, না খেলে ত সারবে না। মা এসে পৌছুতে, যোগাড় কত্তে যে বেলা দুপুর হবে।

(প্রমদার মা, গদাধর ও বিপিনের প্রবেশ)

গদাধর: ডিডি! ডিডি! আমি এয়েছি।

প্রমদা: এস গদাধর চন্দ্র, এস ভাই! এস মা, কেমন আছ?

গদাধর: মার কথা টুসনা, ডিডি। মা কেবল বলে, প্রমডার ডয়া মায়া নেই, কখন ডেকে পাঠায় না, আর কখনও খরচ-পট্টরও ডেয় না। (আজ আমি বল্লুম ডেকো, ডাকতে পাঠিয়েছে।)

প্র-মাতা: গদাধর চন্দ্র, তোমার কি এ জন্মে বুদ্ধি হবে না? আমি তোমায় কবে ও কথা বলেছিলুম?

গদাধর: আমার বুড্ডি নেই, টোমার টো আছে, টা হলেই আমার হবে। টোমার মনে ঠাকেনা, এই বড় একটা ডোষ। (সে ডিন একটা কটা বল্লে, আর বল্লে কি টা কবে বল্লুম?) কাল বিপিনের জন্য মাছ টার করে আনটে বল্লে, আমি বল্লুম টাব কোঠায় পাব? ডিডি যে ডাল পাঠিয়ে ডিয়েছিল, টাই রাঁঢো। টুমি বল্লে, কবে টোর ডিডি ডাল পাঠিয়ে ডিয়েছিল? টার পর টো সে ডাল বেরুল। আমি বুঝিনি বুঝি, টোমার মিছে কটা।

প্রম-মা: গদাধর চন্দর!

গদাধর : কেন, গডাচর চণ্ডকে কেন ? এই ট গডাচর চণ্ড আছে, টোমার ভয়ে পালাবে না। গডাচর চণ্ড পালাবার ছেলে নয়। কিণ্টু যডি বিরক্ত কর সব কটা বলে ডেব। এখন একটু টামাক সাজ। বিপিন, টুমি টামাক খাও ? ডিডি, টুমি বিপিনকে টামাক খাওয়া শেখাওনি ?

প্রমদা : পাগল ! ও কথা কি বলতে আছে ? দুধের ছেলে তামাক খাবে কি ?

গদাধর : কেন, ডুড খেলে কি টামাক খায়না ? এই টোমার বাড়ী এয়েছি, এখন ডুডও খাব, টামাকও খাব। টামাক না খেলে পাঁচজনার কাছে বাঁচি কি করে ?

প্রম-মা : না বাছা, ও পাগলের সঙ্গে আর বকিসনি ! বেলা হল, এখনও তোর পেটে দুটি ভাত পড়লো না। কোথায় কি আছে, দেখিয়ে শুনিয়ে দিবি আয়, দুটি রেঁধে দেই গে।

গদাধর : অমনি টাড়াটাড়ি ভাটের ভাবনা পড়ে গেল। এই ট রাসটায় বার পয়সার মুড়ি খেয়ে এলুম, এরি মধ্যে চাড্ডি ভাটের যোগাড় পড়ে গেল ! এটটা পট হেঁটে এলুম, একটু টামাক সেজে ডিটে পাল্লে না ? নিজে কি সেজে খেটে হবে নাকি ?

প্রম-মা : না বাবা, দিচ্ছি দিচ্ছি। প্রমদা, তামাক কোথায় আছে, মা ?

প্রমদা : তক্তপোষের নীচে আছে। একটু নিয়ে এস ত, বিপিন। আমরা রান্নাঘরে যাচ্ছি।

গদাধর : টামাক সাজ। আমি টটক্ষণ ঘডটরগুলো ডেকে টেখে নিই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সরলার কক্ষের সম্মুখ

সরলা ও শ্যামা

সরলা : শ্যামা, আর যে সহ্য হয় না। সমস্ত দিন গেল, কারুর মুখে জল পড়লো না। এমন করে কত দিন সংসার চলবে ?

শ্যামা : ভাবনা কি, হরি আছেন ; অবশ্যই উপায় হবে।

সরলা : দেখ, শ্যামা, আমি সকল কষ্ট সহ্য করতে পারি, কিন্তু গোপালের মুখ শুক্‌নো দেখলে, আমার বুক ফেটে যায়। বাছা আমার পেট ভরে খেতে পায় না ; সকলের ছেলে খাচ্ছে, গোপাল আমার মুখ চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছে। আহা, এই বয়সে বাছাকে আমার ভিখারী হতে হল !

শ্যামা : ছোট বাবু আজ রাজবাড়ীতে গেছেন, কিছু না কিছু সুবিধা হবেই।

সরলা : হায়রে সংসার ! হায়রে অন্নচিন্তা ! তোর অসাধ্য কিছুই নেই ! যাকে এক দণ্ড ভাবতে দেখিনি, রাগতে দেখিনি, বিরক্ত হ'তে

দেখিনি ; যার মুখ এক তিল হাসি ছাড়া থাকতো না ; যার হাসি মুখ দেখলে আমি সকল ভাবনা, সকল যন্ত্রণা ভুলে যেতাম ; সেই স্বামীর মুখপানে চাইলে, আমার বুক ফেটে যায়। চোখ বসে গেছে, মুখে কালি পড়েছে ; অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গেলে উপায় হবে, কে একটু কর্ম্ম দেবে, কি করে স্ত্রী-পুত্রকে দুটি অন্ন দিবেন, এই দুর্ভাবনাতেই পরিশ্রান্ত ; অর্দ্ধেক দিন উপবাস ; এতে কি আর শরীর থাকে ? আমার এবাই. ভয় করে কি হয়। জগদীশ্বর! বিস্তর পাপ করেছিলুম, তার উচিত ফল ভোগ কচ্ছি।

শ্যামা : কেঁদনা মা, কেঁদোনা ; হরি মুখ তুলে চাইবেন। বেলা গেল, গোপালের আসবার সময় হলো, আমি একবার আসি।

[শ্যামার প্রস্থান।

সরলা : শ্যামার মত ঝি হয় না, শ্যামা ছিল বলে, গোপালকে এখন পর্য্যন্ত উপোস করতে হয়নি। পাড়ার কাজ করে যা-কিছু খাবার পায়, আপনি না খেয়ে গোপালকে খাওয়ায়।

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল : মা, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাওনা, মা!

সরলা : আহা! সমস্ত দিন উপোস করে, পাঠশালা থেকে এল, কেমন করে খালি জল মুখে তুলে দেই ?

গোপাল : আমার খিদে পায়নি মা, খিদে পায়নি ; খালি জল তেষ্টা পেয়েছে। তুমি কেঁদনা, মা, কেঁদনা।

সরলা : সোনার চাঁদ আমার। তুই কেন আমার গর্ভে জন্মেছিস ?

গোপাল : কাঁদ কেন মা? তুমি একটু জল দাও, আমি খেয়ে শুইগে। ঘুমিয়ে থাকলে আর খিদে পাবে না।

(শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

শ্যামা : বলি, হাঁগা, ছোট গিন্নি, তুমি আবাব কাঁদছো? কেঁদে আর কি হবে? হরি আছেন, উপায় হবেই। বলি, পশুপক্ষীর আহার জুটছে, আর আমাদের আহার জুটবেনা ?

সরলা : সমস্ত দিনের পর বাছা আমার পাঠশাল থেকে এসে দাঁড়াল ; তেষ্টা পেয়েছে, খালি জল কেমন করে দেই ?

শ্যামা : কেন খালি জল দেবে কেন? এই যে আমি ওব জন্য খাবারের যোগাড় করে এনেছি।

সরলা : শ্যামা, এ তুই কোথায় পেলি ?

শ্যামা : তা'তে তোমার কাজ কি ?

সরলা : শ্যামা, তুই পেটে না খেয়ে আমাদের কাজ কচ্ছিস। আর যখনই অবসর পাস তখনই পাঁচ জনার বাড়ী গিয়ে খেটে এটি-ওটি এনে গোপালকে খাওয়াস। শ্যামা, তুই যথার্থই গোপালের মা।

শ্যামা : তবে তুমি গোপালের কি হবে, পিসী ?

সরলা : শ্যামা, ও আমার গর্ভে জন্মেছিল বটে, কিন্তু তুই ওকে বাঁচালি।

শ্যামা : তোমার যেমন কথা! ধর, দাদা, ধর। (খাবার প্রদান)

সরলা : চল, বাবা, চল।

[সকলের প্রস্থান।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা : আজ আর মোটেই হাঁড়ি চড়েনি। এতেও ত অহঙ্কার চূর্ণ হল না! এখনও নবাবী দেখে কে! পেটে ভাত নেই, আবার ঝি রাখা হয়েছে; এত দর্প! আবার ইনি চাষের জমি বখরা দিতে যাচ্ছিলেন, তা হলেই অন্নসংস্থান হ'ত, আর কি রক্ষা থাকতো। উনি যে বোকা। এত বুদ্ধি দেই, তবু ত বুদ্ধি হয় না। এখন জমিও আমার নামে হয়েছে, দেখি কোন শত্রু এসে বাড়ী নেয়!

(রামধন রজকের প্রবেশ)

প্রমদা : রামধন, এ কাপড় কার?

রামধন : ছোট বাবুর কাপড়। ময়লা হয়েছে, বেরুতে পারে না; তাই তাড়াতাড়ি একখানা ধুতি, আর একখানি চাদর সাজো করে আনলুম।

প্রমদা : কাপড় অভাবে বেরুতে পারে না, তবু বাবু! আরও বেশী থাকলে না জানি আরও কি পদবী হ'ত।

রামধন : আজ্ঞে, সে সব আপনারা জানেন, আমি তা'র কি বলবো?

প্রমদা : রামধন, কত করে মাইনে পাও?

রামধন : বৎসরে পাঁচ টাকা করে পাবার কথা আছে।

প্রমদা : পাবার কথা আছে। আজও ত পাওনি ?

রামধন : কই আর পেলুম, আজ কাল করে এই একবছর হল। এ সময় বাঁশ চাল সস্তা ছিল, টাকা পেলে কিছু কিনে রাখতুম ; আজ আবাব চাই, দেখি কি বলেন।

প্রমদা : চা'বি, না, আদায় করবি।

রামধন : আজ্ঞে, না দিলে কি করে আদায় করবো ?

প্রমদা : যদি আমার পরামর্শ শুনিস, তা তোর আদায় হয়।

রামধন : শুনবো, বলুন।

প্রমদা : ওই কাপড় হাতে করে গিয়ে বল্, আজ টাকা না পেলে কাপড় দেব না। যদি দেন ভালই, নৈলে বলিস্, যার কাপড় ধোয়াবার পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, তার এত বাবুয়ানা কেন ?

রামধন : আজ্ঞে, তা বল্লে যদি রাগ করেন ?

প্রমদা : তা'ব রাগে তোর ভয় কি ? টাকা না পাস, যাবার সময় আমার কাছে হয়ে যাস্, আমি তোকে আপাতঃ দু'টা টাকা ধার দোব এখন।

রামধন : আজ্ঞে, তা, বড় মা, আপনারই খাচ্ছি।

[প্রমদার প্রস্থান।

কই গো, ছোট মা কোথায় ? এই কাপড় এনেছি।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা : কাপড় এনেছ, বাবা ! আঃ ! বাঁচলাম—

রামধন : কাপড় ত আনলুম্, কিন্তু আমার খরচ না দিলে, যে আর চলে না।

সরলা : রামধন, আজ তুমি যাও, উনি আজ চাকুরীর চেষ্টায় গেছেন। (একজন বাবু বলেছেন; নিশ্চয়ই চাকুরী করে দেবেন। বোধ হয়,) আপাততঃ, দু'দিন চলবার মতনও কিছু পাবার আশা আছে। পেলেই তোমায় কিছু দেব।

রামধন : আজ আমার না হ'লেই নয়।

সরলা : রামধন, আজ হাতে কিছুই নেই।

রামধন : তবে আমি কাপড় নিয়ে চল্লুম ; টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কাপড় নিয়ে এস।

সরলা : বাছা, আজ আমার হাতে কিছু নাই ব'লে, সমস্ত দিন আমাদের খাওয়া হয়নি। থাকলে কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কই ?

রামধন : যার পয়সা অভাবে খাওয়া হয় না, তা'র হাতে আবার সোণার বালা কেন ?

সরলা : হা অদৃষ্ট! সোণা! রামধন, আশীর্ব্বাদ কর যেন হাতে সোণার বালাই হয়। সোণা কি আছে ? একে একে সকলই গেছে ; কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত বিক্রী করে খেতে হয়েছে। বাছা, এ দু'গাছি পেতলের। ভগবান না করুন, যেন এ দু'গাছাতে বঞ্চিত না হই। এই বালা থাকতে থাকতে যেন মরতে পারি।

রামধন : ছোট মা, আমার ঘাট হয়েছে ; আমি বুঝতে পারিনি, অপরাধ নিও না। আমি এত কথা বলব মনে করে আসিনি,

আমার ইচ্ছাও ছিল না। তবে—যাক্ সে কথা। এই কাপড় রইল, আমি চল্লুম, আপনার যখন সময় হবে, টাকা দেবেন। আর কাপড় যেমনি ধুতে দিচ্ছিলেন তেমনি দিবেন।

[প্রস্থান।

সরলা : জগদীশ্বর, যত দয়া কি দুঃখীর হৃদয়েই দিয়েছ। যে দুঃখী সেইই অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে।

[প্রস্থান।

প্রমদা : (নেপথ্যে জানালা হইতে) শ্যামা, বলি ও শ্যামা।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : কে ডাকে গা ?

প্রমদা : বলি—এদিকে চেয়েই দেখ্। বলছিলুম কি, আজ তোদের কি রান্না হল ?

শ্যামা : যা বিধি মাপিয়ে দিলেন, তাই হ'ল।

প্রমদা : কই একদিন ত সাবেক মনিব বলে খেতে বল্লিনি ?

শ্যামা : আমায় বলতে হবে কেন ? কপালে থাকে আপনি হবে।

(বিধুভূষণ ও সরলার প্রবেশ)

বিধু : কিরে, শ্যামা, কা'র সঙ্গে কথা কইছিস ?

শ্যামা : বড় গিন্নী, আমাদের কি রান্না হ'ল জিজ্ঞাসা করছেন ?

বিধু : দেখলে, দেখলে আচরণটা! চণ্ডালেরও ওরূপ ব্যবহার হয় না। চোখে দেখেছে আজ সমস্ত দিন উপবাসে গিয়াছে, তবু—যাচ্ছি আমি দাদার কাছে, দেখি তিনি শুনে কি বলেন।

সরলা : না, না, আর কোনখানে গিয়া কাজ নেই, ওঁর যা ইচ্ছা বলুন, ওসব কথায় কাণ না দিলেই হ'ল। (আমি পরিণ সাজ সইছি; ও আমার অঙ্গের ভূষণ হয়ে গেছে।) এখন একটু ঠাণ্ডা হবে চল।

শ্যামা : যাই, আমি জল-টল দেই গে।

[শ্যামার প্রস্থান।

সরলা : রাজবাড়ীতে কি হল?

বিধু : যার প্রতি বিধাতা বিমুখ, তা'র কোথায় কিছু হবার উপায় নেই। এত চেষ্টা করলুম, কিছুই হল না, শেষে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত চাইতে গিয়াছিলুম, তা ভিখারীর আবার মান কোথায় রইল?

সরলা : কেন, কেন, কি হল?

বিধু : সরলা, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর না; জীবনে যা না হয়েছে, আজ আমার তাই হয়েছে। যিনি টাকা দেবেন বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না। হ'ল না নয়, তিনি দেখা দিলেন না। বাবুর বৈঠকখানায় মদ চলছে; বলে পাঠালেন, বলগে যে, অসুখ হয়েছে; এখন দেখা হবে না। চাকর বেটা নেশাখোর, গুলিখোর, বলে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।

সরলা : হা অদৃষ্ট ! আর ভেবে কি হবে, যা কপালে আছে তাই হবে। এখন তুমি একটু ঠাণ্ডা হবে চল। শরীর যে একেবারে গেছে।

বিধু : সরলা, আর তুমি আমায় যত্ন কর না। আমি স্ত্রী-পুত্রকে উপবাসী রেখে ভিক্ষে করতে গেছলুম, আবার তাদের উপবাসী রাখতে শূন্য হাতেই ঘরে ফিরে এলুম। আমার হাতে পড়ে তোমরা উপবাস করেই প্রাণ হারাবে ; আমি আবার তোমার যত্নের যোগ্য ? ইতর পশুর যে শক্তি আছে, সে শক্তিও আমার নেই। ছিঃ ! ছিঃ ! আমি কাপুরুষ স্বামী, নরাধম পিতা, আমার জীবনে আবশ্যক কি ? আত্মহত্যা করাই আমার উচিত।

প্রমদা : (নেপথ্যে জানালা হইতে) বলি ও শ্যামা, তোদের ঘরে এত গোল কিসের ? তোর বাবু বড় মাছ টাছ এনেছে বুঝি ? কারুকে নেমন্তন্ন করেছিস নাকি ?

বিধু : শুনলে, শুনলে, মাগীর আক্কেলটা শুনলে ?

সরলা : ছিঃ ! ও সব কথা বলো না। হাজার হোক গুরুলোক।

বিধু : কিসের গুরুলোক ? আমি চল্লুম, দাদাকে বলি, দেখি তিনি কি বলেন ? দাদা ! দাদা !

প্রমদা : (নেপথ্যে) ওগো দেখগো, তোমার ভাই মদ খেয়ে, আমাকে মারতে আসছে।

সরলা : তোমার পায়ে পড়ি, এখান থেকে চলে যাও। একে উপোস ক'রে ঘুরে ঘুরে মাথার ঠিক নাই, আর রাগারাগি করো না। লোকে তোমাকেই দুষ্‌বে।

বিধু : লোকে ডুব্‌বে কেন ? আমার মত অবস্থায় পড়তে হয় ত বুঝতে পারে।

শশী : (নেপথ্যে) হরে. ডাকলিনি, চৌকিদার ?

সরলা : আমার মাথা খাও, তুমি ঘরের ভিতর এস।

বিধু : সরলা, আর এ বাড়ীতে থাকবার প্রয়োজন নেই। আমি আর তেরাত্তির এ বাড়ীতে বাস করবো না।

সরলা : কপালে যা আছে, তা ভোগ করতেই হবে। আর কোথায় যাবে ? বাড়ীতে থাক্‌লে আমার একটা ভরসা থাকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর : ডিডি চৌকিডার কেন ? কাকে ঠানায় ডিটে হবে ?

(প্রমদা ও শশীভূষণের প্রবেশ)

প্রমদা : ভয়ে ঘরে খিল দিয়েছে ; তুমি চল, ওপরে চল।

গদাধর : বোনাই বাবু, টোমায় কে কি বলেছে—একবার বলটো, টাকে আমি ডেখে নিচ্ছি ; ঠানা ট গডাঢর চণ্ডরের হাটের ভিটর।

প্রমদা : গদাধর চন্দর, থানা তোমার হাতের ভেতর কি ?

গদাধর : হেড কন্‌ষ্টেবল রমেশবাবু যে গডাঢর চণ্ডরের ইয়ার। এক সঙ্গে বসে টাস খেলি, বেড়াতে টেড়াতে যাই। আর ঠানার লোকের সঙ্গে পোট রাখতে হয়, নইলে কি হয় এটা, ওটা ? মা বলে গডাঢর চণ্ড্রের বুড্‌ডি নেই ! ওমা অবাক !

শশী : কে বলে তোমার বুদ্ধি নাই ?

গদাধর : কেমন, আছে না বোনাই বাবু ? টোমাদের বাবুর বাড়ী, আমার একটা ১০০৲ টাকার কর্ম্ম করে ডেওনা, আমি নাম লিখতে শিখেছি। বানান করে চিঠী পড়তে পাড়ি। টুমি ডিলেই হবে, টোমাদের বাবু টো মদ টদ খেয়ে পড়ে থাকে, কিছু ডেখে না ; টুমি যা খুসী কর টাই হয, আমি শুনেছি।

শশী। আচ্ছা, তুমি থামো বেকুব।

প্রমদা : ও পাগল, ওর কথা কি মনে করতে আছে। গদাধর, তুমি শোও গে যাও। এস গো ওপরে যাই।

গদাধর : এখুনি শোব ! খেলটে হবে না ? আমার আজ সবে ওষুড গেল।

প্রমদা : ওষুধ কিসের ?

গদাধর : বুড়বার রাত্রে যে বোম্ ছেবেছিলুম, হেড কনষ্টিবল রমেশ বাবু যে আমায় সেই রাট্রে ওষুড করে দিয়েছিল।

প্রমদা : দেখলে কত বড় পাগল ?

[প্রমদা ও শশীভূষণের প্রস্থান।

গদাধর : মষ্ট পাগল ! আব ওরা সব মাঠা গোল।

[গদাধরের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরলার কক্ষ

বিধুভূষণ, সরলা ও গোপাল

সরলা : ছিঃ ! কান্না ত্যাগ কর ; চোখ মুছে ফেল ; মিথ্যে কাঁদলে কি হবে ?

বিধু : একটা কথা বলবো, সরলা, বিশ্বাস করবে ? আমি নিজের জন্য দুঃখ করি না, আমার সকল কষ্ট তোমার জন্য আর ঐ ছেলেটার জন্য। তুমি যদি আমার হাতে না পড়তে, তাহলে তোমার এত কষ্ট হত না।

সরলা : আমার অদৃষ্টের দোষ, তুমি কি করবে ; তোমার কি দোষ ? কথায় বলে, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন ; আমার মত অলক্ষণে বিবাহ করেছ বলেই তোমাকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে।

বিধু : সরলা, আর কষ্ট বাড়িও না। তুমি যদি এত ভাল না হতে, আমার দুঃখে এত দুঃখী না হ'তে, কেবল বকাবকি ঝগড়া করতে, তা হলে কখনও আমার এত দুঃখ হত না। এতদিন বলিনি, আজ বলি, তুমি আমাকে নিজ থেকে এক একখানি গহনা যখন বিক্রি করতে দিয়েছ, তখন আমার মনে হয়েছে যেন আমার এক এক খানা অঙ্গ ছিঁড়ে গেল। কি করি, না বেচলে নয়, তাই বেচেছি। ঈশ্বর জানেন যে, গহনা বেচে ভাত খাওয়া আমার কাছে প্রতিগ্রাসে কালকূট খাওয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক গহনাগুলি না দিতে, তা হলে, বোধ হয়, আমার এত

কষ্ট হত না। এখন একটা কথা বলি, সরলা, তুমি দিন কতকের জন্য বাপের বাড়ী যাও ; আর শ্যামা, সেও অন্য জায়গায় যাক। এখানে থেকে সে গরীব কেন কষ্ট পায়, আর আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে যাব। ঈশ্বর দিন দেন, আবার একত্র হব।

সরলা : আমি বাপের বাড়ী গেলে যদি তোমার কষ্ট দূর হত, তা হলে বাপের বাড়ী কেন, তুমি যে জায়গায় বলবে, যেতে পারি ; কিন্তু তোমায় এ অবস্থায় রেখে আমি স্বর্গে গেলেও সুখী হব না। যখন মনে হবে, তুমি অনাহারে আছ, তখন কেমন ক'রে আমার মুখে অন্ন উঠবে ? তবে গোপালের জন্য মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু গোপাল আজ পর্য্যন্ত উপোস করেনি। ওর যতদিন উপোস করতে না হয়, ততদিন আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না ; কিন্তু শ্যামার কথা যা বল্লে, তা করা উচিত। ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায় ? তুমি শ্যামাকে ডেকে বল।

বিধু : শ্যামা, ও শ্যামা !

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : কেন গা ছোট বাবু ?

বিধু : দেখ শ্যামা, আমরা বিবেচনা করে স্থির করলুম, তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাহিনা পাওয়া দূরে থাক্, দু'সন্ধ্যা খেতেও পাও না। তার চেয়ে

তুমি অন্য কোথাও যাও। এর পর যদি পরমেশ্বর দিন দেন ত আবার এস।

শ্যামা: ছোট বাবু, আমি কি দোষ করলুম? আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেব বলে এসেছি? আমার টাকার দরকার কি? আমায় যাই বলো, আমি গোপালকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আমি যদি ভার বোঝা হয়ে থাকি, না হয় তোমাদের এখানে আর খাব না; কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। (ক্রন্দন)

বিধু: শ্যামা, কেঁদোনা, (স্থির হও)। আমি যা বলছি ভাল করে বুঝে দেখ। এখানে থাকা আর উপোস করা একই কথা। গোপালকে না দেখে থাকতে পারবে না সত্য, কিন্তু আর কোথাও গেলে সেখানেও ছেলেপুলে পাবে। (আবার সেখানে মন বস্‌লে, আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করবে না।)

শ্যামা: ছেলেপুলে পাব সত্যি; কিন্তু আমার সেটির মত আর কোনখানে পাব? (ক্রন্দন)

বিধু: শ্যামা, স্থির হও, স্থির হও!

শ্যামা: ছোট বাবু গো, গোপালের মত আমারও একটি ছেলে ছিল। আদর করে আমিও তা'র নাম রেখেছিলুম গোপাল। এখানে থাকলে আমার গোপাল যে নেই, তা আমি ভুলে যাই। আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।

[শ্যামার প্রস্থান।

বিধু: এর উপায় কি?

সরলা : আমি অভাগিনী ; যে আমার সংস্পর্শে আসে, সেই দুঃখ পায়।

(শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

বিধু : শ্যামা কি হবে তবে ?

শ্যামা : দেখ আমার কিছু টাকা আছে। মনে করেছিলুম গোপালকে দিয়ে যাব কিন্তু আপাততঃ চলে না। এখন সেই টাকা দিয়াই খরচ পত্র চালাও। তারপর তোমার কাজ কর্ম্ম হোক্, সচ্ছল হোক্, হ'লে আমার টাকা আমার দিয়ে দিও। দিলে সে তোমার গোপালেরই থাক্‌বে। এই নাও, তিন-কুড়ি-পাঁচ টাকা আছে।

বিধু : শ্যামা, শ্যামা, তুমি কি মানবী, না মানবী মূর্ত্তিতে কোন দেবী ? দাদা, সহোদর, মাব পেটের ভাই, দেখে যাও, তুমি আমায় পৃথক করে দিয়েছ ; আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাই, তা তুমি দেখ না। আর শ্যামা, সামান্য দাসী হয়েও তা'র সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দিয়ে আমাদের প্রাণরক্ষা করতে উদ্যতা। শ্যামা, তুমি ব্রাহ্মণ কায়স্থ নও, নীচ জাতি ; কিন্তু জগজ্জননী ঠিক তোমারই মতন।

শ্যামা : ছোট বাবুর সব বাড়াবাড়ি। টাকা কি কেউ কাউকে ধার দেয় না ? \ আর তোমারই বাড়ীর রোজগারের টাকা।

সরলা : শ্যামা, আমি কাঙ্গালিনী, তুমি আমার পতি-পুত্রের প্রাণ দিলে, আমার কিছুই নাই যে তোমায় দেই। কাঙ্গালিনীর

অঞ্চলের ধন, আমার আঁধার ঘরের আলো, গোপালকে আমি তোমায় দিলুম। তুমি গোপালের মা।

বিধু: দেখ, সরলা, উপায় নেই, আপাততঃ টাকা কয়টা নাও, কোন মতে প্রাণ বাঁচাও। আমি এখনই যাত্রা করব।

সরলা: সে কি, এখনই?

বিধু: এই রাত্রেই। সরলা, বুঝছ না; বাধা দিও না, মাথায় মোট বইবার ক্ষমতা থাকতে যদি এই গরীব স্ত্রীলোকের টাকা ভেঙ্গে ঘরে বসে আমি একদিনও খাই, তা হ'লে আমার মহাপাতক হবে। ঈশ্বর জীব দিয়াছেন, আহার অবশ্যই রেখেছেন, দেখি আমার অন্ন কোথায় আছে।

শ্যামা: ছোট বাবু, আমি একটি পরামর্শ করি, করবে? লেখাপড়া চাকুরী ত শুনেছি আজকাল হওয়া ভার। তুমি ত বেশ গাইতে ও বাজাতে পার; যদি নিতান্তই বিদেশে যাও, কল্‌কাতায় গিয়ে কোন ভাল যাত্রার দলে ভর্ত্তি হও। তোমার যে গুণ আছে, আদর করে নেবে।

বিধু: যাত্রার দল! গীত-বাদ্য ভাল বটে, কিন্তু যাত্রার দলে থাকা বড় সামাজিক নিন্দার কথা।

শ্যামা: কেন জাত ত আর যাবে না। বিস্তর বামুনের ছেলে ত যাত্রার দলে আছে। কারু চুরি বাটপাড়ি আর করতে যাচ্ছ না। আপনার ধর্ম্মে থেকে মাগ-ছেলেকে খাওয়াবার জন্য চাকুরী কর্ব্বে, এতে আর যাত্রার দলই বা কি অফিস কাছারিই বা কি?

বিধু: শ্যামা, ঠিক বলেছ; ঘরে বসে বসে আমি কি মান বাড়াচ্ছি? (কা'র মান বজায় রাখবার আমার দরকার?) এখানে এই অবস্থায় পড়ে থাকলে আমাকে স্ত্রী-পুত্রের হত্যার পাতকী হতে হবে। আমি নিশ্চয়ই যাব। সরলা, কেঁদো না, তুমি ত বুদ্ধিমতী; বোঝ দেখি, আমার কি আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকা উচিত?

সরলা: এখনি? আমি যে এ কথা মনেও ভাবিনি, আমার মনকে যে বাঁধবার সময় পাই নি। তুমি যাবে? অনাহারে, নিঃস্বম্বলে কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আত্মজন, বন্ধু-বান্ধবই বা কোথায়?

বিধু: সরলা, আর আত্মজনে কাজ নেই। আত্মবন্ধু আমার হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আত্মবন্ধুর উপর বিশ্বাস করেছিলুম, প্রতারিত হয়েছি। এবার একবার সেই দীনবন্ধুকে বিশ্বাস করে ভেসে চলে যাই। আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। যাই পরমেশ্বর যা করবেন তাই হবে।

[বিধুভূষণের প্রস্থান।

সরলা: শ্যামা, আমি যে একটি দিনেরও জন্য একলা ঘরে থাকিনি। এ শত্রুপুরীতে আমি কি ক'রে থাকব?

শ্যামা: কেঁদ না, ভয় কি? পুরুষ মানুষ এমন ত চাকুরী করতে বিদেশে গিয়েই থাকে। চিঠি-পত্র লিখবেন, ভয় কি? কেঁদো না, মা দুর্গাকে ডাকো; শুভ যাত্রা করবেন, চোখের জল ফেল না।

সরলা : না শ্যামা, আর আমি কাঁদিনি। ছেলে আমার কাছে রেখে স্বামী আমার বিদেশে যাবেন। গোপালকে আমার মানুষ করতে হবে। ফিরে এলে গোপালকে ওর কোলে ফিরে দিতে হবে। এখন আমার বুক বাঁধবার সময়, কাঁদবার সময় নয়।

(বিধুভূষণের পুনঃ প্রবেশ)

বিধু : শ্যামা, আমার দু'চার খানা কাপড় একটা পুটুলী বেঁধে দাও, আর তোমার টাকা থেকে পাঁচ টাকা আমায় দেও।

সরলা : শ্যামা, এই টাকা তুমিই রাখ, আর ঘরে যদি কিছু থাকে—

শ্যামা : বুঝেছি, আছে। আমি উদ্যোগ কচ্ছি।

[শ্যামার প্রস্থান।

সরলা : তুমি চল্লে? রাত পোহালে আর তোমাকে দেখতে পাব না?

বিধু : আমায় কাঁদাও কেন সরলা? কি করবো? উপায় নেই। গোপাল ঘুমুচ্ছে। বাবা, আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক। ভাল থেক, সরলা। হোলনা, পারলুম না; মনে করেছিলুম জাগাব না, ঘুমন্তই দেখে চলে যাব, পারছিনি। জীবনে আর কখনও দেখা হবে কিনা জানিনা; একবার তোমার একবার বাবা বলুক, শুনে যাই।

সরলা : গোপাল, গোপাল, ওঠ বাবা; কে দাঁড়িয়ে দেখ, কে ডাকৃছে দেখ?

গোপাল : মা ! এঁ্যা, বাবা এসোছো ? কখন এলে বাবা ? আমায় ডাকলে না কেন ? ও কি বাবা, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন ? কেন মা, তুমি কাঁদ্‌ছো ? আমার ত খিদে পায়নি।

সরলা : আমার চোখে জল দেখলেই, বাছা আমার খিদে পায়নি বলে সান্ত্বনা করে।

বিধু : সরলা, তোমায় আর কি বলবো ? কতদিনে যে ফিরব তাও জানি না। গোপাল যেন আমার মানুষ হয়, যেন লেখাপড়া বন্ধ না হয়। ভগবান্! অদৃষ্টে যাই থাকুক, এসে যেন এদের দেখতে পাই। দেখো, দয়াময়, এই শত্রু-পুরী মাঝে আমার এই দরিদ্রের ধন, সরলা ও গোপাল, জীবন-দাত্রী দাসী, শ্যামা রইল, এদের আর কেউ নেই ; বিপদে আপদে এই তিনটিকে চরণ ছাড়া করো না !

গোপাল : বাবা, তুমি কোথায় যাবে, বাবা ?

বিধু : আমি অনেক দূর যাব, বাবা, টাকা আনতে যাব।

গোপাল : না বাবা, তোমায় যেতে হবে না ; টাকা আমি এনে দেব।

বিধু : ভয় কি বাবা, তোমার জন্য কত খেলনা, কত জিনিষ আনবো।

গোপাল : না বাবা, খেলনা চাই না ; ওই দেখ, মা কাঁদছে।

বিধু : সরলা, সরলা—

সরলা : না, আমি কাঁদছিনি। এই দেখ, আমি কাঁদছিনি।

শ্যামা : (নেপথ্যে) ছোট মা, ছোট বাবুকে নিয়ে এস।

বিধু : সরলা—

সরলা : আমি কাঁদিছিনি, আমি কাঁদছিনি ! চল, কিছু মুখে দেবে চল ।

বিধু : অনাথবন্ধু ! জগদীশ্বর ! সরলার কেউ নেই, গোপালের কেউ নেই, শ্যামার কেউ নেই ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

খিড়কী

প্রমদা ও প্রমদার মাতা

প্র-মাতা : তবে তোমার নতুন বাড়ীতে যাওয়াই স্থির হল ?

প্রমদা : হ্যাঁ । শুনেছ ছোঁড়া যে দেশত্যাগী হয়ে গেছে ?

প্র-মাতা : কে, তোমার দেওর ? কই, তা'ত শুনিনি ; কোথায় গেছে ?

প্রমদা : কে জানে কোথায় গেছে । শুনছি নাকি কল্‌কাতায় গেছে চাকুরী করতে ।

প্র-মাতা : সে কি, কলকাতা ! সেথা কোথায় থাকবে, কে চাকুরী করে দেবে ? কেউ আপনার লোক আছে নাকি ?

প্রমদা : চুপ কর, শ্যামা এই দিকে আসছে ।

(শ্যামার প্রবেশ)

বলি ও শ্যামা, কোথায় গেছলি? কথা কস্‌নে যে? বলি, তোর বাবু নাকি কলকাতা গেছে? লাট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে? কি চাকুরী হল? মুচ্ছুদ্দিগিরী না জজগিরী, শুনতে পাই নাকি?

শ্যামা : যদি বেঁচে থাক, আর পরমেশ্বর যদি তোমার নাক কাণ বজায় রাখেন, তা হলে দেখতেও পাবে, শুনতেও পাবে।

প্রমদা : কি বল্লি?

শ্যামা : না, আজ মাসের ক' দিন জিজ্ঞাস করলুম।

প্রমদা : দেখলে, দেখলে, মাগীর আক্কেলটা? থাকতো যদি বাড়ি, তা হ'লে এখনই মুখখানা জুতো দিয়ে সোজা করে দিতুম।

শ্যামা : কেন গা, কথায় কথায় বড় জুতো মারবো বলো, কই দেখি মারবে এস না?

সরলা : ([illegible]) শ্যামা, ক্ষান্ত দে উনি যা ইচ্ছা বলুন। তুই এ দিকে আয়।

শ্যামা : কেন ক্ষান্ত দেব? উনি কোথাকার কে, কথায় কথায় জুতো মারবো বলেন? এস, মার না, আমারও হাত আছে।

প্রমদা : থাক্, থাক্; আসুক আগে বাড়ী, তখন তোর কত তেজ দেখবো।

শ্যামা : ওঃ! কত লোক দেখিয়েছে, বাকী আছ কেবল তুমি; এস না, এখুনি দেখাও না। আর তা'র বাড়ী আসার দরকার কি?

প্রমদা : ছোটলোকের বেটী, আমার অপমান করিস্। দেখছি কতদিনে তোর অহঙ্কার চূর্ণ হয়। পোড়া পরমেশ্বর কি নেই ?

সরলা : (নেপথ্যে) আমার মাথা খাস্, শ্যামা, ওখান থেকে সরে আয়।

[শ্যামার প্রস্থান।

পে-মাতা : কেঁদনা, মা, কেঁদোনা ; স্থির হও, মা, স্থির হও ; শেখান না থাকলে কি ছোটলোকের মুখে এ সব কথা বের হয় ? তলে-তলে টিপ্‌নি আছে। তুমি সোজা মানুষ, এত টের পাওনা। আজ জামাইবাবু বাড়ী এলে সব বলে দিও। দেখো তিনি কি করেন। বাপ্‌রে বাপ্, আমার আর তিলার্দ্ধ বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছা করে না ; করে আমাকেই বা কি বলে বসে।

(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর : ডিডি ! ডিডি ! কি হয়েছে, মা, ডিডির কি হয়েছে ? ডিডি, অমন ফোঁস ফোঁস করছ কেন ?

প্রমদা : যা, যা, এখন ওদিকে যা। কোথাকার গণ্ড মূর্খটা ! তোর যদি বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোর অদৃষ্টে এত দুঃখ থাকবে কেন ?

গদাধর : অবাক্। ডুঃখু, গডাডর চণ্ডরের অদৃষ্টে ডুঃখু ! টোমার বাড়ীতে এসে আর আমার ডুঃখু কি ? এই পিড়েণ, এই মোজা, এই জুটো ; ভাট-ই ট' চারবার খাই, মা আমায় বিপিনের চাইটে আডর করে খাওয়ায়।

প্র-মাতা : গদাধর চন্দর !

গদাধর : টুমি ঠামো, ঠামো ; কঠার উপর কঠা কর্ম্মো না। ডিডি বলে আমার অদৃষ্টে ডুঃখু। টুমি কিছু মনে ক'রনা, আমার কিছু ডুঃখু নেই।

প্রমদা : থাম্, আর গজর গজর করিস নি। এমন বুদ্ধি না হলে আর এমন হয়। এমন উপযুক্ত ভাই থাকতে আমার এই দশা ! দাসীতে অপমান করে যায় !

গদাধর : কি, টোমার অপমান ? গডাঢর চণ্ডরের ডিডিকে অপমান ? কে সে লোক বলটো ?

প্রমদা : গদাধর, তোমার ভগিনীপতির ভাই কলকাতা গেছে, সেই কথা শ্যামাকে জিজ্ঞেস করতে গেলুম, তা মাগী কিনা আমায় তেড়ে এল ! ছিঃ, ছিঃ ছিঃ, আমার গলায় দড়ি, গলায় দড়ি !

গদাধর : এট আস্পড্ডা ! কেঁড না, ডিডি, কেঁড না। টুমি মাকে নিয়ে ঘরে যাও। আমি ডেখছি সে মাগীর কট প্রটাপ।

প্রমদা : চল মা—

প্র-মাতা : গদাধর চন্দর, ঘা দু'চার বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে এস, বাবা। দাঁড়িয়ে যেন মার-টার খেও না।

গদাধর : টুমি যাও ; গডাঢর লাঠি খেলটে জানে।

[প্রমদা ও প্রমদার মাতার প্রস্থান।

গদাধর : (লাঠি বাহির করিয়া) শ্যামা, শ্যামা, আয় ডেখি বেরিয়ে ; ডেখি টোর কট টেজ। আয় না, হারামজাডি ! ডেখি—কা'র

প্রটাপে টুই লড়িস। আয় না, বেটী, লুকিয়ে আছিস কেন? আয়, বেটী, হারামজাডি! এক লাঠিতে টোর মাঠা ফাটিয়ে ডেই।

(বঁটি হস্তে শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : তবে রে লেজকাটা বামুন! ([illegible]); এই বঁটি দিয়ে তোর নাক কাণ না কেটে যদি আমি জল খাই, তবে আমার নাম শ্যামাই নয়।

গদাধর : ওঃ বাবা! বঁটি কেন?

শ্যামা : তোর নাক কাণ কাটবো।

গদাধর : কি, টুই আমার নাক কাণ কাট্‌বি? ([illegible]); চল্লুম আমি ঠানায়; ডারোগাকে ডেকে এনে তোকে ফাঁসি ডোয়াব।

শ্যামা : যা, তুই যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গিয়ে, যা করতে পারিস করিস। বোনায়ের ভাত মেরে তোর বড় রস হয়েছে, বিটলে বামুন!

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ফাঁড়ি

দারোগা ও রমেশ

দারোগা : কিহে রমেশ, কিছু পড়লো ? অনেক দিন ফাঁকে ফাঁকে, কিছু না হ'লে ত আর চলছে না। একটা কাতলা ফাতলা গাঁথতে পার—হ্যাঁ, আর তোমাকে যা বলেছিলুম, তার কি ?

রমেশ : সে বেটী ভারী পাজী। কিছুতেই বাগ মানে না।

দারোগা : সে কি হে, তুমি যে পুলিশের নামে কলঙ্ক দিলে দেখছি! একটা ছল ক'রে ধরে আন না।

(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর : ডারোগা বাবু, ডারোগা বাবু, শ্যামা আমাকে গালাগাল ডিয়েছে; আমার নাক কাটতে চায়।

দারোগা : এ কেরে বাপু! তুমি বা কে, আর শ্যামাই বা কে ?

গদাধর : আমি শশী বাবুর শালা।

দারোগা : তোমার নাম কি ?

গদাধর : আমার নাম গডাঢর চণ্ডর।

দারোগা : তোমার পদবী কি ?

গদাধর : বল্লুম টো, শশী বাবুর শালা।

দারোগা : তোমার বাপের নাম কি ?

গদাধর : তা বল্লে চিন্‌টে পারবে না। শ্যামা দাসী আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে আমার নাক কাণ কেটে ডিটে চায়। রমেশ বাবু, বল না বেটীকে হাটকড়ি ডিয়ে ঠানায় ঢরে আনটে।

দারোগা : রমেশ, একে চেন নাকি ?

রমেশ : আজ্ঞে, চিনি বৈকি। আমাদের শশী চাটুর্য্যের শালা, যিনি এই জমিদারীর হেড গোমস্তা। আপনার ভাইকে পৃথক করে দিয়ে এই অকালকুষ্মাণ্ড শালাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন ! আহাম্মুকের এক শেষ !

দারোগা : এ দিকে এস ; তোমার মোকর্দ্দমা করছি। এত বড় অন্যায়, তোমার নাক কাণ কাটতে চায় !

গদাধর : অন্যায় নয় ? বড় অন্যায়। আপনি এর একটা সুবিচার করুন।

দারোগা : আচ্ছা, তা কচ্ছি। কিন্তু তোমার নাক কাণ কেটেছে, না কাটবে বলেছে ? হ্যাঁ, আগে নাকে কাণে হাত দিয়ে ভাল করে দেখ ; দাবী ত প্রমাণ করা চাই।

গদাধর : না কাটেনি, কিন্তু কাটবে বলেছে।

দারোগা : একটা স্ত্রীলোক বলেছে নাক কাণ কাটবো, তাই তুমি দৌড়ে থানায় এসেছ। তুমি এত বড় একটা শালা লোক, তোমার লজ্জা করলো না ?

গদাধর : সে টেমনি স্ত্রিলোক্ বটে, সে স্ত্রিলোকের বাবা ! যে বঁটি তুলোছিল, যডি দেখটে টো টুমিও বাপ্‌ বাপ্‌ বলে পালাটে।

দারোগা : সত্যি নাকি ? তবে ত তাকে জব্দ করা উচিত। তুমি এক কাজ কর; বাড়ীতে ফিরে যাও, গিয়ে ঝগড়া কর; আগে তোমার নাক কাণ কেটে দিক্, নইলে ত মোকর্দ্দমা হবে না।

গদাধর : আগে যডি নাক কাণ কেটে ডেবে, তবে আমি কি ডিয়ে নালিশ করবো—?

দারোগা : কেন, এক কাণ নিয়ে।

গদাধর : ঠাট্টা করছ! টুমি আমার মোকড্ডমা না করট, আমি জেলায় যাব।

দারোগা : সেই ভাল, ওসব বড় মোকদ্দমা এখানে হয় না।

গদাধর : এই চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত)

দারোগা : রমেশ, একটা মজা ■■■, দেখবে ? ও হে, তুমি যেওনা শোন। হরিসিং, এই লোকটাকে হাতকড়ি লাগাও ত, মিথ্যে এজাহার দিতে এসেছে।

গদাধর : আমি কে জান ? আমি শশীবাবুর শালা, টা টোমরা জান ? আমায় হাটকড়ি ডেওয়া সহজ কটা নয়।

হরিসিং : তুমি, ঠাকুর, যা করতে পার করো; আমি হুকুম পেয়েছি। তুমি আর বেশী কথা কয়ো না। বেশী কথা কইলে, বাবু আবার গারদে দেবেন।

গদাধর : গাড়ডে! না বাবা, হরিসিং, টোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে ডাও।

হরিসিং : আমার ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নেই।

গদাধর : রমেশ বাবু, আমায় ছেড়ে ডিটে বল না, ডাডা! টোমার পায়ে পড়ি। ও রমেশবাবু, আমি টোমার কট করি, আর টুমি আমায় হ'য়ে একটা কঠাও কচ্ছনা! ও ডারোগা মশায়, আমার বড্ড ক্ষিডে পেয়েছে। ওগো, কেউ যে ছেড়ে ডেয় না, গো! ওগো, মাগো! ডিডি গো! বোনাই বাবু গো, ও-ও-ও— !!!

দারোগা : কেমন, আর মিথ্যা মোকর্দ্দমা করবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে?

গদাধর : না—

দারোগা : তিন হাত মেপে নাক খত দাও, তবে যেতে পাবে।

গদাধর : নাকে খট ডিটে হবে? কাকে বলছ? জান, আমি শশীবাবুর শালা—

দারোগা : হরিসিং, গারদমে লে যাও, ঠাণ্ডা কর।

গদাধর : না, বাবা, না, আমি নাকে কাণে খট দিচ্ছি; রমেশবাবু, আমার মাঠা খাও, এ কঠা কাউকে বল না।

রমেশ : আমার বলবার দরকার কি? পুলিশ কেশ, গেজেটে ছাপা পাবে।

গদাধর : আবার উলটে পাবে! ওরে বাবা, এই একে টণ্ডর, একহাট হ'ল। এই ডুয়ে পক্ষ, ডু'হাট হ'ল, এই টিনে, টিন হাট হল—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হাসখালির রাস্তা

বিধুভূষণ

বিধু : বেলা গেল, আর পা চলে না। এই গাছতলায় একটু বসি। আঃ! বাড়ীতে না জানি এখন কি হচ্ছে। সরলা না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছে। গোপাল রোজ এমনি সময়ে আমার কোলে আসতো, আজ সে সুখ আমাব কপালে হ'ল না, আর কখনও হবে কিনা জানি না। দেশ ছেড়ে ত চলেছি, কোথায় যাব, কি করব? কারুর সঙ্গে জানা শুনা নাই; কাব কাছে গিয়া দাঁড়াব, কাকেই বা আমার কষ্ট জানাব, কে আমায় বিশ্বাস করবে? যাত্রার দলে যাত্রাওয়ালা হব? ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে বড় নিন্দার কথা। কি করি, উপায় নেই; পেটেব দায়ে, স্ত্রীপুত্রেব দায়ে—

(গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে নীলকমলের প্রবেশ)

গান

পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে—

বিধু : কেও, কে তুমি?

নীলকমল : আমি মানুষ, ভয় কি ? রামার মা যে বলেছিল, রাত্তিরে নদী পার হয়, আর দিনের বেলায় কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, তুমি যে তাই হ'লে ! একা বিদেশে আসতে পার, আর মানুষ দেখ্‌লে ভয় পাও ?

বিধু : কই আমি ত ভয় পাইনি, তোমার নাম কি ?

নীলকমল : আমার নাম নীলকমল ; কালাচাঁদ ঘোষের ছেলে, দেবনাথ বোসের প্রজা।

বিধু : দেবনাথ বোস কে ?

নীলকমল : এঁ্যা:, দেবনাথ বোস কে !

বিধু : দেবনাথ বোসকে আমি চিনিনি।

নীলকমল : দেবনাথেরা আগে রাজা ছিল, বর্গীর হাঙ্গামায় তাদের রাজ্য যায়। কিন্তু এখনও তারা খুব বড় মানুষ। তুমি তাদের নাম শোননি ? এ বড় আশ্চর্য্যের কথা !

বিধু : হবে।

নীলকমল : তোমরা—আপনারা ? তামাক খাবে ?

বিধু : ব্রাহ্মণ। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

নীলকমল : আর কোথায়, পয়সার চেষ্টায়। দুঃখের কথা আর কি বলব। আমরা তিন ভাই। আমার দাদার নাম কেষ্টকমল, আমার ছোট ভায়ের নাম রামকমল, তা'রা কিছুই করে না ; আমি যা আন্‌বো সকলেই খাবে। একা মানুষ, জাত ব্যবসায় সংসার চালাতে না পেরে, এখন বিদেশে বেরিয়েছি। দেখি বিদেশে টাকা আছে কিনা।

বিধু : (স্বগতঃ) এরও দেখছি আমার দশা। (প্রকাশ্যে) বিদেশে টাকা আছে কিনা দেখতে চাও, দেখতে পাবে কিনা প্রমাণ কি ?

নীলকমল : গুণ, গুণ না থাকলে কি বলি ? এই বেয়ালা দেখ্‌ছ ? ওস্তাদজীর আশীর্ব্বাদে আমার আর অন্নচিন্তা নেই, এখন বড় মানুষ হওয়াই বাকী।

বিধু : তুমি এত সরেশ বেয়ালা বাজাতে পার নীলকমল ? একবার বাজাও দেখি।

নীলকমল : শুনবে ? শোন। (বাদন) হাসছ যে ?

বিধু : না না, কিছু মনে কর না। বিদেশে এসেছি, মনটা কিছু খারাপ আছে ; তোমার বাজনা শুনে একটু ফুর্ত্তি হল, তাই হাসছি। তুমি গাইতে পার ?

নীলকমল : হুঁ। (গান গাহিতে আরম্ভ করিল)

পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে, পদ্ম-বনে আমি যাব,
আনিয়ে নীলপদ্ম, সে নীলপদ্ম চরণ-পদ্মে দিব।

বিধু : হাঃ হাঃ ! থাম থাম, ঢের হয়েছে।

নীলকমল : দাদাঠাকুর বলেছিল যে, নীলকমল, বেনাবনে মুক্ত ছড়িও না, তা ঠিক। তোমরা এর কি বুঝবে ? থাকতো যদি ওস্তাদজী, কি কালীনাথ দাদা তবে বুঝতে পারত। ছেলে মানুষের মত ফ্যাক ফ্যাক করে হাসলেই হল না, বুঝেছ ? গোবিন্দ অধিকারী আমাকে দশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল, বুঝেছ, আমি যাই নি ; কত খোসামোদ তবুও যাইনি ?

বিধু : লোকটা ত দেখছি বদ্ধ পাগল! নীলকমল, তুমি কিছু লেখা-পড়া জান?

নীলকমল : লেখা কি? কলম দিয়া আকর বার করা? সে ত সোজা কাজ। বাজানো বড় শক্ত কথা; কাঠের ভিতর থেকে কথা বার করতে হবে। লেখা, ইচ্ছা করলে সবাই পারে, বাজান শিখতে হলে, মা সরস্বতীর শুভদৃষ্টি চাই। এই যে গৎ শুনলে, এ আমার নিজের তৈরী। গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে, আর ওস্তাদজীর গৎ বাজাইনি।

বিধু : তোমার বিবাহ হয়েছে, নীলকমল?

নীলকমল : না, একটা সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিতে পার?

বিধু : চেষ্টা না করে কি ক'রে বলবো, কিন্তু আপাততঃ কোথায় যাচ্ছ, বল দেখি?

নীলকমল : কলকাতায় গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে। চার পাঁচ বছর হল আমায় দশ টাকা দিতে চেয়েছিল, তারপর আমি কত শিখেছি: তিন চার খানা বেয়ালা ভেঙেছি। গাঁয়ের লোক বলে নীলকমল বেয়ালায় তানসেন। কুড়ি টাকা, না হয় পনর টাকা ত হবেই। পাঁচ টাকা করে পেটে খাব, আর দশ টাকা করে বাঁচাব। তা হ'লে বছর ফিরতেই বে কর্ত্তে পার্ব্ব।

বিধু : (স্বগতঃ) পাগলের মন সদাই সুখী। আমি যথার্থই ভাল বাজাতে পারি, অথচ আমার কোন ভরসা হয় না। আর নির্জ্জলা মূর্খ, অথচ কলকাতা গেলেই পনর টাকা মাইনে হবে,

ঠিক করে নিশ্চিন্ত আছে। হায়, আমি যদি এরকম চিন্তামুক্ত হতে পার্ত্তেম।

নীলকমল : তুমি, ঠাকুর, ভাবছো কি ? পথ চলতে হয় আমোদ করে ফুর্ত্তি করে।

বিধু : তুমি আর কখনও বিদেশে বেরিয়েছ, নীলকমল ?

নীলকমল : না।

বিধু : তবে তুমি কি ক'রে কলকাতায় যাবে, কে রাস্তা বলে দেবে ?

নীলকমল : রাস্তার লোক রাস্তা বলে দেবে। কাণের জল কাণ দিয়েই বেরোয়।

বিধু : (স্বগতঃ) নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তি এখনও দেখেনি, তাই এর মনে এত প্রফুল্লতা। (প্রকাশ্যে) নীলকমল, তুমি কলকাতায় যাবে, তা কিছু খরচপত্র এনেছ ?

নীলকমল : খরচপত্রের মধ্যে এই বেযালা ; সকলেই তোমার মত বেযালা শুনে হাসে না, রাস্তায় যদি একজন গুণী লোক পাই, তবে একদণ্ডে পাঁচ দিনের খোরাক যোগাড় করে নিতে পারবো। যে পদ্ম-আঁখির গানটা শুনে তুমি হাসলে, ঐ গান শুনে কত লোক কেঁদেছে।

বিধুকমল : আমি ত তোমার গান শুনে হাসিনি, তোমার মাথা নাড়া দেখে হাসি এল।

নীলকমল : যদি তুমি গান বাজনা জানতে, অমন কথা বলতে না। তালের সময় তাল না দিয়ে কেউ কি থাকতে পারে ? গাইয়ে

বাজিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞেস করো ; ওকে বলে ভাও বাতলান।

বিধু : তা জিজ্ঞেস করা যাবে। আর এক কথা ভাবছি কি, নীলকমল, আমিও কলকাতায় যাব, চলনা এক সঙ্গে যাই।

নীলকমল : তা হ'লে ত ভালই হয়। তা দেখ, বাবু, একটা বন্দোবস্ত আগে করা ভাল ; আমি বাজিয়ে গেয়ে যেখানে যা পাব, তুমি তার ভাগ পাবে না।

বিধু : তা বেশ, এখন চল, একটা দোকান টোকান দেখে কিছু খাওয়া দাওয়া যাক্।

নীলকমল : (গান গাহিতে আরম্ভ করিল) পদ্ম-আঁখি……ইত্যাদি

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুদীর দোকান

মুদিনী ও ব্রাহ্ম যুবকদ্বয়

১ম যুবক : ভগিনি মুদিনি, তোমার প্রাণে যে প্রেম দেখছি, তুমি কলকাতায় গেলে সমাজের ভূষণ হ'তে পার।

মুদিনী : তা সত্যি, বাবু ; বয়স ত আর যায়নি, কলকাতায় গেলে জিনিষ পত্র হয় বটে, তবে জানেন, বাবু, মিন্‌সে ভারী চোয়াড়।

যদি কোন রকমে আমার সন্ধান পায়, তা হ'লে এক লাঠিতে আমার মাথা চুর-মার ক'রে দেবে।

২য় যুবক : ভগ্নি, সে ভয় নাই ; সমাজের এখন সে দুর্দ্দশা নাই ; এখন আচার্য্য লড়িতে শিখিয়াছেন।

মুদিনী : সমাজ কি, বাবু ? সেখানে কি হয় ?

১ম যুবক : ভগ্নি, সে প্রেমের বাজার ; সেখানে পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, কেবল ভ্রাতা আর ভগ্নী ; পৃথিবীতে স্বর্গের মই।

মুদিনী : তা, বাবু, তোমাদের ভদ্রলোকের ভরসা পেলে, সমাজ কেন, ভাগাড়ে যাওয়া যায়। আকাট চাষার হাতে পড়েছি, মনের সাধ মনেই রয়ে গেল।

গীত

আমি কত যতন জানি।
যদি কেউ মিলায় আহা তেমনি আনি॥
পেলে মনের মতন, রতনে করি যতন,
চুল খুলে মুছাই লো চরণ দু'খানি॥
যদি কেউ রাখে বুকে,
কত তা'রে রাখি সুখে ;
নিশিদিন মুখে মুখে,
চুপি চুপি বলি মধুর পীরিতি বাণী॥

যুবকদ্বয় : প্রেম। প্রেম। প্রেম।

২য় যুবক : কুসংস্কার, কুসংস্কার, হিন্দু-ধর্ম্মের ভয়ানক পীড়ন! এরূপ সাধ্বী বিধবার মধ্যে পরিগণিতা! ভগ্নীর আবার বিবাহ হওয়া উচিত। হে নিরাকার! এই অবলার হৃদয়ে ব্রাহ্মিকা সুলভ বল দাও, যেন ভগ্নী স্ত্রী-স্বাধীনতা লাভ করে; দুর্দ্দান্ত ভ্রাতাদিগকে শাসন করিতে পারগ হয়।

যুবকদ্বয় :

গীত

(বিভু) তুমি পরম কারুনিক, বিষম দয়ালু।
তোমার কৃপায় দাড়ি গজায়,
শীতকালে খাই শাঁখালু॥
তোমার নামের গুণে পাষাণ গলে,
পাষাণ নয় রে বরফ গলে,
বরফ নয় রে ঘী গলে;
করুণার নাই সীমানা,
ফর্ ফর্ ফর্ উড়ছে
যেন মগরার বালু।
ভাই-ভগ্নী মিলে মোরা,
প্রেমেতে যাই আলু-থালু॥

(নীলকমলের প্রবেশ)

নীলকমল : সা, গা, নি, ধা, পা, ধাপা, ধাপা, মাগারে, মা মাগারে, মায়ারে, মাগারে সা, গেয়ে যাও, বাবু, গেয়ে যাও; বেহালার

সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাও। দিব্য গান ; গাও, গাও, ঐ শাঁখালুর গানটা গাও। (কলকাতার রূপচাঁদ পক্ষীর বাঁধা বোধ [illegible]) গাও, গাও ; দাদাঠাকুর, এই বার গুণী লোক পাওয়া গেছে।

(বিধুভূষণের প্রবেশ)

মুদিনী : কে গা তোমরা, ভরা সাঁজের সময় গণ্ডগোল করতে এলে ?

বিধু : আমরা পথিক, আমাদেব ছু'জনের একটু থাকবার জায়গা হবে ?

মুদিনী : তোমরা কি লোক ?

বিধু : আমি ব্রাহ্মণ, আর আমার সঙ্গের লোকটি শূদ্র।

মুদিনী : ঘরে আর দু'জন ব্রাহ্মণ আছেন ; তুমি ঘরে এস। আর তোমার সঙ্গের লোক নয়—গাছতলায় থাক্।

নীলকমল : কেন, এই দাওয়ায় আমার একটু জায়গা হবে না ?

মুদিনী : না, ওখানে গরু থাকবে।

নীলকমল : গরুটাকে কেন গাছতলায় রাখ না ?

মুদিনী : গরুটাকে গাছতলায় রেখে, তোমাকে ঘরে জায়গা দেব ? তুমি গুরুঠাকুর এলে কিনা ? বিদেশে আস্তে শিখেছ, আর গাছতলায় শুতে শেখনি ?

নীলকমল : দাদাঠাকুর, এরা লোক চেনেনা। শীঘ্র চল আমরা গাঁয়ের ভিতর গিয়ে কোথাও থাকি ; এখানে থাকা হবে না।

বিধু : তুমি যাও, আমি এইখানে থাকি।

নীলকমল : থাক ; আজও থাক, কালও থাক ; আমি বিদেয় হই। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

[প্রস্থান।

বিধু : যথার্থ ই গেল যে ! না, এইখানেই দাঁড়িয়ে আছে ; ডাকবো নাকি ? তা হ'লে গুমোর বাড়বে। আসবেই এখন।

(নীলকমলের পুনঃ প্রবেশ)

নীলকমল : যার যার শোনবার হয় শোন। আমি সত্যি সত্যি রাগ ক'রে যাচ্ছি। কেউ ডাকবার হয় ডাকুক, কিন্তু পরে হাজার ডাকলেও আর আসবো না। এই চল্লুম, এই চল্লুম, বার বার তিনবার চল্লুম। না, ব্রাহ্মণ, তায় দাদাঠাকুর বলেছি, রাত্রিবেলায় তোমায় একা ফেলে যাওয়া অন্যায়, কাজেই ফিরতে হল। কি করি, তুমি ঘরে থাক, আমি গাছতলায় থাকি। গান টান গেয়ে রাত কাটিয়ে দেবো, যার ঘুম হয় ঘুমুবে।

বিধু : বলি, হ্যাঁ গা বাছা, আমাদের বসবার টসবার জায়গা দাও, খাবার টাবার যোগাড় ক'রে দাও।

মুদিনী : বসোনা এখানে দেখে শুনে ; খন্তা আছে, ঘরের কোণে একটা উনোন কাট ; মাথার উপর হাঁড়ি আছে, নাও ; দাওয়ায় কাঠ আছে, এনে রান্না বান্না কর। আমি এখন বাবুদের শোবার যোগাড় করছি।

বিধু : আমিই যদি সব করব, তবে তোমার এখানে এসে লাভ ?

মুদিনী : এখানে কোন লাভ না হয়, যেখানে লাভ হয় সেখানে যাও। আমি ত আর তোমায় বাড়ী থেকে আন্‌তে যাইনি ?

বিধু : অত চট্‌লে চল্‌বে কেন ? তুমি অমন করলে আমরা দাঁড়াই কোথা ?

মুদিনী : আর তোমার রসিকতায় কাজ নেই। খন্তা নিয়ে উনুন কেটে রেঁধে খেতে হয় খাও, না হয় এই বেলা জায়গা দেখ। ভাল বিপদ !

বিধু : তুই ভেবেছিস বুঝি এই দোকান ছাড়া আর অন্য দোকান নেই ? চল্লুম তোর এখান থেকে। (প্রস্থানোন্মত)

(মুদীর প্রবেশ)

মুদী : কে ও, কি হয়েছে, কিসের গোলমাল করছে ?

মুদিনী : দেখনা, কোথাকার এক খদ্দের এসেছে, যেন নবাব আর কি ! আপনার উনুন আপনি কেটে রেঁধে খেতে পারবে না !

মুদী : তোমরা—আপনারা—?

বিধু : ব্রাহ্মণ।

মুদী : ব্রাহ্মণ ? প্রণাম। আচ্ছা ঠাকুর, ভিতরে এস আমি উনুন টুনুন কেটে দিচ্ছি ; পাক্ চড়িয়ে দেবে এস।

[বিধুভূষণ ও মুদীর প্রস্থান।

নীলকমল : ওঃ, মুদিনীর জাঁক্ দেখ ! না দেয় খাবার, না দেয় আসন ! এখনি অন্য দোকানে গিয়ে বসতুম ; গাইয়ে বাজিয়ে গুণী লোক, যেখানে যাব মাথায় ক'রে রাখবে।

২য় যুবক :

গীত

নারীর প্রেম দাও হে নরে, নরের প্রেম নারীর প্রাণে।
(ওহে প্রেমময় !)
ভাই-ভগ্নী ভেসে যাব্ এই প্রেমের টানে ॥
(প্রেমময় হে !)

(মুদীর পুনঃ প্রবেশ)

মুদী : এরা কারা ? চোখ বুজিয়ে কি বিড়্ বিড়্ করছে ?

মুদিনী : এঁরা ব্রাহ্মণ ; কলকাতায় পড়েন। ওঁদের কিছু বল না ; পরমেশ্বরের নাম কর্চ্ছেন।

যুবকদ্বয় : শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !

মুদী : ওঃ বুঝেছি। ওদের আমার ঘরে কে জায়গা দিয়েছে ? এঁরা ব্রাহ্মণ তোকে কে বল্লে ? দেখতে পাচ্ছিস নি, চোখ বুজে রয়েছে ; ধর্ম্মঘট করেছে, ওদের কি জাত আছে ? ওগো, তোমরা ব্রাহ্মণ হও, আর যেই হও, এখন ওঠ, চোখ চাও। আমার ঘরে থাকবার জায়গা হবে না, আমি হিন্দু মানুষ ধর্ম্মঘট টট বুঝিনি ; ওঠ, ওঠ।

১ম যুবক : ভ্রাতঃ মুদে !

মুদী : আরে ওঠ ওঠ ; তোমরা ধর্ম্মঘট-সংস্কার কলকাতায় গিয়ে কর।

২য় যুবক : আমরা ধর্ম্মঘট করিয়াছি, তোমায় কে বলিল? আমরা কলেজের পড়া মুখস্থ করিতেছি।

মুদী : পড়াই পর, আর ধর্ম্মঘটই কর, আমার এখানে হবে না।

১ম যুবক : ভগ্নি মু—

২য় যুবক : (বাধা দিয়া) চুপ্! চুপ্! বিশ্রী রাগী, মস্ত লাঠি—

মুদী : আমি ভাল কথায় বলছি এই বেলা ওঠ, শেষে একটা গোলমাল হবে।

১ম যুবক : কোথায় যাই?

২য় যুবক : চল, কোন বৃক্ষতলায় গিয়ে রোদন ও অনুতাপ করি গে।

১ম যুবক : মুদী ভাই, একটা কথার জবাব দাও। এখানে ভূত-টুতের ভয় নেই ত? যে অন্ধকার—

মুদী : এতদিন ত জানিনি, তবে তোমরা এসেছ, বলতে পারিনি।

১ম যুবক : চল ভ্রাতঃ, রাম—রাম—রাম—, ও ঐতিহাসিক নাম এলফিনষ্টোনে লেখা আছে, রাম দি সন অফ—বোধ হয় ও নাম কল্লে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। চল, যাই।

[যুবকদ্বয়ের প্রস্থান]

নীলকমল : যাই, যাই—

মুদী : নে চল, কি আছে খেতে দিবি চল। সমস্ত দিনের পর হাট থেকে এসে নাড়ি জ্বলছে। একবার দোকানটার পানে নজর রেখ, হে কর্ত্তা! বড় ধূম লাগিয়েছিলি আর কি, যেন বাড়ীতে কুটুম এসেছিল। ওরা তোর ভাই নাকি, আমার শালা সম্বন্ধী যে, দোকানের কাজ ফেলে, দুটো ভাল খদ্দের তাড়িয়ে ইষ্ট

দেবতার মত ওদের সেবা করছিলি? চল, দাড়িয়ে রইলি যে, চল? [মুদী ও মুদিনীর প্রস্থান।

নীলকমল: আর বসতে পারিনি, একটু গড়ান যাক, বুঁচকিটা মাথায় দিয়ে একটু গড়াই। (শয়ন)

(বিধুভূষণের পুনঃ প্রবেশ)

বিধু: নীলকমল! নীলকমল! একটা রাত তো কাটাতে হবে, এই পাগলের গান শুনে কাটান যাক; ও নীলকমল!

নীলকমল: তুমি যে বিরক্ত করলে হে?

বিধু: একবার তামাক খাও, অত ঘুমুচ্ছ কেন? বিদেশে, বিশেষ রাস্তায়, বেশী ঘুমুন উচিত নয়, ভাল নয়।

নীলকমল: ঘুমুনো ভাল নয়, কেন ক্ষতি কি? আমার ঠেঙ্গে কি আছে যে, চোরে নিয়ে যাবে?

বিধু: তা নয়, নীলকমল, বলছিলুম কি তোমার যা হক্ একটু গুণ আছে, আমার ত গুণ নেই। যদি তোমার বেহালাখানা শেখাও, তাহলে চিরকাল তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকি।

নীলকমল: হাঁ শেখাব, এখনি শেখাব; তা'র আর ভাবনা কি। আজই কি সুরু করবো?

বিধু: শুভস্য শীঘ্রম্, খাওয়া দাওয়ার পরই আরম্ভ করা যাবে।

নীলকমল: খাওয়া দাওয়া, কই আমার সঙ্গে ত আর পয়সা নেই, আমি আর খাব কি? (গাহিতে আরম্ভ করিল, "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে—")

বিধু : পদ্ম-আঁখিকে একটু ঘুমুতে দাও, খাবে চল। তোমার আজ বাজনা শোনবার লোক জুটল না দেখে, আমি তোমার চাল নিয়েছি ; খাবে এস, ভাবছ কি ?

নীলকমল : ভাবছি, দাদাঠাকুর, খৃষ্টান হলে কি মেম বে দেয় ?

বিধু : কেন, তাহলে তুমি খৃষ্টান হবে নাকি ?

নীলকমল : ইচ্ছা হয়, কিন্তু একটা ভয় হয়, জাত যাবে। আচ্ছা দাদাঠাকুর, কলকাতায় কি একটা মাঝামাঝি, বেহ্ম না কি, আছে, তা হ'লে জাত যায় না ? তা বেহ্ম হ'লে কি বেহ্মি বে দেয় ?

বিধু : কলকাতায় গিয়ে দেখা যাবে। এখন খাবে চল, ভাত হ'য়ে এল।

নীলকমল : চল,—এ হলেই সুবিধা, না ? শুনেছি বেহ্মিরা রোজগার করে, আর বেহ্মরা রাঁধে-বাড়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরলার গৃহের সম্মুখ

সরলা : কেনই বা যেতে দিলুম ? না হয় আমিই উপোস কর্ত্তুম। এ যাতনার চেয়ে ভাল ছিল। কেনই বা যেতে দিলুম ? না না আবার ঐ ভাবনা আবার ঐ চিন্তা ? মন, তোমায় এত ক'রে

বোঝাই, তুমি বোঝনা কেন?] ~~[সবই বুঝি, অবুঝ বুকের ভিতর কেমন করে, কিছু আর লাগে না। কিছুতেই মন চায় না। মুখে অন্ন ওঠে না, রাতে নিদ্রা নেই, কেবল প্রাণ হু হু করে।~~

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : বলি, হ্যাগা ছোট গিন্নি, সকাল নাই, সাঁঝ নেই, কেবল কান্না! আর কারুর কি স্বোয়ামী নেই, না কেউ কখনও বিদেশে যায় না?

সরলা : ~~আঁ্যা, শ্যামা~~! কি বলছো?

শ্যামা : কি আর বলবো; আজ কি গৃহস্থের রান্না বান্না হবে না, না তোমার ক্ষিদে নেই বলে আমরা সকলে উপোস করবো?

সরলা : শ্যামা, আমার যথার্থই ক্ষিদে নেই। তুমি গিয়ে রেঁধে খাও, আমি আজ আর কিছু খাব না।

শ্যামা : আমি খেলে গোপালের পেট ভরবে না। সে যে পাঠশালা থেকে আসছে কি খাবে?

সরলা : অঁ্যা, এত বেলা হয়েছে?

শ্যামা : না, বেলা হবে কেন? তোমার জন্য সূর্য্যদেব বসে আছেন। দেড় প্রহর বেলা হ'ল সে খোঁজ নেই। মনটাকে কলকাতার ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি?

সরলা : কই, শ্যামা, আজও ত চিঠি এল না? তিনি ভাল থাকলে অবশ্যই চিঠি লিখ্‌তেন।

শ্যামা : রোস, তিনি কখনও কলকাতায় যাননি। স্থির-স্থার হ'য়ে বসুন, তবে ত চিঠি লিখবেন। আর নিজের একটা সুবিধা না হ'লে, লিখবেনই বা কি ?

(গোপালের প্রবেশ)

শ্যামা : এই যে, গোপাল এসেছে। গোপাল, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন ?

সরলা : কেন বাবা, কেন বাবা, অমন ক'রে রয়েছ কেন ? চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন ?

গোপাল : মা, গুরুমশায় আমাকে নাড়ু-গোপাল ক'রে দিয়েছিলেন।

সরলা : কেন বাবা, পড়া বলতে পারনি ?

শ্যামা : আমি ও কথাই শুনিনা। গোপাল আমার পড়া বলতে পারে নি ? গোপালের মত ছেলে পাঠশালায় কে আছে ?

গোপাল : না, শ্যামাদিদি, আমার পড়া ভুল হয়নি। মাইনে দিতে দেরী হয়েছে বলে, আমায় নাড়ু-গোপাল ক'রে বসিয়ে দিয়েছিল।

শ্যামা : আ মর্, মুখপোড়া মিন্‌সে! মাইনে দিতে দেরী হয়েছে তা ছেলের অপরাধ কি ? ছেলে কি রোজগার করে মাইনে দেবে ? টাকা কড়ি বাপ-মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া, ছেলের সঙ্গে কি ? তুমি, ভাই, কেঁদো না ; ওবেলা গিয়ে মাইনে দিয়া আসবো। যাও মুখে চোখে জল দাও গে।

[শ্যামা ও গোপালের প্রস্থান।

সরলা : হায়রে অদৃষ্ট, পাঠশালের মাইনে দিতে পারিনি বলে বাছাকে আমার সাজা পেতে হল। আমার দুরদৃষ্টের ফলে এই যন্ত্রণা। জগদীশ্বর। দুঃখের নিশা ত পোহাল না? উষার আসার আশে জীবন কেটে গেল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তবু যে কূল পেলুম না। তবে আশায় ফল কি? একেবারে ডুবি না কেন?

(শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

শ্যামা : খুড়িমা, আমার সঙ্গে চালাকি?

সরলা : সে কি শ্যামা?

শ্যামা : হুঁ্যা, যেন কিছু জানেন না আর কি।

সরলা : শ্যামা, যথার্থই আমি কিছুই জানি না, কি হয়েছে?

শ্যামা : ভাঙ্গা বাক্সে টাকা রাখি ব'লে সেদিন রাত্রে আমায় বকেছিলে, আজ বুঝি তাই আমায় জব্দ করার জন্য টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

সরলা : সে কি কথা! আমি তিন দিন হ'ল সিন্দুকের কাছে যাই নি।

শ্যামা : নাও, নাও, ঢের হয়েছে, রেখে থাক ত আমি নিশ্চিন্ত হই।

সরলা : যথার্থই, শ্যামা, আমি কিছুই জানি নে।

শ্যামা : আমার মাথা খাও।

সরলা : তোর মাথার দিব্বি, একি তামাসা করার কথা?

শ্যামা : তবে যথার্থই টাকা চুরি গিয়েছে।

সরলা : সর্ব্বনাশ ! তবে উপায় ? শ্যামা, কোথা দিয়ে চোর এল ?

শ্যামা : আমাদের দিনপাত হয় না, এ সকলেই জানে। ও কয়টি টাকার সন্ধান কি বাইরের চোরে পেয়েছে ? এ চোর ঘরের। আর কিছু নয়, এ বিট্‌লে বামুণ নিয়েছে, এ গদার কাজ। এতদিন নয়, ততদিন নয়, হঠাৎ ও পরশু দিন বাড়ী গেল কেন ? এ টাকা চুরি ক'রে রেখে আসতে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হচ্ছে ; ওরা সব্‌বাই সেদিন ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করছিল, আমি ঐ দিকে যেতেই চুপ করলে। গদা বল্‌লে, আমি গায়ে তেল মেখে যাব। খালি এই কথাটা আমার কাণে গিয়েছিল। আমি তখন অত বুঝতে পারিনি। এর বিহিত করবই। দেখ আমি সবাইকে শুনিয়ে বলছি, গদা বামুণ আমার টাকা চুরি করেছে, ভাল কথায় বের করে দিচ্ছে না। সেদিন রাতারাতি বাড়ীতে গেল, কেউ টের পাইনি। এখনও বলছি, ভাল চাও ত টাকাগুনো দাও। না দিলে, আমি থানায় খবর দেব ; কারুকে ছেড়ে কথা কইব না ; ধাড়ী-বাচ্চা সকলেরই নাম করবো।

(গদাধর চন্দ্রের প্রবেশ)

গদাধর : কি টুই বক্ বক্ করছিস ? কে টোর টাকা নিয়েছে ? ফের যডি টুই চোর বলিস্, টবে আমি টোকে ঠানায় নিয়ে যাব।

শ্যামা : ওঃ ! তোকে আর আমায় থানায় নিয়ে যেতে হবে না, সেদিন ত গিয়েছিলি, কি হলো ?

গদাধর : সে ডিন, সে ডিন, কেন কি হবে ? টোকে কে বল্লে ? ডারোগা বাবু টো আমাকে টামাক খাওয়ালে। আবার কি হবে ? নাকৃটা টো চালের মট্‌কা লেগে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

শ্যামা : তোর নাকে আগুন লাগুক, তা'তে আমার কি ? এখন টাকা দিবি ত দে, নইলে চল্লুম থানায়।

সরলা : ও মা ! বঠ্‌ঠাকুর আস্‌ছেন—

[সরলার প্রস্থান।

(শশীভূষণের প্রবেশ)

শশী : কি, থান'-পুলিশ কিসের ?

শ্যামা : গদাধর আমার টাকা চুরি করেছে। ভাল কথায় বের করে দিলে না। আমি চল্লুম, পুলিশ ডেকে আনিগে।

শশী : শ্যামা, একটু দাঁড়াও ; ব্যাপার কি শুনি ? আমি কিছু করতে না পারি, থানায় যেতে হয় যেও।

শ্যাম : ও খামাকা পরশু বাড়ী চলে গেল কেন ? বিকেল বেলা পরামর্শ আঁটা হ'ল। ঐ বিটলে বলছিল, আমি গায়ে তেল মেখে যাব। পাকা চোর, চুরি করতে এলে যে, তেল মেখে যেতে হয় তা জানে। বল, বাইরের চোর চুরি করতে এলে, আগে তোমাদের ঘরে না ঢুকে আমাদের ঘরে আসবে কেন ? আমাদের ভারী সোণাদানা দেখেছে কি না। পরশু ও বাড়ী গেল ; এ দু'দিন আমাদের সিন্দুক খুলবার দরকার হয়নি, আজ টাকা বার করতে গিয়ে দেখি নাই !

শশী : গদাধর, কি হয়েছে সত্যি বল।

গদাধর : সট্যি না ট কি মিঠ্যে ? মা বলেন, গডাটর চণ্ডর আমার যুডিষ্টির। আমি ওর টাকা নিয়েছি সাক্ষী আছে ?

শ্যামা : সাক্ষী আছে বৈকি। সাক্ষী না থাকলে কি চুরি হয় ? চোরেরা ত পাঁচজন ভদ্রলোককে সাক্ষী ক'রে চুরি করে। বড়বাবু, এর যা হয় একটা কর, নইলে টাকা আমি আদায় কর্ব্বই। আর এই নাক-কাটা বামুণকে পাথর ভাঙ্গাবো।

গদাধর : দেখ, বোনাইবাবু, দেখ সেডিন নাক কেটে ডিটে চেযেছিল, আর আজ পাটর ভাঙ্গাটে চাইছে। টুমি কিছু বলবে না, টোমার কাছে বিটার নেই ?

শশী : টাকা গুলো আছে, না উড়িয়েছ ?

গদাধর : বোনাই বাবু, টুমিও আমাকে চোর বল্‌ছো, আপনার বাড়ীটে এনে অপমান করছো ? আমি গলায ডরি দেব। ডিডি, ডিডি, বোনাই বাবু আমায চোব বলছে ; আমি হয গলায় ডরি দেব, না হয় চরটুকি খেয়ে মরবো।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা : বালাই। বালাই। ষাট। ষাট। তুমি কেন গলায় দড়ি দেবে, গদাধর চন্দর ? আমি আজ মরবো। আড়ালে দাঁড়িয়ে আচরণটা দেখ্‌ছিলুম। তোমায় যে চোর ঠাওরালে, তুমি চোর হলে আমিও চোর হলুম, মাও চোর হলেন : আমাদের অজাত্তা কি

তুমি চুরি করতে পার ? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এমন স্বোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম অবশেষে চোর বল্লে !

শশী : তোমায় ত আমি কিছু বলিনি প্রমদা—

প্রমদা : আবার কেমন করে বলে ? ধিক্ ! ধিক্ ! আমি আর এ প্রাণ রাখবো না ; আমি মরবো, গলায় দড়ি দিয়ে মরবো ; পেত্নী হয়ে দেখব, দেখব কেমন সুখে থাক।

গদাধর : ড়াম, ড়াম, পেটুনী হসনি, ডিডি, তোর পায়ে পড়ি ডিডি !

প্রমদা : এস, গদাধর চন্দর, তুমি চলে এস। ওঁর ঘর কন্না উনি করুন। আমাদের কি আর থাকবার জায়গা নেই ? তুমি চলে এস।

[প্রমদা ও গদাধরের প্রস্থান।

শশী : শ্যাম', আমি বুঝেছি। এ দণ্ড আমারই লাগবে। তুমি এখন যাও, আর হাঙ্গামায় কাজ নেই। তোমার যা টাকা গেছে আমি দেব।

শ্যামা : আমার পেলেই হ'ল। তবে তুমি দেবে ?

শশী : হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া করগে ; আমি তোমাকে দেব এখন।

[শ্যামার প্রস্থান।

শশী : পৃথক্ হয়ে ত দেখছি আর সুখের শেষ নেই। শাশুড়ী গিন্নী, শালা কর্ত্তা ; আপনার বাড়ীতে আপনি চাকর বাকরের সামিল। খরচ আগেকার চেয়ে চার গুণ বেড়েছে। সংসারে আমার কোন কথাই খাটে না। কেনই বা বিধুকে পৃথক্ ক'রে দিলুম ? খেতে না পেয়ে দেশত্যাগী হয়ে গেল ! প্রমদার এতটা শক্রতা করা

ভাল হয়নি; টাকা চুরি করান নিতান্তই অন্যায় হয়েছে। কেন অভাব কি? এত করেও ওকে সুখী করতে পারলুম না! কি যে ওর মনের ভেতর হয়, কিছু ত বুঝতে পারি না। আর রাতদিনই অসুখ, তা মন থাকবে কিসে? ও একটা ব্যামো—

(গদাধরের পুনঃ প্রবেশ)

গদাধর : বোনাই বাবু! বোনাই বাবু! শিগগির এস; ডিডিকে ভুটে পেয়েছে। ড়াম! ড়াম! ড়াম!

শশী : সে কি?

গদাধর : ডাঁট খামটি খেয়ে পড়ে আছে। আমি ডাঁট ছাড়াতে গেলুম, আমায় কামড়ে ডিলে। টুমি শিগগির এস; মস্‌ট ভুটে পেয়েছে, উঠোনে চিট হয়ে পড়েছে! ডিডি যেন বাঁশ বাজী!

শশী : চল, আবার কোন নূতন ব্যামো হল দেখি গে।

[শশীভূষণের প্রস্থান।

গদাধর : আমি পাড়ায় চল্লুম, ভুট ছাড়লে আমায় ডেকে পাঠিও। ড়াম! ড়াম! ড়াম! কি ভুটরে বাবা! ডিডির গায়ে কি জোর!

[গদাধরের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কালীঘাটের রাস্তা

নীলকমল, ব্রাহ্মণ ও ভিখারীগণ

নীলকমল : ওহে বাপু, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও, আমার কাছে কিছু নাই।

বৃদ্ধ ও স্ত্রী : ওগো বাছা, আমরা দু'টি বুড়োমানুষ, আমাদের দু'জনাকে একটি পয়সা দিলেই হবে।

নীলকমল : ওরে বাছা, আমি দাদাঠাকুরের সঙ্গে এসেছি। দাদাঠাকুর আমায় ফেলে পালিয়েছে। আমার কাছে একটি কাণা কড়িও নেই।

খোঁড়া : খোঁড়া নাচারকে একটি পয়সা দিয়ে যাও, বাবা। আমি চলতে পারি না, বাবা!

নীলকমল : তবু তাড়া করবে? আমি দিব্বি করে বল্‌ছি, আমার কাছে কিছু নেই।

১ম ব্রাহ্মণ : তুমি ভাগ্যিমানের পুত্র তোমার চেহারায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; অভাব কিসের? ব্রাহ্মণকে দিলে কমে যাবে না। এই মায়ের খাড়ার সিন্দুর নাও।

২য় ব্রাহ্মণ : মায়ের হাতের জবার মালা, পরতে হয়। এর একটি পয়সা দাও, বাবু!

৩য় ব্রাহ্মণ : দাঁড়াও ত, বাবু, দাঁড়াও, সন্ধ্যা-পূজার সিন্দুর ধর।

৪র্থ ব্রাহ্মণ : আরে সবাই সর, মায়ের কপালের সিন্দুর একটু বাবুকে দেই।

নীলকমল : দাও, দাও, যত পার দাও ; নাকে দাও, মুখে দাও, চোখ কাণা ক'রে দাও।

৫ম ব্রাহ্মণ : সর ; বাবু কালীঘাটে এসেছেন, একটু হাড়ি-কাঠের সিন্দুর নিয়ে যান ; সকল আপদ উদ্ধার হবে। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে। একটা পয়সা দাও।

কুমারী : হ্যাগা বাছা, কুমারীকে একটা পয়সা দিয়ে গেলে না ?

নীলকমল : পয়সা কাঁদছে ! সিন্দুর থাকে ত দাও, কাণা করে দাও!

কুমারী : আঃ মর ! মিনসে হ্যাকা নাকি ? কুমারীকে একটি পয়সা দিলে ক্ষয়ে যাবে !

নীলকমল : পয়সা কোথায় রে বাছা !

কুমারী : অত বড় থলে, ওর ভেতর কি ? দে মিনসে একটা পয়সা, পুঁটুলী—খোল না।

নীলকমল : গেলরে গেল, আমার সর্ব্বনাশ হলো, আমার যন্ত্র গেল !

সকলে : দাও, দাও, লুটিয়ে দাও। নতুন কালীঘাট এসেছ, এক-গুণ দিলে দশ গুণ পাবে। থলি আজাড় ক'রে দাও।

(বেহালার থলি কাড়িয়া আছড়াইয়া দেখন)

নীলকমল : গেছে, একেবারে গেছে, চুরমার হয়ে গেছে ! সকলে মিলে আমার সর্ব্বনাশ করলে, বেহালাখানা একেবারে গেল !

[৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণ : ওহে চল চল, এখানে গোল কচ্চ কি ? নকুলেশ্বরতলায় চল।

[নীলকমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নীলকমল : আঃ বাঁচলুম। কই আর বাঁচলুম ? দাদাঠাকুর পালাল, বেহালা ভেঙ্গে দিলে, আমি হারিয়ে গেলুম। এখন যাই কোথায় ? ওরে বেহালা, তুই গেলি ! তোর জন্যে আমি বিবাগী ; তুই আমার মা-বাপ ; তোর ভরসায় কলকাতায় এসেছি। তুই গেলি, এখন কোথায় যাই ? আমায় খাওয়ায় কে ? ওরে, তুই কত গুণের গুণনিধি ছিলি। তোর গুণ নীলকমলই বুঝেছিল। ধিনি, পা, সা, মা, পা, নি, সা, রে, গা তুই কত বোল বলতিস। তুই কথা কইলে, আমি ক্ষিদে ভুলে যেতুম। আমি আর কা'র কাণ মলে মা'র নাম গাব ? তুই গেলি, আমার আর থেকে সুখ কি ? আদি-গঙ্গায় যে ডুব জল নেই,—ডুবি কোথায় ? দাদাঠাকুরের কি আক্কেল। আমি এতটা পথ তামাক সাজতে সাজতে, গান শোনাতে শোনাতে এলুম, শেষে কিনা আমায় এই দস্যিদের হাতে ফেলে পালাল। এখন কোথায় যাই ? দাদাঠাকুরকে কোথায় খুঁজি ?

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

হ্যাঁগা, ওগো বাবু, সিঁদুর টিঁদুর দাও না ?

লোক : তুমি কে ?

নীলকমল : আমায়, বাপু, পথটা বলে দাও না।

লোক : তোমার নাম ?

নীলকমল : নীলকমল। আমি হারিয়ে গেছি।

লোক : তোমার কর্তার নাম ?

নীলকমল : কর্তা ?

লোক : তোমার বাপের নাম ; তোমার জন্মদাতা পিতা, তোমার গর্ভধারিণীর ভর্তার।

নীলকমল : (রাগিয়া) একটা কথা জিজ্ঞেস করলুম, গালাগালি দিয়ে উঠলে ! তুমি কেমন ধারা লোক হে ?

লোক : যশোর জেলায় তো সেয়ানা মানুষের পরিচয় না পেয়ে আমরা কোন কথা বলি না। তুমি জিজ্ঞাসিলে, তোমায় না জেনে শুনে একটা কথা বলে দেই আর কি ? আসচো কনে থেকে ?

নীলকমল : কেষ্ট নগর।

লোক : তা হলে যশোরে বাঙ্গাল। যাবা কনে ?

নীলকমল : দাদাঠাকুর কোথায় গেল বল্‌তে পার ?

লোক : কেডা তোর দাদাঠাকুর ? কোয়ানে গেছে ? কি নাম ?

নীলকমল : নাম আর কি ? দাদাঠাকুর।

লোক : বোটকেরা করতে এস আমার লাগে। মামুর ভাই, খামকা খামকা, আমাকে গোহারি করালে। চেতলার হাট বয়ে যায়। হালা, কেষ্টনগরের বাঙ্গাল !

[লোকের প্রস্থান।

নীলকমল : এখন কোথায় যাই ? ও মা ! ও দাদা। তোমাদের ছেড়ে কেন এলুম।

(একজন বাবুর প্রবেশ)

বাবু : কে হে তুমি ? এখানে বসে অমন করে কাঁদ্‌ছো কেন ?

নীলকমল : আমি নীলকমল, হারিয়ে গেছি।

বাবু : হারিয়ে গেছ কি ?

নীলকমল : আমি একজন বেহালাতে কালোয়াৎ, গোবিন্দ অধিকারীর দলে ঢুকবো বলে কলকাতায় আসছিলুম ; পথে সঙ্গে দাদাঠাকুর জুটলো, এতটা পথ সঙ্গে করে নিয়ে এলুম, শেষে কালীঘাটের দস্যুদের হাতে ফেলে পালিয়ে গেল ; আমি হারিয়ে গেলুম। মালা দিয়ে আমার গলায় ফাঁস্‌লা দিলে, সিঁদুর দিয়ে চোখ কাণা করে দিলে, বেহালাখানা ফাকতা-ফাই করে দিলে।

বাবু : তোমার কি চেনা শুনা কেউ নেই ?

নীলকমল : যা'র জোরে থাকা, সে যে গিয়েছে ; বেহালা গিয়েছে। কে আর আমায় জায়গা দেবে ?

বাবু : তুমি কি বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পার ?

নীল : চমৎকার, চমৎকার, গোবিন্দ অধিকারী বলেছিল, নীলকমল তোমার হাতে পিঁপড়ে ধরবে।

বাবু : আচ্ছা, তুমি আমার বাড়ীতে এস। আপাততঃ আমার বাড়ীতে থাক্‌বে।

নীলকমল : থেকে আর কি হবে ? আমার যে গুণ গিয়াছে। ঐ দেখ, বেহালার কি হয়েছে ! সিঁদুরওয়ালা বেটারা আমার সর্ব্বনাশ করেছে !

বাবু : আচ্ছা ভেবনা, আমি তোমায় আর একখানা বেহালা কিনে দেব।

নীলকমল : দেবে বটে, কিন্তু এমনটা হবে না। আমি যে গান মনে কর্ব্বুম, যেন ঠিক সেই গানটি বাজাবে।

বাবু : তুমি আমার সঙ্গে দোকানে গিয়ে পছন্দ করে কিনে এনো। এখন আসবে ত এস।

নীলকমল : চল, যতদিন না বেহালা হয়, ততদিন তোমায় গান টান শোনাব, কিন্তু আমায় গোবিন্দ অধিকারীর দলটা দেখিয়ে দিও।

["পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে—" ইত্যাদি গান করিতে করিতে নীলকমল ও বাবুর প্রস্থান।

(বিধুভূষণ ও পাণ্ডার প্রবেশ)

পাণ্ডা : দেখ, তুমি ব্যাটাছেলে, অত দমে যাচ্ছ কেন? ভেবে কি করবে? যা হোক, যতদিন তোমার কাজ না হয়, তুমি আমার বাড়ীতে খেও। ছিঃ! চোখের জল ফেল না। এ আনন্দময়ীর পুরী, এখানে নিরানন্দ হ'তে নেই।

বিধু : মহাশয়, আমি আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইনি। আমি যাদের ফেলে এসেছি, তা'রা কি করবে ভাবছি। যে দিন চলে আসি, সে দিন সমস্ত দিন সকলে অনাহারী। সাত বছরের ছেলে একটু জল খেয়ে শুয়েছিল, আমার চোখে জল দেখে বল্লে, বাবা, আমার ক্ষিদে পাইনি। আমি এমনি অভাগা জন্মেছিলুম যে, স্ত্রী-পুত্রকে অন্ন দিতে পাল্লুম না।

পাণ্ডা : ও অমন হয়; আমারও এই যে কতদিন সপরিবারে উপোস করতে হয়েছে, এখন একটু সচ্ছল হয়েছে। তা কি করবে; তোমার ত হাত নয়?

বিধু : মহাশয়, আমার দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। শ্যামা—দাসী—তা'র কাছে ভিক্ষা ক'রে আমার পরিবারেরা জীবনধারণ করে আছে। দাদার আমার অট্টালিকা; অন্ন ফেলা যাচ্ছে, কুকুরে ছোঁয় না; আর আমার পরিবার, আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু, দুটি অন্নের জন্য লালায়িত! একটু নুন দিয়া দুটি ভাত দেই এমন আমার সংস্থান নেই। আহার-বিহনে পশু-পক্ষীরাও মারা যায় না, কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি এমন বিমুখ যে, এ আহার আমার ঘরে নেই। অন্নপূর্ণা আমার প্রতি বিমুখ। আমি যতদিন এসেছি তাদের কি হচ্ছে, আমি জানি না। যখন অন্ন নিয়ে বসি, আমার মনে হয়, হযত গোপাল আমার উপবাসী রয়েছে।

পাণ্ডা : ও পাঁচালীর ছড়ার মত যত বাড়াবে, তত বেড়ে যাবে। যা'র যা অদৃষ্টে আছে হবে, তুমি ত নিবারণ কর্ত্তে পারবে না।

বিধু : মহাশয় যথার্থই বলেছেন, আমি সেই কাপুরুষ বটে; স্ত্রী পুত্রকে অন্ন দিতে পাল্লুম না।

পাণ্ডা : শোন, যে কথা বলছি; যথার্থই তুমি যদি বাজিয়ে খুসী করতে পার, তা হ'লে তোমার এতে বেশ সুবিধা হবে। আর আমিও বুঝি, তুমি প্রথম এসে আমার যজমান হলে, তোমার একটা উপকার করলুম।

বিধু : কি রকম দেবে?

পাণ্ডা : দেখ, পাঁচালীর দলে বাজিয়ে, আর ছড়া-কাটিয়ে, এই দু'জনারই আদর বেশী। তবে আমার সেঙাৎ, অধিকারী, বলে যে, আর মাইনের চাকর বাজিয়ে রাখব না। একজন বাজিয়ে গাইয়ের গাফিলী ও মাতলামিতে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমায় একদিন বল্লে যে, যদি একজন ভদ্রলোক ভাল বাজিয়ে দিতে পার, আমি বখরায় রাখি। সেঙাতের দলের আমার বেশ নাম আছে। তুমি যদি তা'র উপর বাজনার কেরামতি দেখিয়ে দু'একটা আসর মারতে পার, তা হ'লে আরও পসার বাড়বে। অধিকারীর আট আনা; আর বাজিয়ের, ছড়া-কাটিয়ের সিকি সিকি; বেশ দশ টাকা পাবে।

বিধু : আচ্ছা, আমি স্বীকার হলুম। আপনি আজ আমার বড় উপকার করলেন। কিন্তু আমার সঙ্গের লোকটার কি হ'ল? কোথায় গেল? বেচারা আধ-পাগলা, তা'র পর তা'র কাছে একটাও পয়সা নেই।

পাণ্ডা : এদিকে ভবানীপুরের মোড় ও চেৎলার হাট পর্য্যন্ত সব খুঁজে আসা গেছে। আমিও এখানে আছি। সন্ধান পেলেই তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। এখন তুমি দোকানের হিসেব বুঝিয়ে, কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার সঙ্গে এস, তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে সেঙাতের সঙ্গে সব ঠিক ক'রে দেব। এর মধ্যে আমি চারটি খেয়ে নেই গে। আমার বাড়ী চিন্‌তে পারবে ত? মন্দিরের একটু দক্ষিণ দিকে গিয়েই, ডান-হাতি গলি, সামনে বাগান আছে।

বিধু : আজ্ঞে হাঁ, আমি চিনতে পারবো।

পাণ্ডা : এস ; আমি তবে চল্লুম।

[প্রস্থান।

বিধু : হোক্ পাঁচালীর দল ; মাথায় মোট বইতে হয় তাও স্বীকার, তবু ত আপনি রোজগার করে স্ত্রী-পুত্রের অন্নের সংস্থান করতে পারবো। যে দুঃখ নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি ! যদি, জগদীশ্বর, তোমার কৃপায় কিছু সংস্থান করতে পারি, স্ত্রী-পুত্রকে সুখে রাখতে পারি, তবেই বাড়ী ফিরবো। আমার সরলাকে, আমার গোপালকে, আমার প্রত্যাশাপন্ন করে এসেছি। সরলা, কত দিনে আবার তোমায় সুখী করবো ; কত দিনে আবার তোমায় দেখবো, বুকে নেবো ! সরলা, তোমার সেই স্নেহ মাখা নয়নের বিদায়-অশ্রু কি এ জন্মে ভুলতে পারবো ? কৃপাময়ি, কৃপা কর ; আমায় বল দাও ! আমি আমার হৃদয়ের নিধি, সরলার স্নেহের ধন, গোপালের দুঃখের জন্য, অন্নের জন্য, বিবাগী হয়ে এসেছি। বল দাও, মা, বল দাও !

[বিধুভূষণের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ডালহাউসী স্কোয়ার

বিধুভূষণ

বিধু: আজ আমার কি সুখের দিন! আজ আমি স্বকৃত উপায় দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা পাঠালেম। সরলা টাকা ও পত্র পেয়ে না জানি কত সুখী হবে। কিন্তু সরলা ত লেখাপড়া জানে না, কে তবে পত্রের জবাব দেবে? গোপাল আমার এতদিনে লেখাপড়া শিখেছে, গোপালই আমার পত্রের জবাব দেবে। আজ কতদিন হ'ল, সরলার চাঁদমুখখানা দেখতে পাইনি। সরলা আমার আশাপথ চেয়ে আছে, আমিও তা'র আশায় প্রাণ ধরে আছি। জগদীশ্বর, তুমি ধন্য! তোমার অপার মায়া বোঝা ভার। আমি কি ছিলেম; সংসারের ভাবনা কিছু ভাবতেম না, মনের সুখেই থাকতাম, কোন ভাবনা ছিল না; তারপর এমন অবস্থায় পড়লেম যে, স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি। অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণ যায় হল, উপবাসে কতদিন কেটে গেল।

ভাগ্যে শ্যামা ছিল, তাই এ যাত্রায় স্ত্রী-পুত্রের সহিত প্রাণদান পেলেম। শ্যামার হৃদয় কি পবিত্র! বাপ-মা, ভাই-বন্ধুতে যা না করতে পারে, শ্যামা আমার তা'র চেয়ে বেশী করেছে। শ্যামার ঋণ কি এ জীবনে পরিশোধ হবে? সরলা, তোমারও কথা মনে হলে, আমার বুক ফেটে যায়। হা ভগবান! কত দিনে সরলাকে দেখতে পাব। গোপালের জন্য এত ভাবিনি; সরলা, শ্যামা থাকতে আমার গোপালের কোন কষ্ট হবে না। সরলা আমার আশাতেই প্রাণ ধরে আছে। আশার কি মোহিনী শক্তি! আশা আছে বলে তাই বেঁচে আছি, না হ'লে এতদিন এই দারুণ দুঃখের আবর্ত্তমানে, কোনদিন না কোনদিন এ জীবন নিশ্চয়ই শেষ হত। শুধু আশাতেই প্রাণ ধরে আছি। আশা, ধন্য তোমার ছলনা। তুমি কি না করতে পার? তোমার মত আর কে প্রবোধ দিতে পারে? তুমি মুমূর্ষুকে বলবান্ করতে পার, অন্ধকে দর্শন করাতে পার, পঙ্গু দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাতে পার; তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করাতে পার; তোমার কাছে অসম্ভব কিছুই নেই, সকলই সম্ভব। কিন্তু তোমার মত কুহকিনীও আর কেহ নেই, যাকে তুমি বার বার প্রবঞ্চনা করেছ, সেও তোমার মায়াজাল হ'তে মুক্ত হ'তে পারে না। এমন কি, দেবতারাও তোমার ছলে ছলিত হন, তা আমি কোন ছার। আমি ত সামান্য জ্ঞানহীন মানব। তোমার মায়া আমি কি বুঝব?

(নীলকমল ও কতকগুলি বালকের প্রবেশ)

বালকগণ : বানর, কলা খাবি ? এক কড়া কড়ি দেব, গঙ্গাসাগর যাবি ?

নীলকমল : যম কি মরেছে নাকি ? আঁটকুড়ির বেটাদের কি মরণ নাই ! ক্ষেপিয়ে তুল্লে যে ! দেশ হতো ত এক এক বেটাকে ধর্ত্তুম, আর বাঁক্ পেটা করতুম ।

বালকগণ : বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গুতে গিয়ে মাথা করে হেঁট ।

১ম বালক : এ হনুমান, তোর সে গানটে গা না, পদ্ম-আঁখি না কি ?

২য় বালক : গা না, গা না, ভাই হনুমান, একটা মস্ত কাঁটাল কিনে দেব ।

নীলকমল : হারামজাদা ব্যাটারা, আমার কোনখানটা হনুমান ? লেজ আছে, মুখ পোড়া, লাফাতে পারি ?

বালকগণ : লেজ কাটা হনুমান্, লাফে লাফে কলা খান ।

নীলকমল : ওরে শালার ব্যাটা শালারা, আমি হনুমান্ নয়, আমি সেজেছিলুম, আমি হনুমান্ নয় । তা ব্যাটারা আমায় হনুমান্ হনুমান্ ক'রে সত্যি হনুমান্ করে তুলল নাকি ? বুঝতে পাচ্ছি না । কই, কিসে হনুমান্ ? এই ত লেজ নাই, একখানা আর্সি পেলে, মুখখানা দেখতুম্ । হ্যাগা, ও সহরের বাবু, দেখত আমি হনুমান্, না নীলকমল ?

(বিধুভূষণের প্রবেশ)

বিধু : এঁ্যা, একি ! নীলকমল, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?

নীলকমল : কে ও, দাদাঠাকুর নাকি ? তুমি সাক্ষী, একসঙ্গে হাঁসখালির থেকে এসেছিলুম ; বলত সবাইকে, এই আঁটকুড়ির পুতেদের বলত, আমি হনুমান্ না, নীলকমল। ওরে শালার ব্যাটা শালারা, শোন্ না।

বিধু : সে কি নীলকমল, তুমি হনুমান্ হতে যাবে কেন ?

বালকগণ : ঘর-পোড়া মস্ত হনুমান্, লেজে লেজে ধুলো পরিমাণ।

বিধু : ছিঃ মানুষকে অমনতর করতে নেই। যাও তোমরা অন্যত্র খেলা করগে।

১ম বালক : তুমি হনুমানটা পুষবে নাকি ?

বিধু : দেখ্‌ছ, ঐ পাহাবাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে ? আমায় ওর মত পাগল পাওনি।

২য় বালক : ওরে ভাই ! এ হনুমানের ভাই, জাম্বুবান, পালিয়ে চ, পালিয়ে চ। [বালকগণের প্রস্থান।

বিধু : নীলকমল, ব্যাপারখানা কি, বলদিকিন ? কোথায় ছিলে এতদিন, কি কচ্চ এখন ?

নীলকমল : আমার গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি। আগে দেশে ছিলুম মানুষ, কলকাতায় এসে মস্ত হনুমান্ ! তোমার জন্য আমার এই দুর্দ্দশা ! আমায কালীঘাটের ভীড়ের মাঝে একলা ফেলে পালিয়ে গেলে, আমি হারিয়ে গেলুম।

বিধু : আমি তোমায় ফেলে পালাইনি। তুমি ভীড়ের ভিতর ঢুকলে, আমি খুঁজে পেলুম না। তারপর তোমায় কত খুঁজেছি।

নীলকমল : হাঁ খুঁজেছ, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ভাগ্যিস্ একজন লোক দয়া ক'রে তা'র বাড়ী নিয়ে গেল, নইলে আমি একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলুম। তুমি এখন কি কচ্ছ? তোমার যে কতকটা চেক্‌নাই হয়েছে দেখ্‌তে পাই।

বিধু : আমি এখন এক পাঁচালীর দলে আছি।

নীলকমল : কত ক'রে মাইনে পাও?

বিধু : আমার মাইনে নেই; আমি বখ্‌রা পাই, মাসে ৩০।৪০ টাকা আন্দাজ পোষায়।

নীলকমল : ৩০।৪০ টাকা! আর তুমি সাজ কি?

বিধু : পাঁচালীর দলে সাজা টাজা নেই, খালি গান-বাজনা হয়, আমি বাজাই। আমাদের দলের খুব নাম আছে; বায়না প্রায়ই ফাঁক্ যায় না। এখন তুমি কি করছ বল।

নীলকমল : আমার, দাদাঠাকুর, মলেই হল; ছিষ্টি শুদ্ধ লোক আমায় পাগল ক'রে তুল্লে। সেই যে বল্লম বাবুটি আমায় বাড়ী নিয়ে গেল, সিঁদ্‌বওয়ালা বেটারা যন্ত্রটি ভেঙ্গে দিয়েছিল, বাবুটি একখানা নূতন কিনে দিলে, তারপর আমার বাজনা টাজনা শুনে বুঝলে আমি একজন কালোয়াৎ, তাই একজন যাত্রার অধিকারীর কাছে বলে দিলে; পাজী বেটা, হারামজাদা বেটা, বেটার ঘরে আগুন লাগুক, বেটা আমার সর্ব্বনাশ করলে!

বিধু : কেন, কেন, কি করলে?

নীলকমল : আর বাকী রাখলে কি ? বলা নেই, কওয়া নেই, ভোর রাত্রে আমায় একেবারে তাই সাজিয়ে দিলে !

বিধু : কি সাজিয়ে দিলে ?

নীলকমল : হ্যাঁ, আবার আমি তাই বলি, আর তুমি ক্ষেপাও।

বিধু : না, না, আমি ক্ষেপাব কেন ? বল না।

নীলকমল : সেই যে, রামযাত্রার তাই ; মুখে মুখোস, পেছনে লেজ, লাফাতে হয়—

বিধু : ওঃ, তুমি হনুমান্ সেজেছিলে ?

নীলকমল : বল্‌তে আরম্ভ করলে ? চল্লুম এখান থেকে, তিষ্ঠবার যো নেই !

বিধু : না, না, নীলকমল, শোন শোন আমি তোমায় ক্ষেপাই নি। এখন আসছো কোথা থেকে ?

নীলকমল : আসবো আর কোথা থেকে ? কেবল ঘুরছি ; এ গাঁ থেকে, ও গাঁ, সে গাঁ ; এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে। প্রথম দলের পাঁচজন বল্‌তে আরম্ভ করলে, দল ছেড়ে পালালেম ; তা'র পরে যেখানেই যাই ঐ বোল—ছেলে-বুড়ো সকলেরই ঐ বোল। ব'লে ব'লে সত্যি আমায় হনুমান্ করে তুল্লে। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে, আমি তাই কি না ?

বিধু : তা বল্লেই বা, তুমি ক্ষেপ কেন ?

নীলকমল : ক্ষেপ কেন ? যেন কাকের পেছনে ফিঙ্গে লেগেছে ! তোমায় অমনি হনুমান্ হনুমান্ ক'রে তাড়া দিলে, তুমি কতদিন টি'কতে পার ?

বিধু : তা এখন যাবে কোথা ?

নীলকমল : যাব চুলোয়, আর যাব কোথায় ? যেখানে যাব, সেইখানেই ঐ কথা।

বিধু : এস, আমাদের দলে তোমায় নেব এখন, সাজতে টাজতে হবে না। অধিকারী আমায় খুব মান্য ক'রে। আমি বল্লেই তোমার চাকুরী হবে। যাত্রার দলে তুমি কত ক'রে মাইনে পেতে ?

নীলকমল : (স্বগতঃ) দু'টাকা বাড়িয়ে বলি ? (প্রকাশ্যে) ছ'টাকা আর খাওয়া।

বিধু : আচ্ছা, তাই দেব ; এখন এস।

নীলকমল : (স্বগতঃ) আরে, আট টাকা বললেই হত। কি বোকামী করলুম !

বিধু : চল, ভাবছ কি ?

নীলকমল : ভাবছি কি তোমাদের দলে আমায় একথা কেউ বলবেনা ত ?

বিধু : তোমার কোন কথা ? তোমায় ত কেউ চেনে না।

নীলকমল : ও চেনা চিনি নেই, আমার এ নাম বেরিয়ে গেছে, দেশে দেশে রাষ্ট্র হয়েছে।

বিধু : না, আমাদের দলে তোমায় একথা কেউ বলবে না।

নীলকমল : দেখ দাদাঠাকুর, তুমি শুনেছ ; তুমি যেন কাউকে বলে দিও না।

বিধু : না, না ; তুমি চল।

নীলকমল : চল। ("পদ্ম-আঁখি—" ইত্যাদি গাহিতে আরম্ভ করিল)

বিধু : দেখ দেখি নীলকমল, তুমি আপনা আপনি স্বীকার করছ ?

নীলকমল : কি স্বীকার করছি !

বিধু : যে তুমি হনুমান্।

নীলকমল : সুরু কল্লে ?

বিধু : ওটা হনুমানের গান যে, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের সময় যখন হনুমান্ নীল-পদ্ম আনতে যায়, ওটা সেই সময়ের গান।

নীলকমল : তাই বটে, তাই বটে, গানটা গাই বলেই শালারা আরও বলে। আমি ভাবতুম, ওটা ঠাকুরুণ বিষয়ের, মায়ের নাম করছি। যা শালার পদ্ম-আঁখি, আজ থেকে তোকে ত্যাগ করলুম। এবার বলবো, "মা আমায় ঘুবাবি কত ; যেন চোখ-বাঁধা বলদের মত—"

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গদাধরের বৈঠকখানা

গদাধর : মা বলে, বুড্যি ট ডিডির বুড্যি ! আর গডাধর চণ্ডর ভাগ্যে বুড্যি করে নামের বানানটা শিখেছিল, নইলে ডিডির বুড্যি ঠাকটো কোথায় ? ডাকঘরের রসিডে গোপাল চণ্ডর

চট্টোপাধ্যায় কে সই ডিট ? ডিডি বুড্ডি ডিটে পারে ; সই ডেবার সময় গডাঢর চণ্ডরের দরকার হয়। টা আমি এমন ছেলে নই। আগে ঠাকটে ডিডিকে কাড়িয়ে নিয়াছিলুম যে, আডি বখরা। আমি খামাখা সই ডেব, আর ডিডি টাকাগুলো বাক্সোয় পুরবেন আর কি ? আমার খাওয়া চলবে কিসে ? রোজ রোমের ডাম ডেয় কে ? রমেশ বাবু টো একবার টাকা নিয়ে গেলেন, আবার বখরা চাইছেন। ডেবনা ; ফাঁকের ঘরের ডালাল। আসুক ট ; আমি গডাঢর চণ্ডর, আমার বুড্ডির কাছে পারুটে হয় না। ডুর হোক্ কি ব্যাটার, খাওয়া যাক্, যে খোয়ারি হয়েছে। (মদ্যপান)

(রমেশ বাবুর প্রবেশ)

আরে কেও, রমেশ বাবু যে ? টবু ভাল, আমি মনে করেছিলুম টুমি ভুলে গেলে।

রমেশ : যেখানে আসবো বলেছি, সেখানে কি ভুল হয় ? আমরা পুলিশের লোক ; যেমন কথা তেমনি কাজ। কি, চলছে ?

গদাধর : একটু না চালালে চলবে কেন, ডাডা ? এক পাট্টর নাও।

রমেশ : কি ?

গদাধর : রোম।

রমেশ : জল দিয়েছ নাকি ?

গদাধর : হাঁ, একটু ডিয়েছি।

রমেশ : তবে ওটা তুমি খেয়ে ফেল। আমরা পুলিশের লোক ; গরম জিনিষ না হ'লে ভাল লাগে না।

গদাধর : রমেশ বাবু, কেমন বৈঠকখানা, কেমন ডেকছ ?

রমেশ : বেশ।

গদাধর : এ আমার নিজের বৈঠকখানা ঘর। ডিডি বোনাইবাবুকে ব'লে আমার নিজের জন্য আলাডা টয়ের ক'রে ডিয়েছে ; বোনাইবাবু বসে বড় বৈঠকখানায়।

রমেশ : বেশ আছ ; কোন ভাবনা চিন্তা নেই, বোনের ভাতে বেড়ে নবাবী।

গদাধর : হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ! টা, ডাডা, তোমার আশীর্ব্বাডে—(গদাধর বোতলটী লুকাইয়া রাখিল)

রমেশ : কি ছুটি দিলে নাকি ?

গদাধর : না ; যডি কেউ আসে, ও ঢাকা ঠাকা ভাল। আমার টাকার ভাবনা নেই। কি জান, রমেশ বাবু, বোনাইবাবু কিনা ডিডির কথা মান্য করে, আমি হলুম ডিডির ভাই, এখনও মড্যে মড্যে আমাব কাছে ডরবার কট্টে আসে।

রমেশ : তা আসবে না, শালাবাবুর খাতির কোন শালা না করে ?

গদাধর : টা ডাডা, টোমার আশীর্ব্বাডে। এই গেলাসটি ডবল করে ডিযেছি।

রমেশ : গুড হেল্‌থ—(মদ্যপান) থ্যাঙ্কস্।

গদাধর : টবে এখন কাজের কঠা কও।

রমেশ : কাজের কথা যা বলেছি তাই। আমরা পুলিশের লোক, বেশী কই না।

গদাধর : ডেখ ডেখি, ভাই, টোমার কট অন্যায়। [আমি সকল কল্লুম, ঝুঁকি সমুডয় আমার, টুমি ফাঁকের ঘরে নেবে।] অটো চাইলে চলবে কেন?)

রমেশ : আমি আর কত চেয়েছি? বিধু বাবুর পরিবারের আজ-কাল যে অবস্থা হয়েছে, যদি তাদের বলে দেই যে, এতদিন বিধু বাবু গোপালের নামে এতগুলি টাকা পাঠিয়েছেন, তা হ'লে তা'রাই আমায় তিন ভাগ দিতে পারে।

গদাধর : ডেখ ডেখি, ভাই, আমার কট কষ্ট। সেডিন আবার ডাক হরকরা এসেছিল; চিঠি ডিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি যে চিঠি নেন, আপনি তাঁ'র কে হ'ন? আমি বল্লুম যে, আমি বিধু বাবুর ছেলে, গোপাল চণ্ডব। ডেখ ডেখি, ভাই, আমি এট মিঠ্যে কঠা কয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে, বাবা ভাঁড়িয়ে, টাকাগুলি যোগাড় করলুম; ডিডি নিলে অর্ডেক, টুমি আর টিন ভাগ চাও, আমার পক্ষে টা হ'লে অন্যায় হয়।

রমেশ : তুমি জাল কল্লে মিথ্যো কথা কইলে সত্য, কিন্তু তোমায় শেখাল কে? তুমি পত্র পেয়ে ত তাদের দিতে যাচ্ছিলে। আমি যদি না পরামর্শ দিতুম, তা হ'লে তোমার কি এক পয়সাও থাকতো?

গদাধর : কই টুমি ট আমায় পরামর্শ ডাওনি, ডিডি আমায় পরামর্শ ডিয়েছিল। তোমাকে ডিচ্ছি সে আমার বোকামীর জন্য বৈটো নয়। টোমাকে না বল্লে টুমি টের পেটে কোটা ঠেকে?

রমেশ : আমাকে না বল্লে তোমাকে এতদিন পুলিশে পাকড়াও করে ফেলত। আমিই ত বল্লুম যে, রসিদ নিজের নামে সই ক'র না, তা হ'লে কোন গোল থাকবে না। কেমন, এ কথা আমি বলিনি ?

গদাধর : টা টুমি বলেছিলে বটে ; কিণ্টু টোমার ডাবিটা কট অন্যায়। মূলে ট ৬০০৲ টাকা, টুমি টার চাও ৪০০৲ টাকা, কোঠা ঠেকে ডেব ? ডিডি টার থেকে নিয়েছে ৩০০৲।

রমেশ : আমি কিছুই চাইনি। যা'র টাকা সে পায় এই আমার ইচ্ছা। চল, আমার কাছে যা আছে, আর তোমার কাছে যা আছে, সমুদয় গোপাল ও গোপালের মায়ের কাছে দিয়ে আসি। আমি এ টাকা চাই না, কখন চাই না। তোমার ইচ্ছা হয়, সমুদয় নাও। আমি যা জানি করব এখন ; আমরা পুলিশের লোক।

গদাধর : উঠছ যে রমেশ বাবু, চটলে নাকি ? আমি ট, ভাই, চটবার কঠা কিছু বলিনি। আচ্ছা যা'র টাকা টাকেই ডেওয়া যাবে। এখন বস, বোটলটা খালি করা চাই ট ?

(ডাকহরকরার প্রবেশ)

ডাকহরকরা : গোপাল বাবু, আপনার একখানা চিঠি আছে।

গদাধর : কই ডাও।

ডাকহরকরা : এই নিন। (পত্রদান)

গদাধর : (পত্র পড়িয়া) সর্ব্বনাশ ! কি হবে ?

ডাকহরকরা: কি বাবু, চিঠিতে কোন মন্দ খবর আছে নাকি? এ কার চিঠি?

গদাধর: বিডু—আমার বাবার।

ডাকহরকরা: আপনার মুখ শুকিয়ে গেল যে, কোন বিপদের খবর নাকি?

গদাধর: মস্ত বিপড্; তুমি এখন যাও না।

ডাকহরকরা: আমার পুজোর পার্ব্বণী, বাবু?

গদাধর: কাল এইখান ডিয়ে যাবার সময় নিয়ে যেও।

ডাকহরকরা: সেলাম বাবু!

[ডাকহরকরার প্রস্থান।

গদাধর: ওঃ রমেশ বাবু, এবার যে সর্ব্বনাশ। বিডু বাবু বাড়ী আস্‌বেন লিখ্‌ছেন। আমি মনে করেছিলুম, যে ডেশট্যাগী হয়ে যায়, সে আর ফেরে না; ডিডিও টাই বলেছিল। এখন কি হবে?

রমেশ: বড় শক্ত কথা; জাল জুচ্চুরি অপরাধ জেনে অন্যের ধন আত্মসাৎ করা—দায়রার কেস্, ৩৬৫ ধারায় দ্বীপান্তর, ১৪ বৎসর। আমরা পুলিশের লোক; আমাদের জেনে শুনে চুপ ক'রে বসে থাকা উচিত নয়।

গদাধর: সে কি, রমেশ বাবু, একি কঠা!

রমেশ: তবে আর ২০০৲ টাকা পেলে প্রকাশ না করতেও পারি।

গদাধর: কেন, টোমাকে ডুশ টাকা ডেব কেন? টুমি কি এর মেধ্যে নও? প্রকাশ হলে টোমারও যে বিপড্, আমারও সেই বিপড্।

রমেশ : আমি সইও দেইনি, টাকাও নেইনি। আমার আর বিপদ্ কি ?

গদাধর : সে কি রমেশ বাবু, টুমি কেমন ক'রে বল্লে, টুমি টাকা নাওনি ?

রমেশ : আমি টাকা নিয়েছি কে দেখেছে ?

গদাধর : আমি ডেকেছি।

রমেশ : তুমি ত আসামী ; তোমার কথা কে বিশ্বাস করবে, তুমি ত সকলকেই জড়াবে।

গদাধর : বাহবা, বাহবা রমেশ বাবু! সট্টি টুমি পুলিশের লোক ; আমায় একেবারে ডুবুটে চাও ? আমার হাটে আর এক পয়সাও নেই, সব রামচনের ডোকানে রোমে গিয়াছে। টোমাকে টো, ভাই, কট খাইয়েছি।

রমেশ : দেখ, আমরা পুলিশের লোক ; আমাদের দয়া দেখালে পাপ হয়। তবু বন্ধুত্বের খাতিরে পাপ স্বীকার করছি, দয়া দেখাচ্ছি। তুমি ১০০৲ দাও। -

গদাধর : কোঠায় পাব, রমেশ বাবু, একশ টাকা ? আর এক গ্লাস খাও ?

রমেশ : না, আমার শরীরটা আজ ভাল নয়। আর আমার হাতেও আজ বিশেষ কাজ আছে। এখন কাজের কথা কও। তা না হলে বৃথা বসে থাকা—আবার তোমাদের পুরাণো বাড়ী হ'য়ে যেতে হবে ; শ্যামার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গদাধর : রমেশ বাবু এ বিপড্ থেকে আমাকে উড্ঢার কর। তোমায় ১০০৲ টাকা ডিটে হলে, আর আমি বাঁচিনে। যডি হাটে টাকা ঠাকটো টা হ'লে টুমি যা চাইটে, টাই ডিটুম; কিণ্ট, আমার হাটে এক পয়সাও নেই। টোমার পায়ে পড়ি, রমেশ বাবু, ব্রাহ্মণের ছেলের উপর ডয়া কর; ডেখো, ছটা ক'র না। এই ডেখ, আমি কেঁডে ফেলেছি।

রমেশ : ছিঃ, গদাধর বাবু, তুমি অমন ক'র না। আমি এখনি সব কথা ভেঙ্গে দেব; চুপ ক'রে বসে কথা বল। আমরা পুলিশের লোক, কত বেটা আমাদের পায়ে ধরে।

গদাধর : রমেশ বাবু, টোমার কি ডয়া-মায়া নেই? আমার ঢন, মান, প্রাণ সকলই টোমার হাটে; টুমি যডি বক্ষে না কর, টবে আমি আর বাঁচিনে।

রমেশ : টোমার ধন, প্রাণ, মান, সকলই তোমার হাতে; তুমি যদি না রাখ, তবে আমার শক্তি কি যে, আমি রাখি?

গদাধর : রমেশ বাবু, এ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ডিও না। ডাডা, চুপ করে রইলে যে, ডযা কি হ'ল না, কি বল?

রমেশ : নগদ কোম্পানীর ১০০৲ টাকা।

গদাধর : টবে আমায় কেটে ফেল।

রমেশ : আমি কাটবো কেন? যারা কাটবার তারা কাটবে। আমি চল্লুম।

গদাধর : ওগো, যেওনা, যেওনা, টোমার পায়ে পড়ি, রমেশ বাবু, একটু বস! বাড়ীর ভেতর গিয়ে ডিডির হাটে পায়ে ঢরে ডেখি—

রমেশ : আচ্ছা দেখ, একটু বসি।

গদাধর : যেও না।

রমেশ : দেরী হ'লে কি হয় বলতে পারি না। আমরা পুলিশের লোক—

[গদাধরের প্রস্থান।

গদাধর : (নেপথ্যে) আমি এখনি আসছি।

রমেশ : বাছাধন, ঘুঘু দেখেছ ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি ? এখন হয়েছে কি ? আগে জেলে যান, তবে সুখ টের পাবেন। বোনাইয়ের টাকায় বাবুয়ানা ; লম্বা কোঁচা, বাঁকা সিঁথে। গদাধর বাবু, আসছো কি ?

গদাধর : (নেপথ্যে) যাচ্ছি, রমেশ বাবু, এলেম বলে। ও ডিডি, আমার মাঠা খাও—

রমেশ : বিধু বাবু বাড়ীতে এলে দেখছি সবই প্রকাশ পাবে। গদাধরের হাতে তো হাতকড়ি পড়বেই, সেই সময় মিছে একটা আমায় নিয়ে গোলযোগ উঠতে পারে। টাকা ত হাতে হবেই, আর তো কিছু আশা নেই। তবে আমি আর সরকারের নুন খেয়ে নেমকহারামী করি কেন ? পুলিশের কর্ত্তব্য কাজই করিনা ? এত বড় একটা শক্ত মোকদ্দমা ধরিয়ে দিতে পারলে, Long Roll এ good service জুটবে, এর পর চাই কি দরখাস্ত করলে, কলকাতায় টিকটিকি পুলিশে বদ্‌লি হয়ে যেতে পারব। করতেই হচ্ছে, শুভস্য শীঘ্রম্। আমার যে কথা সেই কাজ। গদাধর বাবু, আসছো কি ?

(গদাধরের পুনঃ প্রবেশ)

গদাধর : এই যে, এসেছি।

রমেশ : কি খবর?

গদাধর : আর, ভাই, খবর! ভিডির কাছ ঠেকে টাকা বের করা কি সহজ কথা?

রমেশ : কাজের কথা কি বল; ন্যাকামী রেখে দাও। অন্যের কাছে ৫০০৲ টাকার কম ছাড়তেম না, তোমার কাছে ত কমে রাজী হলেম। আমি ব'লে হয়েছি; আমরা পুলিশের লোক, এতবড় শক্ত মোকদ্দমা কি চেপে থাকৃতে পারি?

গদাধর : অনেক কেঁডে কেটে ১০১৲টী টাকায় রাজী করেছি। ১০০৲ টাকা তোমার, আর ১৲ টাকা রোমের।

রমেশ : কই দাও।

গদাধর : টুমি সঙ্গে এস। বারাণ্ডায় টুমি ডঁাড়ালে, টবে ডিডি আমার হাটে টাকা ডেবে। কিণ্টু ডেখ ভাই, আমি না মারা যাই।

রমেশ : আরে, তুমি হ'লে মাইডিয়ার লোক! কিন্তু তোমায় একটা কথা বলি; তুমি থানায় আমার কাছে বড় যেওনা, রাস্তায় টাস্তায় দেখা হ'লে, আমার সাথে বড় কথা কয়োনা; তা'তে আমাদের চাকরীতে বদ্‌নাম পড়বে। আমরা পুলিশের লোক বুঝেছ? আমাদের কারুর সঙ্গে ভাব করতে নেই, যা'র তা'র সঙ্গে হেসে কথা কইলে আমাদের ইজ্জত যায়। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরলার কক্ষ

সরলা ও শ্যামা

সরলা : শ্যামা, নিশ্চয় আমার কপাল ভেঙেছে। বৎসরের পর বৎসর গেল, দেখতে দেখতে চার বৎসর গেল, তবুও কোন সংবাদ পেলেম না। আর আশা কর্ত্তেও ভরসা হয় না। পাষাণ-প্রাণে বিদায় দিয়েছি! আশায় আশায় চার বৎসর কেটে গেল ;) শ্যামা, কেমন ক'রে বুক বেঁধে থাকি বল ?

শ্যামা : কি আর বলবো, মা, কি বলেই বা তোমাকে প্রবোধ দেব ? [কলকাতা থেকে লোক এলেই জিজ্ঞাসা করি, কিছু তত্ত্ব পাই না। ধূলিগুঁড়ি যা ছিল সবতো গিয়াছে ; না খেয়ে ভেবে ভেবে তোমার তো ব্যামো জন্মে গেল। (এই নিত্তি জ্বর আসছে, একটা ওষুদ, পত্র পড়লো না।)

সরলা : (আমার জন্য ভাবিসনি। আমার ঢের সুখ হয়েছে, সকল সাধ ফুরিয়েছে ; কেবল ভয়, তা'র পায়ে মাথা রেখে বুঝি মরতে পারলুম না।) আজ চার বৎসর, শ্যামা, তা'র মুখ দেখিনি ; চার বৎসর তা'র কথা শুনিনি ; চার বৎসর আদর ক'রে কেউ সরলা বলে ডাকেনি। শ্যামা, স্ত্রীলোকের সকল সাধ পোরে, পতির আদরের সাধ মেটে না। (অনশন, ছিন্নবসন, কাঙ্গাল সন্তানের রোদন ; শরীরে কাল প্রবেশ করেছে, মৃত্যুমুখে অগ্রসর হচ্ছি ;) প্রাণে প্রাণে বুঝতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর দিন আমার ফুরিয়েছে ;

তবু মনে হয়, শ্যামা, তিনি যদি তেমনি করে হাসিমুখে সরলা ব'লে ডাকেন, আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই ; প্রাণে যেন আবার নূতন প্রাণ পাই।

শ্যামা : আর কত ভাববে, মা ? আর অমন করোনা। রাক্ষসী— সকল খেয়ে বসে আছি, তবু তোমার মুখের পানে তাকাতে পারি না ; মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়।

সরলা : আজ কতদিন হল, কত দিন গুনছি, দিন আর ফুরায় না! দিনের পর রাত আসছে, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম : সংসার যেমন চলবার তেমনি চলছে, কেবল অভাগিনীর পতি ছেড়ে গেল, আর এল না! পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কেউ নয় ; সুখ-দুঃখ সকলেরই আছে ; কেবল আমার দুঃখের স্রোত একটানা চলেছে! সকলই কাঁদে ; আবার হাসে। আমার যে চোখে জল, সে চোখে জল! শ্যামা, কতদিন দেখিনি, বুঝি আর দেখা হলো না।

শ্যামা : কাঙ্গালের সখা ভগবানকে ডাক মা, কেঁদে আর কি হবে ? হরি সকল দিক বজায় রেখে, বাবুকে ভালোয়, ভালোয়, ফিরিয়ে আসুন। আমার মনে নেয় মা, বুঝি তেমন কাজ-কর্ম্মের সুবিধা কর্ত্তে পারেনি, তাই খবর দেয় না।

সরলা : শ্যামা, তিনি মনে মনে জানেন, ওঁকে না দেখতে পেলে কত উতলা হই। চার বৎসর নিরুদ্দেশ, কোন সংবাদ নেই, আমার প্রাণে কি হচ্ছে, তা কি তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না ? শ্যামা, শ্যামা, তুমি আমার মা, মার চেয়েও বেশী।

আমায় সত্যি ক'রে বল, তোর কি মনে হয়? তিনি, শ্যামা, —যে সর্ব্বনাশে কথা মুখে আনতে পারিনি—

শ্যামা: বালাই! বালাই! ও অমঙ্গলের কথা মনেও ভেব না। ও অমন হয়। পুরুষমানুষ দুঃখে পড়ে দেশত্যাগী হয়, আবার কিছুদিন পর, বড়মানুষ হয়ে দেশে ফেরে। ব্যথাটা আজ কেমন?

সরলা: বুকের ব্যথা সারবে, শ্যামা? আর কি বুঝতে পাচ্ছিস না? তাই ত আজকাল এত ভয় হচ্ছে। একবার না দেখে কেমন করে মরব, শ্যামা?

শ্যামা: সর্ব্বনাশি, সর্ব্বনাশ করতে সংসারে ঢুকেছিলি? বড় গিন্নী কখনও মানুষ নয়; ও রাক্ষসী, সকলকে খেতে মায়া করে এসে জুটেছে। সেই যে, রূপকথায় আছে রাক্ষসীরা রাজকন্যা সেজে সংসারে ঢুকে হাতীশালার হাতী খায়, ঘোড়াশালার ঘোড়া খায়, তার পর সব লোকজন খায়; সবশেষে রাজাকে খেয়ে চলে যায়, এও তাই।

সরলা: কাউকে কিছু বলো না, সব আমার অদৃষ্ট।

শ্যামা: বড়বাবু শুনলুম নাকি তোমাকে কব্‌রেজ দেখাতে কিছু খরচ-পত্র দিতে চেয়েছিল, তা চণ্ডালনী, ডাইনী, একেবারে খাঁড়া নিয়ে উঠল! এত পাপ সইবে কেন? দুষ্টের দমন করতে ভগবান্ আছেন; চাকরীতে কি গোল বেধেছে। শুনতে পাচ্ছি কোম্পানীর লোক হিসেবে-পত্র নিতে এসেছে। এই দেখনা কি হয়। মার পেটের ভাই, এক রক্ত; তা'র মাগ-ছেলে

না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছে, এ চোখে দেখে মুখে ভাত ওঠে কেমন করে? সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে। যে মাগের পাদক জল খাচ্ছেন, সেই মাগ হ'তে সব মজে যাবে।

সরলা : কাজ নেই, শ্যামা, কাউকে শাপ-গাল দিয়ে কাজ নেই। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছি; কত লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি, সতীর স্বামী কেড়ে নিয়েছি; তাই এ জন্মে এত দুঃখ ভোগ কচ্ছি। আর পরের মন্দ ভেবে কাজ কি?

রমেশ : (নেপথ্যে) বাড়ীতে কে আছে গা, শ্যামা ঘরে আছে?

শ্যামা : কে গা, কে গা, ডাকওয়ালা?

রমেশ : (নেপথ্যে) একবার বাইরে এস, একটা খবর আছে।

শ্যামা : দাঁড়াও, দাঁড়াও যাচ্ছি।

[শ্যামার প্রস্থান।

সরলা : কি খবর, কা'র খবর, তা'র কি? বুকের ভেতর যে কি কর্ত্তে লাগলো। বড় আশা করেছি, কাঙ্গালের ঠাকুর, দয়াময় নিরাশ করনা। আমি না দেখে মরতে পারবো না, একবার —একবার দেখা দাও। একবার দেখব, একবার একটি কথা কব। একবার পা দু'খানি তুলে মাথায় নেব। গোপালের আমার কেউ নেই, গোপালকে তুলে তা'র কোলে দেবো। এর পর, মা বসুমতি, সরলা তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবে।··· শ্যামার ঋণ পরিশোধ হলো না। তিনি যথার্থই বলেছিলেন, শ্যামা দাসী বেশে জগজ্জননী। পরের জন্য কেউ কি এত করতে পারে? ওর যা ছিল সবই ত দিয়েছে, পরের বাড়ী খেটে

পরের বাড়ী খায়, আবার তা থেকেই আমাদের এনে খাওয়ায়। খেটে খেটে দেহ পাত করল। এখনও আসছে না কেন? চিঠি নিতে কত দেরী হয়? তবে কি কোন মন্দ খবর?

(শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

শ্যামা, কি শুনলি?

শ্যামা : চিঠি নেই মা, ও ডাকওয়ালা নয়।

সরলা : জগদীশ্বর! জগদীশ্বর!

শ্যামা : স্থির হও, মা, স্থির হও, খবর ভাল।

সরলা : ভাল? শীঘ্র বল, শীঘ্র বল, শ্যামা, আমার সিঁথের সিঁদুর ঘোচেনি ত?

শ্যামা : জ্ঞাতি শত্রু তাই এত দুঃসাহসী।

সরলা : কি, কি?

শ্যামা : থানার রমেশ জমাদার এসেছিল। এখন প্রকাশ করতে মানা ক'রে গেল; তুমি কারুর কাছে এখন ভেঙ্গ না, চুপ না; গোপালকে নিয়ে আমায় থানায় যেতে হবে।

সরলা : সর্ব্বনাশ! সে কি? গোপাল কি করেছে? থানায় যেতে হবে কেন?

শ্যামা : বড় সর্ব্বনেশে কথা। বাবু নাকি বার বার চিঠি লিখেছিল, মাঝে মাঝে গোপালের নামে টাকা পাঠিয়েছেন। সব চিঠি, সব টাকা, ঐ সর্ব্বনাশীর ভাই গাপ করেছে। নাককাটা বামুণ সর্ব্বনাশীর ভাই, আমার গোপালের নামে সই দিয়ে সব চিঠি

নিয়েছে ; শেষ চিঠি জমাদারের সামনে আসে, তা'তে টাকা ছিল (শ্যামা) বাবু চিঠি লিখেছেন, তিনি শীগ্‌গির বাড়ী আস্‌ছেন।

সরলা : শ্যামা, তিনি বেঁচে আছেন? ভাল আছেন? বাড়ী আসবেন? শ্যামা, তুই কাছে আয়। আমি তো জেগে আছি? আমি কতদিন স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বাড়ী এসেছেন, আমার কাছে বসে আছেন। ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেঙ্গে গেছে। বল, শ্যামা, আমি জেগে আছি, সত্যি শুনছি তিনি বাড়ী আসছেন ; কাঙ্গালিনীর স্বামী, কাঙ্গালিনীর কাছে ফিরে আসছেন?

শ্যামা : সত্যি কথা, মা, সত্যি কথা। পুলিশের লোক কখনও মিথ্যে কথা কয়? এ নিয়ে মকর্দ্দমা হবে। গোপালের হাতের লেখা নিয়ে, ডাকঘরের রসিদের সই না মিল্‌লে, থানার লোক এসে গ্রেপ্তার করবে। মধুসূদন, তুমিই সত্যি! এ মহাপাতকী মিনি শাস্তিতে যাবে?

সরলা : বাড়ী আসছেন? কবে আসবেন? আমার বড় সাধের স্বামী, আমি তা'র বড় আদরের সরলা। শ্যামা, আমার মাথার ভেতর কেমন কর্চ্ছে, বড় শীত কর্চ্ছে, বুঝি জ্বর এল।

শ্যামা : ইস্, তাইত, পায়ে যেন সব কাঁটা দিয়েছে! উঃ, কপাল দিয়ে যে আগুন বের হচ্ছে! চল, মা, বিছানায় চল।

সরলা : শ্যামা, দেখে মরতে পারবো তো?

শ্যামা : বালাই! চল, শোবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নূতন বাড়ীর চক্

শশীভূষণ

শশী : বিস্তর দিনের গোলমাল, কিছুতেই কাগজ ঠিক করতে পাচ্ছি না। আমি আগে কিছু টের পাইনি ; তলে তলে এত কাণ্ড হয়ে গেছে। সব কেরাণী বেটার কারসাজী। দস্তখত করিয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ড-এ দেবার জন্য দরখাস্ত করা এ আর কারুর মাথায় আস্‌তো না। মানুষের কি মজা, যা'রা বৈঠকখানায় দু'বেলা উমেদারী করত, কাছারী গেলে জোড়হাত ক'রে উঠে দাঁড়াত, ডেপুটি কালেক্‌টরের কাছে হিসেব যাওয়া পর্য্যন্ত সেই তা'রা আমাকে গ্রাহ্যই করে না। আমার সঙ্গে কেউ ভাল ক'রে কথা কয় না। সবাই মিলে আমায় দেখ্‌ছি ফাঁসাবে। খেয়েছে সবাই কিছু কিছু। তবে আমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে এখন সবাই সাধু হ'তে যাচ্ছেন! আর কিছুদিন কেটে যেত, যা হোক্ কিছু গুছিয়ে, চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে বসতুম। দু'দিন যে স্থির হয়ে বসতে পারলুম না। পৃথক্ হবার পর থেকেই যেন একটা গোলমাল চলেছে। ভাল হোক, আর মন্দ হোক, টাকাও রোজগার কল্লুম ; বাড়ী, বাগান, জমি, গহনা পত্তর সবই কল্লুম ; কিন্তু কি যে কচ্ছি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! মনের ভেতর যে কি হয়, তাও বুঝতে পারি না! নালিশ টালিশ কল্লেই ত সর্ব্বনাশ!

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা : এই দেখ, নতুন ডায়মন-কাটা তাবিজ ; কাটিয়ে কেমন হয়েছে দেখ ?

শশী : হুঁ—

প্রমদা : ভাল হয়নি ?

শশী : না, বেশ হয়েছে।

প্রমদা : এইবার ডায়মন-কাটা বাজু দু'খানা গাঁথতে দাও। দু'মাস তোমার কাছে কিছু চা'ব না।

শশী : গহনা-টহনা কি বলছ, প্রমদা ? এদিকে যে আমার সর্ব্বনাশ !

প্রমদা : আমি একটু সোণার কথা পেড়েছি, অমনি তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! যাক্, সব চুলোয় যাক, আগুন লেগে যাক্, আমায় কিছু দিতে হলেই লোকের হাতে আগুন লাগে !

শশী : শুনেছ ত কোম্পানীর লোক, ডেপুটী কালেকটার, ম্যানেজার হ'য়ে এসে সমস্ত বিষয়ের হিসেব বুঝে' চেয়েছেন ? ভাবনায় অস্থির হয়েছি ; তার উপর কেন আর বাক্য-যন্ত্রণা দাও ?

প্রমদা : আজকাল ত আমার বাক্যিতে যন্ত্রণা হবেই ! হিসেব চেয়েছে, হিসেব দাও গে। আমি ত আর মুহুরী নই যে, তোমার হ'য়ে খাতা লিখতে যাব ? যা'রা হিসেব লেখে, তা'রা প্রায় স্ত্রীর গহনা গড়ায় না ! তা কেন ; আমি চেয়েছি যে, আবার হাত তুলে এক পয়সা দেবে ? প্রায় গহনা গায়ে দিয়ে রাজা হয়ে যাই। গহনা পরি ত তোমারই জন্যে ; তুমি ভাল দেখবে,

সুন্দর দেখে সুখী হবে। মেয়ে মানুষের গহনা-পত্র ত বোঝা বয়ে বেড়ান ; পুরুষের চোখের সুখ।

শশী : তা তোমায় কি না দিয়েছি? প্রমদা আমার যথাসর্ব্বস্বই ত তোমার নামে?

প্রমদা : নামেই আছে ; তোমারই ছেলেপুলে ভোগ করবে। আমি ত আর বিষয়-আশয় নিয়ে স্বর্গে যাব না? এখন আর তোমার তেমন মন নেই, যেন কেমন কেমন হয়েছ। আমায় তেমন ধারা দেখতে পার না, আমার কথা শোন না—

শশী : ও কথা মুখে এনো না, প্রমদা! তোমায় দেখতে পারিনি? তোমার কথা শুনিনি? তোমার জন্য সহোদর ভাইকে ত্যাগ করলুম ; তোমায় সুখী করবার জন্যই আমার এই উপার্জ্জন করা।

প্রমদা : আমার জন্যেই ভাইকে ত্যাগ করলে, কি রকম কথা হ'ল? আমি কাউকে ভাই টাই ত্যাগ করতে বলিনি। যে যা'র ভাই টাইকে নিয়ে থাক্ না কেন ; আমার সঙ্গে কারুর বন্‌বে না।

শশী : আর ভাই——

প্রমদা : একেবারে শোক উথলে উঠলো যে! 'এখন আর চাকরীর ভাবনা মনে নেই? আর আমি গহনার কথাটি পাড়লেই, হিসেব নিকেশ, ম্যাজিষ্টির, কালেক্‌টার, সর্ব্বনাশ, কত কি হলো! আর দুঃখ থাকে কেন? কোন লঙ্কায় ভাই গেছে, খুঁজতে বেরোও? মাগ-ছেলে পর বই ত নয় ; একলা বাড়ীতে পড়ে থাকবে।

শশী : নাম করতে কি দোষ আছে ? তুমি যে ওদের নাম করলেই জ্বলে ওঠ !

প্রমদা : আমি অত পরের কথা তোলাপাড়া ভালবাসি না। যা হোক্ ভাগ-বাটরা হ'য়ে গেছে ; আমারও একঘর হয়েছি, ওরাও একঘর হয়েছে।

শশী : ওরা একঘর যথেষ্টই হয়েছে। ছোট বৌমার ব্যামো নাকি বেড়েছে ? একটা কব্‌রেজ টব্‌রেজ দেখালে হ'ত, তা তুমি মানা করলে।

প্রমদা : (মানা করলুম কি আর ?) ওরে চিকিৎসা করিয়ে কি হবে ? যক্ষ্ম কাশ, ওর কি আর ওষুধ আছে ? যেমন উৎকেটে মনিষ্যি, উৎকেটে রোগও তেমনি !) যা হ'ক এ মাসের ক'টা দিনের মধ্যে হ'য়ে গেলে হয়, ফিরে মাসে নতুন হাঁড়ি কাড়া ; ফেলতে হ'লে দুনো পয়সা খরচ।

(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর : মাগো ! ডিডি গো ! বোনাইবাবু গো ! চল্লে গো !

[প্রস্থান।

শশী : কি-কি-কি ও ?

প্রমদা : গদাধর চন্দ্র, কি হয়েছে, কি হয়েছে ? বলি,—শোন—

জমাদার : (নেপথ্যে) শশী বাবু মহাশয়, বাড়ী আছেন ?

শশী : কে—ও— ?

জমাদার : (নেপথ্যে) একবার শীঘ্র বাইরে আসুন।

শশী : যাই।

[প্রস্থান।

(গদাধর ও প্রমদার মাতার প্রবেশ)

গদাধর : ডিডি, আমায় সিন্দুকে পোর, না হয় একটা কেলে হাঁড়ি ডাও, পুকুরে ডুব ডিয়ে ঠাক্‌বো; আমাকে পুলিশে চট্টে এসেছে।

প্র-মাতা : কি হবে বাছা! গদাধর চন্দ্র যে আমার কিছু জানে না; খাইয়ে না দিলে যে পেট ভরে খাওয়া হয় না।

প্রমদা : ইস! বাড়ীর ভিতর থেকে ধরে নিয়ে যাবে? মগের মুল্লুক কি না?

শশী : (নেপথ্যে) আমার বাড়ীতে কিসের আসামী?

রমেশ : (নেপথ্যে) সহজে না তল্লাস করতে দিলে পুলিশ জোর করে আপন কর্ত্তব্য কাজ করবে।

প্র-মাতা : হ্যাঁ গদাধর চন্দ্র, ও না তোমার সেই আলাপী জমাদারের গলা?

গদাধর : আর গডাটর চণ্ডর! গডাটর চণ্ডর এবার মলো; রমেশ শালাই আমর মাঠা খেলে!

প্রমদা : ষাট! ষাট! কি হলো?

গদাধর : সেই রেজেষ্টারী চিঠি। আমায় পুলিশ গারডে ভেবে; আমি এড্ডুর কেমন ক'রে হেঁটে যাব? ও মা! ও ডিডি! (রোদন)

প্রমদা : এরই জন্য থানা পুলিশ! ওরাই সন্ধান পেয়ে শত্রুতা করেছে। না হয় ছেলে মানুষ নিয়েছে টাকা কটা—

প্র-মাতা : ওগো, ওগো, আমার গদাধর চন্দ্রকে কে বাঁচাবে গো! আমার গদাধর যে, মা ছেড়ে একদণ্ড ও থাকতে পারে না! আমি ত কারুর কিছু করিনি; আমার কপালে এ সর্ব্বনাশ কেন!

(শশীভূষণের প্রবেশ)

শশী : সর্ব্বনাশ করেছে; কোথায় গেল সে হতভাগাটা?

গদাধর : বোনাইবাবু, আমাকে বাঁচাও!

প্র-মাতা : প্রমদা, জামাইবাবুকে বল, আমি দু'টা হাতে ধ'রে বলছি, গদাধর চন্দ্রকে আমার এবার রক্ষা করুন।

শশী : এখন আর কাঁদলে কি হবে? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। প্রমদা, এই বুঝি তোমার মামার রেজেষ্টারী চিঠি? হতভাগা আপনিও গেল, আমার নামেও কলঙ্ক দিয়ে গেল।

প্র-মাতা : ও বাবা, কি হবে? গদাধর চন্দ্রের কি হবে?

শশী : সর্ব্বনাশ হবে, আর কি হবে? প্রমদা, যাও ভাই-বোনে জেলে যাও।

প্রমদা : যেতে হয় যাব। কারুর মুখনাড়ার ধার ধারি না। অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই; আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

শশী : এখনও? বটে!

প্র-মাতা : ও বাবা! ও পাগল, ওর কথায় রাগ ক'র না; আমার গদাধর চন্দ্রকে বাঁচাও!

শশী : যদি গদাধর চন্দ্রকে বাঁচাতে চাও, ত ওকে একখানা শাড়ী পরাও, আর কেউ জিজ্ঞেস করলে, ভগ্নী ব'লে পরিচয় দিও। যাও সব, রান্নাঘরে যাও।

[প্রমদা, প্রমদার মাতা ও গদাধরের প্রস্থান।

জমাদার : (নেপথ্যে) বড় বিলম্ব হচ্ছে, শশী বাবু!

শশী : আপনারা সব এদিকে আসতে পারেন; আমি মেয়েদের সব সরে যেতে বলেছি।

(দারোগা, জমাদার ও কনষ্টেবলের প্রবেশ)

দারোগা : রমেশ, হরিসিং ও তোমাতে সব বেশ ক'রে দেখে এস; শশী বাবু, আপনিও সঙ্গে যেতে পারেন।

[রমেশ ও হরিসিংএর প্রস্থান।

শশী : কোন আবশ্যক নাই। আমার যা করবার পরে করবো। আমার অন্দর মহলে তল্লাস কল্লেন, আসামী যদি না বেরোয়, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

দারোগা : পাকা সন্ধান না পেয়ে কি এসেছি? (আমারও উপরওয়ালা আছে; আমার কোন ভয় নেই?)

(রমেশ ও হরিসিংএর পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ : কই, কোন ঘরেও পেলাম না! এই দৌড়ে বাড়ীর ভিতর এল; খিড়কীতে কনেষ্টবল মোতায়েন রয়েছে, পালাল কোথা

দিয়ে ? অবশ্যই এই বাড়ীতে আছে, একবার রান্নাঘরটা খুঁজতে হবে।

দারোগা : উচিত বটে।

শশী : রান্নাঘরে মেয়েরা আছে।

দারোগা : আচ্ছ', আমরা এখানে দাঁড়াই, মেয়েদের আমার সুমুখ দিয়ে যেতে বলুন।

শশী : এ বড় অন্যায় কথা ; মেয়েরা পুলিশের সামনে বেরুবে, তা কখনও হ'তে পারে না।

দারোগা : ঘোমটা দিয়ে এক এক ক'রে চলে যাবে মাত্র। প্রায় ৮ ১০ বৎসর পুলিশে আছি, নানান রকম লুকুতে দেখেছি।

(দুইধারে প্রমদার মাতা ও প্রমদা, মধ্যে গদাধরের প্রবেশ)

রমেশ : দারোগাবাবু, মাঝেরটি যে কেমন কেমন ঠেকছে ?

দারোগা : মধ্যে যিনি আছেন, তাঁ'কে দাঁড়াতে বলুন ; উনি কে ?

প্র-মা : উনি আমার বড় মেয়ে, গদাধর চন্দর।

দারোগা : হরিসিং, পাকড়াও।

[প্রমদার মাতা ও প্রমদার প্রস্থান।

গদাধর : ঐ চল্লে, ডিডি, ঐ চল্লে !

হরিসিং : আরে কাঁহা ভাগা ?

দারোগা : রমেশ, হাতকড়ি লাগাও।

রমেশ : গদাধর মণি, অমন ঘোমটা টেনেছ, বালা না পরলে কি মানায় ? বালা পর ; পাকা আশী ভরি।

দারোগা : এখন কি বলেন, শশী বাবু, আমার জবাবদিহির কথা।

শশী : যে যেমন কর্ম্ম করবে, সে তেমনি ফলভোগ করবে। আমার কথায় কাজ কি? আপনারা আসামী পেয়েছেন নিয়ে যান।

প্র-মা : (নেপথ্যে) ওমা, আমার সুমেরুর চূড়া খসে গেল যে! আমার গদাধর চন্দর গো! আমি সাদ করে নাম রেখেছিলুম গো!

গদাধর : রমেশ, টোমার মনে এই ছিল? টুমি না আমায় মাইডিয়ার বলটে? টোমায় এট টাকা ডিয়েছিলুম?

রমেশ : চোপরাও। এ দেখছি পাকা চোর, দুই এক ঘা ডাণ্ডা ঠাণ্ডা না খেলে ঠিক হচ্ছে না।

প্র-মা : (নেপথ্যে) ওগো, কেউ জামাইবাবুকে আসতে বল; প্রমদার আবার সেই ব্যামো হয়েছে।

শশী : আবার মূর্চ্ছা গেল নাকি?

[শশীভূষণের প্রস্থান।

গদাধর : ঐ ভিডিকে ভুটে পেয়েছে!

দারোগা : লে চল,—লে চল।

গদাধর : টোমার পায়ে পড়ি, নিয়ে যেওনা গো! ডাণ্ডার গুঁটো হাড়ে হাড়ে লাগছে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হাঁসখালির রাস্তা

বালকগণ

গীত

বালকগণ : রাঙা মেঘ ছড়িয়ে দেছে আকাশের গায়,
স্যিয্যিমামা ডুবু ডুবু রাঙামুখে চায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে পাখীগুলি,
ঝাড়ছে পাখা, করছে কিলি কিলি ;
পিউ পিউ পিয়া পিয়া মিঠি মিঠি গায়॥
চলে রমী, সমী, বুধি, মঙ্গুলী
বলে হাম্বা, হাম্বা, উড়ে গো-ধূলি,
দুলছে পাতা ফুরফুরে হাওয়ায়।
ডালে বসে দুলতেছে বুলবুল,
ধলা ঢেউ তুলেছে কেশে ফুল ;—
জলে হেলা ভাসে, মুচ্‌কি হেসে চায়॥

[বালকগণের প্রস্থান।

(বিধুভূষণ ও নীলকমলের প্রবেশ)

বিধু : নীলকমল, এই সেই গাছতলা।

নীলকমল : দাদাঠাকুর, এই একদিন, আর সেই একদিন।

বিধু : এস নীলকমল, এই গাছতলায় আজ একবার বসি।

নীলকমল : দাদাঠাকুর, অক্ষয়ের মা যা বলেছিল তাই, তুমি মনের কথা টেনে বলেছ। দাদাঠাকুর, তুমি ঠিক যেখানে বসেছ, ঐখানেই বসেছিলে; আর আমি এইখানে বসেছিলুম। তুমি আমাকে দেখে ডরিয়ে উঠেছিলে।

বিধু : সেই একদিন, আর এই একদিন! আজ চার বৎসর হ'য়ে গেল!

নীলকমল : দাদাঠাকুর, পূজোর সময় রাত্রে রাস্তা চলা কিছু নয়। এখন আমরা এইখানেই থাকি, কাল রাত থাকতে উঠে চলে যাব।

বিধু : কেন নীলকমল, এখন ভয় কর কেন? আগে ত তুমি চোরের ভয় করতে না?

নীলকমল : আগে কিছু ছিল না, এখন কিছু হয়েছে। যা বল্লুম সে কথার কি?

বিধু : এই গ্রামের পরই হাঁসখালি, হাঁসখালি গেলুম ত বাড়ী গেলুম; এইটুকুর জন্যে এখানে থেকে কষ্ট পেয়ে লাভ কি? তুমি যে ভয়ের কথা বলছো, এখানে সে ভয়ের কোন কারণ নেই। এ কেষ্টনগরের নিকট, এখানে কি রাস্তার লোক মেরে কেড়ে নিতে পারে?

নীলকমল : তবে চল ; কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে এখানে থাকা উচিত।

বিধু : নীলকমল, তুমি আমার দুঃখের সঙ্গী, প্রবাসের বন্ধু ; হতাশ হ'য়ে দুই জনে একসঙ্গে দেশত্যাগী হয়েছিলুম ; জগদীশ্বরের কৃপায় বড় আশায় আজ আবার এক সঙ্গে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি ; তোমায় প্রাণের কথা বলি ; প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, কিছু সঞ্চয় করতে না পাল্লে দেশে মুখ দেখাব না ; বাড়ীর জন্যে প্রাণ ছটফট করেছে, তবুও আজ চার বৎসর প্রাণকে দেবে রেখে-ছিলুম। কিন্তু আজ আর পাচ্ছি না। নীলকমল, তোমায় এতদিন বলিনি, গৃহে আমার স্ত্রী-পুত্র আছে। এমন স্ত্রী কারুর হয় না। আমি তা'রে বড় ভালবাসি, সেও আমায় বড় ভালবাসে। সেই স্ত্রী-পুত্রের আজ চার বৎসর কোন উদ্দেশ পাই নি। আমি পত্র লিখেছি বটে, কিন্তু সে পত্রের উত্তর দেবে কে ? গোপাল আমার নিতান্ত শিশু। আজ যত বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, আমার সরলাকে দেখবার জন্য ততই প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে। এত নিকটে—জ্ঞান হচ্ছে কতদূর, কতদূর !

নীলকমল : দাদাঠাকুর, যদি বল্লে তবে বলি, বিয়ের জন্য মন এক রকম করে বটে, স্ত্রীর জন্য কেমন করে বুঝতে পারিনি, কিন্তু মায়ের জন্য, ভায়ের জন্য আমারও আজ প্রাণটা বড় ব্যাকুল হচ্ছে। তুমি যখন আমার সাক্ষাতে পরিবারের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ কল্লে তখন তোমার কাছে সত্যি কথা বলি, গাওনা-বাজনার সখ হওয়া অবধি আমি কিছুই কর্ত্তেম না ; আমার বড় ভাই

রোজগার করে সংসার চালাত। একদিন দাদার টাকা চুরি করে একখানা বেহালা কিনেছিলুম, দাদা বকেছিল। আমি রাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলুম। দাদা আমায় বড় ভালবাসে, সেই অবধি হয় ত দাদা আমার জন্য কত কাঁদচে! আমারও দাদ'ঠাকুর ঘরে পৌঁছে, মাকে আর দাদাকে একটা একটা গড় কর্ত্তে পার্ল্লে প্রাণটা স্থির হয়।

বিধু: [illegible] চল; তোমাদের গ্রাম ত আমাদের বাড়ী পার হ'য়ে যেতে হবে?

নীলকমল: প্রাণ তুমি আউটে দিলে, দাদাঠাকুর! আমার দৌড়তে ইচ্ছা হচ্ছে; এস, পারবে?

বিধু: না, না, অমনি চল। জগদীশ্বর, মুখ রেখো; দয়াময়, যেন হাসিমুখে বাড়ী ঢুকি, আর সকলের হাসিমুখ দেখতে পাই!

নীলকমল। গান গাইতে গাইতে যাই, শীগ্‌গির পৌঁছাব ("পদ্ম-আঁখি"—ইত্যাদি গাহিতে আরম্ভ করিল)।

বিধু: আবার ঐ গান?

নীলকমল: না, না, ভুলে গেছি। "ওরে রামশশী, হ'লি বনবাসী—"

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রমদার গৃহের সম্মুখ

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা : মা, ওদিকে কেউ আছে নাকি ?

প্র-মাতা : (নেপথ্যে) না—

প্রমদা : তবে এদিকে এস, একটা কথা বলি।

(প্রমদার মাতার প্রবেশ)

প্র-মাতা : কি—কি ?

প্রমদা : একেবারে গায়ের উপর চেপে পড়লে যে ?

প্র-মাতা : না, মা, আমি দেখতে পাইনি।

প্রমদা : তোমার চোখ নেই বুঝি, এর মধ্যে কানা হ'লে বুঝি ? কাণ থাকে ত শোন, না থাকে বল, আমি চুপ করি।

প্র-মাতা : বল মা, বল, আমি শুনছি। গদাধর চন্দ্রের জন্ম কি আমাতে আমি আছি ?

প্রমদা : এখন শুনেছ কি হয়েছে ?

প্র-মাতা : আমাকে তোমরা না বল্লে আমি কা'র কাছে শুনবো ? তুমি ত আমায় কোন কথা বলনি।

প্রমদা : তবে একটা কথা বলি শোন : সেই দিন কলেক্টর সাহেব এসেছিল, সে হুকুম দিয়ে গেছে, যদি উনি কাগজ বুঝিয়ে দিতে না পারেন, তবে কর্ম্ম থাকবে না।

প্র-মাতা : কা'র, জামাইবাবুর? কি সর্ব্বনাশ! এখন কি হবে?

প্রমদা : তুমি যদি অমন করে চেঁচাও ত এখান থেকে স'রে যাও।

প্র-মাতা : না, মা, আর চেঁচাব না।

প্রমদা : কাগজ ত আর বোঝাবার যো নেই। বাবুকে মাতাল পেয়ে, যে যা পেয়েছে সে তাই করেছে। আমাদের এরা চুরি করেনি, কিন্তু পরে যা পেয়েছে, তা'র ত ভাগ পেয়েছে। এখন নয় জেলে যেতে হবে, নয় পুলিপোলাও যেতে হবে।

প্র-মাতা : পুলিপোলাও? যেখানে আমার গদাধর চন্দ্রকে নিয়ে গেছে? আহা, গেলে তবু বাছা একজন আপনার লোক দেখতে পাবে; নিজে রেঁধে খেতে হবে না।

প্রমদা : ও কি বলছো? তোমার কথার বাঁধুনি নেই; সব আল্‌গা।

প্র-মাতা : না, মা, না, শোকে-তাপে পাগল হয়েছি, কি বলতে কি বলেছি; এখন এর কোন উপায় নেই?

প্রমদা : আছে একটা উপায়, সেও না থাকার মধ্যে। এখন যদি চার হাজার টাকা অন্যান্য আমলাদের ঘুষ দেওয়া হয়, তবে রক্ষে হয়। এঁরা বলছেন রক্ষে হয়, কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস হয় না। কথা কও না যে?

প্র-মাতা : কত টাকা বল্লে?

প্রমদা : চার হাজার—

প্র-মাতা : সে ক' কুড়ি?

প্রমদা : মরণ আর কি ! তুমি কচি মেয়ে নাকি ? চার হাজার টাকা দিতে হলে, আমার আর প্রায় কিছু থাকে না। কোম্পানীর কাগজগুলি, আর গহনাগুলি, সব যায় ; এখন উপায় কি ?

প্র-মাতা : তাই ত মা, কি বলি মা—

প্রমদা : আমার বিবেচনায় ঐ টাকা দিলেও নিস্তার নেই, লাভের মধ্যে টাকাগুলিও যাবে, প্রাণও যাবে। আজ যদি টাকাগুলি দিই, আর কাল উনি পুলিপোলাও যান, তবে আমরা ভিক্ষে করে বেড়াই আর কি ? তা হবে না মা, কি বল তুমি ?

প্র-মা : সে কি কথা মা, তা'র কি আর ভুল আছে। যা'র অদৃষ্টে পুলিপোলাও আছে, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। এই যে আমার গদাধর চন্দ্রকে নিয়ে গেল, কি কল্লে ? এই যে, জামাইবাবু এদিকে আসছেন, আমি যাই। বেশ ক'রে বুঝে সুঝে বল, তোমায় আর কি বুঝিয়ে দেবো ? আপন খুইও না।

[প্রমদার মাতার প্রস্থান।

(শশীভূষণের প্রবেশ)

প্রমদা : কোথায় গিয়েছিলে ?

শশী : আর কোথায়, রামসুন্দর বাবুর কাছে।

প্রমদা : কি হ'ল ?

শশী : সেই কথা ; তিনি মধ্যস্থ হয়ে আর সব আমলাদের গড়ে পিটে ঠিক করেছেন, চার হাজার টাকা দিলে, আর কোন কথা

প্রকাশ করবে না; সকলে মিলে কাগজপত্র সেরে সুরে নেবে। এখন যে এই টাকাগুলি দিতে হবে তা'র কি ?

প্রমদা : যখন দিতে হবে, তখন দেওয়া হবে।

শশী : তবে দাও, সেই ক'খানা কাগজ দাও, আর যা'তে হাজার টাকা হয়, এমন খানকতক গহনা দাও।

প্রমদা : এখনই ?

শশী : এখনই, আর সময় নেই। রামসুন্দর বাবু বাইরে বসে আছেন; এদিকে আমার তলপের পিয়াদা এসেছে, এখনি যেতে হবে। সকলে, আগে টাকা না পেলে, এখানি গিয়ে আমার বিরুদ্ধে বলবে।

প্রমদা : এখন না দিলে নয় ?

শশী : না—

প্রমদা : দিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে ?

শশী : আমি তা হ'লে বেঁচে যাব, নচেৎ আমায় জেলে যেতে হবে।

প্রমদা : টাকা দিলে কেমন ক'রে বেঁচে যাবে, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমার মনে নিচ্ছে, টাকা দিলে তুমিও যাবে, টাকাও যাবে।

শশী : আমিই যদি যাই, তবে আমার টাকা থেকে কি হবে ?

প্রমদা : তা হ'লে আমাদের দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে; সে কি তোমার পক্ষে ভাল হবে ?

শশী : সে কি প্রমদা, তোমরা ভিক্ষে করবে কেন ? আমার জমি জমা আছে, বাড়ী রইল, তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলবে; আর টাকা

দিলে আমিও নিষ্কৃতি পাব। দাও, প্রমদা, শীগ্‌গির দাও। দেরী হ'লে পরে দেওয়া না দেওয়া সমান হবে। চুপ ক'রে রইলে যে, দেবে কি না দেবে বল ?

প্রমদা : অমন জোর কর যদি ত দোব না।

শশী : আমার ঘাট হয়েছে, এখন দাও।

প্রমদা : তোমাদের মত কঠিন লোক আর নেই ; কতদিন তোমার ভাই জ্বালাতন কল্লে ; তিনি গেলেন, এখন তুমি লাগলে। আমার কপালে আর সুখ হলো না। বাবা কেন যে আমায় এমন জায়গায় বে দিলেন ! বাবা গো, তুমি কোথা গো, একবার এস গো !

শশী : দাও, প্রমদা, টাকাগুলি দাও, আর বিলম্ব কোর না।

প্রমদা : ওগো, আমার কি হবে গো !

শশী : প্রমদা, প্রমদা, আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি ? তোমার মনে কিছু আছে নাকি ? (আমি দ্বীপান্তর যাই, টাকা দিলে রক্ষা পাই, তা তুমি দিতে সঙ্কুচিত হচ্ছ ?) আমার নিজের উপায়ের টাকা, যে টাকার জন্য আজ আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তোমারই পরামর্শে, তোমারই নামে সব ক'রে রেখেছি। আমার বিষয়, আমার নিজের কিছু হাত নেই ! এ বিপদে তুমি টাকা দেবে না ? না, না, প্রমদা, তুমি বল তুমি বিদ্রূপ কচ্ছিলে। দাও, প্রমদা, টাকাগুলি দাও ; তোমার স্বামী দ্বীপান্তর যাবে ?

প্রমদা : তুমি ত চল্লে, আমার কি ক'রে গেলে ?

শশী : আমাকে তুমি মজালে ; তুমি টাকাগুলি দিলে এ বিপদ্ থাকবে না।

রমেশ : (নেপথ্যে) শশী বাবু, শীঘ্র আসুন, বেলা গেল।

শশী : এই যাই। প্রমদা, আমায় রক্ষা কর, তুমি না রক্ষা কল্লে আর উপায় নেই। প্রমদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা কর।

প্রমদা : বাবা আমার স্বপ্নেও জানতেন না আমার এমন দুরদৃষ্ট হবে।

রমেশ : (নেপথ্যে) শশী বাবু, আর বিলম্ব করবেন না, যা হয় একটা বলুন।

শশী : যাচ্ছি মশায়। প্রমদা, রক্ষা কর ; প্রমদা, রক্ষা কর। আমার আবার উপার্জ্জন হবে, আমি আবার তোমায় টাকা দেব, যা নিচ্ছি তা'র দ্বিগুণ দেব, আজ আমায় রক্ষা কর। দেখ প্রমদা, তুমি যখন যা চেয়েছ, তখনই তা'ই দিয়েছি। তোমার কথার কখনও অন্যথা করিনি, তোমায় কত ভালবাসি। দেখ, সেই স্বামী আজ তোমার পায়ে পড়ে ভিক্ষা করছে ; তুমি দয়া না করলে, সে দ্বীপান্তর যায়। তোমায় জোড়হাত ক'রে বলছি, রক্ষা কর, ভিক্ষা দাও, মুখ তুলে চাও!

প্রমদা : আমার জীবনটা দুঃখে দুঃখে গেল, বাবা আমাকে কেন এখানে বে দিলেন।

(প্রমদার মাতার প্রবেশ)

প্র-মা : মা, আমি তখনই তোমার বাবাকে বলেছিলুম, এ কাজে সুখ হবে না। তোমার বাবা আমার কথা না শুনে, বাছা, তোমাকে

এইখানে বে দিলেন। আমাকে গাল দিও না, বাছা! ওরে, গদাধর চন্দ্র, তুই কোথায়!

শশী: প্রমদা—

প্রমদা: তোর দিদির দশা দেখে যা, ভাই রে!

রমেশ: (নেপথ্যে) শশী বাবু, শীঘ্র আসুন; নইলে পেয়াদারা বাড়ীর ভিতর চল্লো।

শশী: দিলে না? দিলে না? ঠিক হয়েছে। বিধু, বিধু, কোথায় আছ ভাই, একবার এসে দেখে যাও, তোমায় দেশত্যাগী করবার ফল হাতে হাতে ফলেছে! ছোট বৌমা, মৃত্যুশয্যা হ'তে শোন, তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাস বিফল গেল না! প্রমদা, প্রমদা, এতদিনে তোর সব পরামর্শের ইচ্ছা বুঝতে পাল্লুম। তুই আমাকে বোকা বলতিস, যথার্থই আমি বোকা। তা না হ'লে তোর মত পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাই বিধুকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেব কেন? আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকে মেরে ফেলব কেন? তোর দোষ নেই, ঈশ্বর আমায় শাস্তি দিয়াছেন; স্বহস্তে পাপের পর্ব্বত প্রস্তুত করেছিলুম, তা'রই পেষণে আজ আমার মৃত্যু হ'ল!

রমেশ: (নেপথ্যে) শশী বাবু, যা বলবার হয় বলুন, দেবার হয় দিন।

শশী: আমার কিছু বলবার নেই, কিছু দেবার নেই। আমি ভিখারী, আমার ঘরে ধন থাকতে—আমি চুরি করেছি, জুয়া চুরি করেছি, পিশাচিনীর পূজো করেছি, রাক্ষসীর পায়ে সপরিবারে ভাইকে বলি দিয়েছি! আমি চোর, জুয়াচোর,

বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তা ! আমায় ধর, বাঁধ, পায়ে শেকল দাও, দ্বীপান্তর দাও, প্রাণদণ্ড দাও ! পিশাচিনীর মন্ত্রণায় আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমায় ধর, বধ কর !

[শশীভূষণের প্রস্থান।

প্রমদা : ওগো, আমার কি উপায় হবে গো, আমি স্বোয়ামী থাকতে বিধবা হলুম গো !

প্র-মা : কেঁদ না মা, কেঁদ না ; যা হবার হ'যে গেল। ছেলে-মেয়ে দু'টি যা'তে ভাল থাকে, তাই কর। কেঁদে কি হবে বল ? এই ত আমি কাঁদলুম, আমার গদাধর চন্দ্র কি ফিরে এল ? মা, পুলি পোলাও যে যায় সে আর ফেরে না।

প্রমদা : দেখলে, মা, দেখলে সব ঠিক করেছিল ? উনি ত গেলেনই টাকাগুলি ও গিয়াছিল আর কি ! যেখানে যান, বেঁচে থাকুন, আমার সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া বজায় থাকুক্ ! তবু ও মনকে প্রবোধ দিতে পারবেন যে, মাগ-ছেলেকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি।

প্র-মা : তা বৈকি, মা, তা বৈকি, মা, আর সেখানে আমার গদাধর চন্দ্র আছে।

প্রমদা : মা, এখনই যে এক কাজ কর্ত্তে হবে। থানার লোক যদি বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে জিনিষ-পত্র ক্রোক দেয় ? আগে প্রাণ, তার পর মান। তুমি, মা, আমার সঙ্গে চল, ছেলেপুলে এখানে থাক্ ; কোম্পানীর কাগজ, আর গহনা-পত্র, আর নগদ যা কিছু

আছে, রাতারাতি তোমার বাড়ী লুকিয়ে রেখে আসি ; জমিজমার গোল হ'লেও তবু ওগুলো থাকবে।

প্র-মা : চল, মা, চল ; তুমি আমায় যা বল্‌বে, তাই করবো। আমার আর কে আছে বল ? গদাধর চন্দ্র রে !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরলার কক্ষ

সরলা ও শ্যামা

সরলা : শ্যামা, তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'ল না, আর দেখতে পেলুম না !

শ্যামা : স্থির হও, মা, স্থির হও। কেন দেখতে পাবে না ? তিনি শীগ্‌গিরই এসে পৌঁছুবেন ; তিনি এলেই তুমি ভাল হবে।

সরলা : ভাল হব, শ্যামা ? জেনে শুনে আর কেন আমাকে ফাঁকি দিস্ ? শ্যামা, আজ আমার বড় অসুখ করছে, আর বুঝি বিলম্ব নেই।

শ্যামা : বালাই ! বলাই ! অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে আছে, মা ?

সরলা : জানালার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না আসছে, শরতের চাঁদ উঠেছে ! আশ্বিনে, যা'রা বিদেশে থাকে, তা'রাও যে বাড়ী

আসে। এক এক করে চার বৎসর পূজো এল, তবু তিনি কেন এলেন না?

শ্যামা : একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।

সরলা : শ্যামা, তোরে একটা কথা বলি। আমার মনে হচ্ছে জ্যোৎস্না রাত্রে চারিদিকে চাঁদের আলো ভাসছে; পৃথিবী হাসছে; পতির কোলে মাথা দিয়ে চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে চাঁদ ও ভেবে, চোখটি বুজে—

বিধুভূষণ : (নেপথ্যে) বাড়ীতে কে গো? শ্যামা আছ?

সরলা : শ্যামা—

বিধুভূষণ : (নেপথ্যে) শ্যামা, একবার দোরটা খুলে দাও।

সরলা : শ্যামা, তিনি, তিনি, আমার স্বোয়ামী, আমার সর্ব্বস্ব, বাড়ী এসেছেন! মা দুর্গা বুঝি মুখ তুলে চাইলেন! যা, শ্যামা, শীগ্‌গির নিয়ে আয়, একবার দেখি। (শ্যামার প্রস্থান) দেখি, দেখি, প্রাণ ভরে দেখি; পায়ে মাথা রেখে মুখপানে চেয়ে থাকি। দয়াময় হরি, আজ তোমার দাসীকে দয়া করলে! প্রাণ, তুই একটু থাক্, একটু ভাল ক'রে আমার প্রাণপতিকে দেখতে দে!

(বিধুভূষণ ও শ্যামার প্রবেশ)

বিধু : সরলা! সরলা! আমার প্রাণের সরলা! এতকাল আমি তোমার নাম জপ ক'রে বেঁচেছিলুম, কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তোমায় এ অবস্থায় দেখবো। জগদীশ্বর, একি করলে?

সরলা : এস, এস, ওখানে নয় ; বিছানায় উঠে, আমার কাছে বস ! আমি তোমায় ভাল করে দেখি। তোমায় দেখলেই আমি ভাল হব।

বিধু : গোপাল কোথায় ? তা'কে দেখছিনি যে ? সে ত ভাল আছে ?

শ্যামা : বেশ আছে ; আমার বিছানায় ঘুমুচ্ছে। তুলে আনবো ?

বিধু : থাক্, ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নেই। কি ওষুদ খাওয়ান হচ্ছে ?

শ্যামা : হা অদৃষ্ট। ওষুদ পাব কোথায় ? গদার কথাত তোমায় সব—

বিধু : না খেয়ে খেয়ে, হা অদৃষ্ট, সরলা মৃত্যুশয্যায়। দাদাকে জেলে নিয়ে গেছে! বাড়ী এসে ত আমার ওপর সুসংবাদের বৃষ্টি হচ্ছে। সরলা, তুমি আমার জন্য প্রাণ দিলে, আমার জন্য ভেবে ভেবে, এই কালরোগ করে বসলে। ওকি, সরলা ঘুমুচ্ছে ? ও শ্যামা, সরলা বুঝি ফাঁকি দিলে। তুমি কাছে বস, আমি দেখি যদি একজন ডাক্তার পাই।

সরলা : এই যে, তুমি এস, বস ; তুমি আমার কাছে থেকে যেওনা।

বিধু : সরলা, তোমার চিকিৎসা হয়নি, আমি দেখি যদি একজন ডাক্তার পাই।

সরলা : তুমি কি পাগল হ'লে ? বুঝতে পাচ্ছনা ? ডাক্তার এসে আমার আর কি করবে ? আমায় রেখে আর কোথাও যেওনা। শ্যামা, একটু……জল।

বিধু : জগদীশ্বর, কি করলে! আমি কি দেখতে বাড়ী এলুম ? কা'র জন্য টাকা আনলুম ? সরলা, আমি মাসে মাসে টাকা

পাঠিয়েছি ; মনে করেছিলুম যে, তোমরা বেশ সুখে আছ, নিশ্চয়ই সুখে আছ। নিজের কথা ভেবেছিলুম, টাকা না হ'লে আর বাড়ী আসবো না।

সরলা : আর ও কথায় কাজ নেই। দেখ, আমি এতদিন মরতুম, কিন্তু তোমায় দেখবার আশায় বেঁচে আছি। আমি জোর ক'রে প্রাণ বেরুতে দেই নি। আমার কাছে স'রে এসে আমার হাতে হাত দাও, আমি তোমায় দেখি, কতদিন দেখিনি! জন্মের শোধ দেখে নিই। আর দেখতে পাব না! তুমি কাঁদ কেন?

বিধু : সরলা, তুমি চল্লে, আর আমি কাঁদছি কেন, জিজ্ঞেস করছ?

সরলা : না, না, তুমি কেঁদনা, তোমার চোখে জল দেখলে, আরও বাঁচতে সাধ হয়।···আর একটু জল···এতদিন পরে পেলেম··· পেলেম আর চল্লেম······

বিধু : করুণাময়, দীনবন্ধু, দয়াময়, আমার সরলাকে দাও! সরলা ছেলেমানুষ। আমার হাতে পড়ে সরলা চিরদুঃখিনী, সরলার জীবনের কোন সাধ মেটেনি, আমার সরলাকে বাঁচিয়ে দাও! আমি একদিন ওকে সুখী দেখি। আজ চার বৎসর হ'ল সরলা আমায় কাঁদতে কাঁদতে বিদেয় দিয়েছিল! বড় আশায় বাড়ী এসেছিলুম, সরলা হাসিমুখে আমার কাছে আসবে; পরমেশ্বর, এত আশায় নিরাশ কোরনা! আমি রাজার রাজ্য চাই না, ক্রোরপতির ঐশ্বর্য্য চাই না, মান চাই না, সম্ভ্রম চাই না, পদ চাই না, আমার—দুঃখের দুঃখিনী, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, সরলার প্রাণ-ভিক্ষা দাও! বঞ্চিত করনা, দয়াময়, দাসের প্রার্থনা রাখ!

শ্যামা : বাবু, স্থির হও। আমাদের কপাল বড় মন্দ, নইলে অমন সোণার লক্ষ্মী বিসর্জ্জন হবে কেন ?

সরলা : শ্যামা, কেঁদোনা ; তুমি কেঁদোনা ; আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আসছে, ~~শ্যামা, একবার গোপালকে~~ দেখা—

বিধু : আর কি, শ্যামা, গোপালকে নিয়ে এস।

[শ্যামার প্রস্থান।

সরলা : কাছে এস, আমার গলায় হাত দাও। দেখ, বউ মানুষ লজ্জায় প্রাণ খুলে কোন কথা বলতে পারিনি, আজ আর লজ্জা কিসের, হৃদয় খুলে বলি। আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্ম জন্ম তোমায় স্বামী পাই।

বিধু : সরলা, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তুমি ছেড়ে গেলে আর আমি কতদিন পৃথিবীতে থাকবো ?

সরলা : ছিঃ!—

(গোপাল ও শ্যামার প্রবেশ)

গোপাল : বাবা, বাড়ী এসেছ ? বাবা, তোমায় কতদিন দেখিনি ?

বিধু : বাবা, বাবা, আমার সর্ব্বনাশ দেখতে এসেছি !

সরলা : ছিঃ, অমন ক'র না !

গোপাল : দিদি, মা আজ অমন ক'রে কথা কচ্ছে কেন ?

সরলা : গোপাল, বাবা, কাছে এস, একবার আমার বুকে মাথা দিয়ে শোও।

গোপাল : কেন মা, কেন মা ? অমন করোনা, আমার কান্না পায়।

সরলা : গোপাল—

গোপাল : মা—

সরলা : শ্যামা তোর মা।

গোপাল : কেন মা, তুমি কোথায় যাবে মা? বাবা এসেছে, তুমি কোথাও যেওনা, মা!

সরলা : সর্ব্বস্বধন গোপাল। শ্যামা, গোপালকে আমি জন্মের মত তোমায় দিয়ে গেলুম।

শ্যামা : মা, মা, অমন কথা বলিসনি!

গোপাল : দিদি, তুমি কাঁদছ কেন? বাবা কাঁদছে কেন? ওমা, মার কি হ'ল? মা কোথায় যাবে?

বিধু : চুপ কর, বাবা! গোপালরে, কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছিসনে? সরলা! সরলা! শ্যামা, শ্যামা, সরলা যে আমার কথা কয়না। চোখের তারা যে কেমন হ'ল! শ্যামা, একটু জল একটু জল দাও।

সরলা : তুমি—কোথায—গেলে? ভাল—ক'রে—আর—দেখতে—পাচ্ছিনা—। তোমার—কোলে—আমার—মাথা—নাও।

বিধু : সরলা, চল্লে?

সরলা : কেঁদনা—তোমার—কান্না—দেখতে—পা—রি—না—। একটু—পায়ের—ধু—লো—আমার—মাথায়—দাও—। (আঁ—কি—যে—তোমায়—দে—খ—তে—পা—চ্ছি—না—) এ—ই—যে—তুমি—!) ক—ত—চাঁ—দ—ক—ত—আলো—! শ্যা—মা—আমার—গো—পা—ল—। হ—রি—বো—ল!

(মৃত্যু)

বিধু : কপাল ভাঙ্গল। শ্যামা, সরলা আমার গেল! এই যে এ, এই কথা বলছিল! জগদীশ্বর, কি কল্লে? সব—শূন্য—সব শূন্য!

শ্যামা : আহা! আহা! সোণার প্রতিমা চলে গেল!

গোপাল : দিদি, কি হ'ল? বাবা কাঁদছে কেন? মার কি হয়েছে, মা! মা! ওঠ না, মা! কথা কওনা, মা! আমি ডাকছি আমি গোপাল, মা! বাবা, মাকে তোলনা। মার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও না?

শ্যামা : কালনিদ্রা, বাবা, কালনিদ্রা! এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

বিধু : বাবা গোপাল, কি হলো?

যবনিকা-পতন